পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1556, Saturday, 16 December 2023 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশকে কখনোই পরাজিত শক্তির দোসরদের হাতে তুলে দেয়া হবে না : প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- যে কারণে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে পারেন ট্রাম্প-৫ম পাতায়
- যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মিত্রশক্তির পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র-৫ম পাতায়
- ৭ বছর ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমছে বলেছে বিশ্বব্যাংক-৫ম পাতায়
- সাড়ে চার মাসে বিএনপির দেড় হাজার নেতা-কর্মীর সাজা-৫ম পাতায়
- বাইডেনকে কি অভিশংসন করতে পারবে রিপাবলিকানরা-৬ষ্ঠ পাতায়
- টেক্সাসের অষ্টিনে নিজের স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছেন ইলন মাস্ক, থাকবে না টিউশন ফি-৬ষ্ঠ পাতায়
- গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে লস অ্যাঞ্জেলেসে ইহুদিদের বিক্ষোভ-৭ম পাতায়
- গাজা নিয়ে বাইডেন ও নেতানিয়াহুর বিরোধ যেভাবে স্পষ্ট হচ্ছে-৭ম পাতায়
- তেল উৎপাদনে রেকর্ড গড়ে বাজারে ওপেকের দখল কমাল যুক্তরাষ্ট্র-৭ম পাতায়
- ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম - ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়াই- গাড়িতে আগুন ও রেলে নাশকতা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-৮ম পাতায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

‘গাজায় ইসরায়েলি অভিযান চলবে আরও কয়েক মাস’- ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

এক বছরে বাংলাদেশে কোটিপতি বেড়েছে ৭ হাজার

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘গাজায় ইসরায়েলি অভিযান চলবে আরও কয়েক মাস’- ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান আরও কয়েক মাস চলবে। এমনটাই জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে এক বৈঠকে চলমান এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইসরায়েলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি।

বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেন, ‘হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করাই চলমান এই অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য। আমি আমার মার্কিন বন্ধুকে জানিয়েছি, আমাদের সাহসী যোদ্ধাদের লড়াই ব্যর্থ হতে দেব না। যে সেনা জওয়ানদের আমরা হারিয়েছি, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বললে, হামাসকে সম্পূর্ণভাবে শেষ না করা

পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে এবং এতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে।’

ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে গাজায় হতাহত ফিলিস্তিনিদের নিয়ে বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জ্যাক সুলিভান। উপত্যকায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হতাহতের হার হ্রাস করতে অভিযানের পদ্ধতি পরিবর্তনেরও আহ্বান জানান তিনি। তবে সেই আহ্বান নাকচ করে দিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে অভিযান চলছে, আপাতত তাতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলের ভূখণ্ডে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

‘কে কি বললেন’

সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।- ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

‘যতই কূটনৈতিক চাপ থাকুক, গাজায় অভিযান এখনই বন্ধ হবে না,’ -ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

খালেদা জিয়াকে ভোট চুরির অপরাধে বিদায় নিতে হয়েছিল। ‘এক বার নয়, দুই বার বিদায় নিতে হয়েছিল।- আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভাগ-বাটোয়ারার নির্বাচন অস্থিরতা তৈরি করবে - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মিত্রশক্তির পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। এর ছয় মাসের মধ্যেই দেশ পুনর্গঠনে হাত বাড়িয়ে দেয় বিভিন্ন বন্ধু দেশ। চারদিকে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-বাইডেনের ২য় নির্বাচনী লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি-জরীপে ইঙ্গিত

যে কারণে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে পারেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প। সমালোচকরা ভেবেছিলেন ট্রাম্প আর কোনো দিন রাজনীতিতে ফিরবেন না, এই বিতর্কিত নেতা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। এরপর ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের কফিনে একের পর এক পেরেক হিসেবে আসে ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গা, যৌন কেলেঙ্কারি, গোপন নথি, ভোট জালিয়াতিসহ কয়েকটি বড় বড় অভিযোগ। কিন্তু রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই তা-ই যেন প্রমাণ করছেন ৭৭ বছর বয়সি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে ফের লড়ছেন ট্রাম্প, এমনকি সাম্প্রতিক জরিপগুলোর প্রায় সবগুলোতেই

এগিয়ে আছেন তিনি। এবার জাতীয়পর্যায়ের এক জরিপে দেখা গেল, ডোনাল্ড ট্রাম্প তার রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার মনোনয়ন দৌড়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ৫০ শতাংশ জনমত রয়েছে ট্রাম্পের পক্ষে। এই জরিপের পর বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, আবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় ফিরতে পারেন ট্রাম্প। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিন বছর আগে, কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক ট্রাম্পের পরাজয় ও নানামুখী অপমানের ফলে চিরতরে রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার আভাস দিয়েছিলেন; কিন্তু তার অসাধারণ প্রত্যাবর্তন সবাইকে সত্যিই স্তব্ধ করে দিয়েছে। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র ১১ *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সাড়ে চার মাসে বিএনপির দেড় হাজার নেতা-কর্মীর সাজা

পরিচয় ডেস্ক: সাড়ে চার মাসে বিভিন্ন মামলায় বিএনপির কমপক্ষে দেড় হাজার নেতা-কর্মীর সাজা দিয়েছেন আদালত। বুধবার এক দিনে সর্বোচ্চ ১১৯ জন নেতা-কর্মীর সাজা হয়েছে। বিএনপির অভিযোগ, সরকার এখন বিরোধী নেতা-কর্মীদের দমনে আদালতকে সরাসরি ব্যবহার করছে।

অবশ্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী দাবি করছেন,‘‘যা হচ্ছে আইন মেনেই হচ্ছে।’’ বুধবার মোট ছয়টি মামলায় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের ১১৯ জন নেতা-কর্মীর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ এখনো বৈদেশিক ঋণের কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি

৭ বছর ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমছে বলেছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অনুপাত সর্বনিম্নে এসে নেমেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া ও বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। গত ১২ বছরে যে হারে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে, সেই হারে রিজার্ভ বাড়েনি। এছাড়া গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশের রিজার্ভ কমছে। কিন্তু ঋণ বেড়েছে। এসব মিলিয়ে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমে গেছে।

গত বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘ইন্টারন্যাশনাল ডেবট রিপোর্ট ২০২৩’ বা ‘বৈশ্বিক ঋণ প্রতিবেদন ২০২৩’ শীর্ষ প্রকাশনা থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, রিজার্ভের বিপরীতে বৈদেশিক ঋণের অনুপাত কম থাকলে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বেশি থাকে, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে আর্থিক ঝুঁকি কম থাকে। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কম থাকলে আর্থিক ঝুঁকি বাড়ে। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও কমে। এসব কারণে ৭ বছর ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা গড়ে কমছে। মাঝে এক বছর বাড়লেও তা স্থায়ী হয়নি।

তবে এখনো দেশটি বৈদেশিক ঋণের কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। জিডিপির তুলনায় ঋণের অনুপাতে দেশটিতে কোনো ঝুঁকিও নেই। তবে আইএমএফ এক প্রতিবেদনে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সংগীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল আর নেই

মারা গেছেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটায় কোলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন অনুপ ঘোষাল। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, অনুপ ঘোষালের প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি অনুপ ঘোষালের আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’, ‘হীরক রাজার দেশে’র মতো ছবিতে সঙ্গীত *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাইডেনের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ট্রাম্প -সিএনএন এর নতুন জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেনের চেয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছে বলে সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সিএনএন দ্বারা পরিচালিত নতুন জরিপ অনুসারে ১১ ডিসেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, মিশিগান ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের আধিপত্য রয়েছে। এ রাজ্যে বাইডেনের চাকরির কর্মক্ষমতা, নীতির অবস্থান এবং তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠরা।

জর্জিয়া রাজ্যের নিবন্ধিত ভোটাররা বলেছেন যে- তারা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বাইডেনকে ৪৪ শতাংশ এবং ট্রাম্পকে ৪৯ শতাংশ লোক পছন্দ করেন।

মিশিগান অঙ্গরাজ্যে যেখানে ২০২০ সালে বাইডেন অনেক ব্যবধানে জিতেছেন সেখানেও ৫০ শতাংশ ভোটাররা ট্রাম্পকে সমর্থন করছে। এ রাজ্যে বাইডেনকে সমর্থন করছে ৪০ শতাংশ ভোটার।

বাকি ১০ শতাংশ বলেছেন, তারা কোনো প্রার্থীকেই যোগ্য মনে করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের দুই দল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন কে পাবেন তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২০ সালের মতো ২০২৪ সালেও বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে লড়াই হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প জনপ্রিয়তায় তার রিপাবলিকান অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে বেশ এগিয়ে। অপরদিকে বাইডেন আবারো নির্বাচন করার কথা জানিয়েছেন। সূত্র : সিএনএন

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর জনমত জরিপেও বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ৮ই ডিসেম্বর শনিবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালএ প্রকাশিত এক জরিপে এমন আভাস পাওয়া গেছে। আগামী বছর দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালএর জরিপে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন কম ভোট পাবেন। তিনি পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ ভোট, অপর দিকে ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প ৪ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন। প্রথমবারের মতো ২০২৪ সালে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দৌড়ে বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

আগামী নির্বাচনে আবার অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (৮১)। তবে তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অবশ্য এতে সায় নেই। এ ক্ষেত্রে বাইডেনের বয়সকেই প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখছে তাঁর দল। এ কারণে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন বলে আশঙ্কা তাদের। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করছে রাশিয়ার প্রতিবেশী ফিনল্যান্ড

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ড আগামী সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এই চুক্তির আওতায় নর্ডিক দেশটির প্রতিরক্ষা সহায়তার অংশ হিসেবে তাদের দেশে মার্কিন সেনা ও সামরিক রসদ আসবে। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) ফিনিশ সরকার এ তথ্য দিয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জেরে চলতি বছরের শুরুতে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দেয় ফিনল্যান্ড। চুক্তি সম্পর্কে ঘোষণার আগে সরকারি কর্মকর্তারা বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো সংঘাতের সময় ফিনল্যান্ডে দ্রুত সামরিক বাহিনীর প্রবেশ এবং সহায়তার অনুমতি দেওয়া।

ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিনা ভ্যালটোনেন সাংবাদিকদের বলেন, সব কিছু নিয়ে আলাদাভাবে একমত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি শান্তিকালীন কার্যক্রম সহজ করবে। তবে সংকটের সময় এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কর্মকর্তারা বলছেন, চুক্তির আওতায় দেশের ১৫টি স্থাপনা ও এলাকা তালিকাভুক্ত করেছে ফিনল্যান্ড। এসব স্থাপনা ও এলাকায় মার্কিন সামরিক বাহিনী কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে এবং সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ করতে পারবে।

গত সপ্তাহে ফিনল্যান্ডের প্রতিবেশী সুইডেনও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই ধরনের সামরিক চুক্তি করেছে। এই চুক্তির আওতায় মার্কিন সামরিক বাহিনীকে চারটি বিমান ঘাঁটি, একটি বন্দর ও পাঁচটি সামরিক ঘাঁটিসহ ১৭টি এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেয় দেশটি।

ফিনল্যান্ড সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য হলেও সুইডেন সদস্য নয়। তুরস্ক ও হাঙ্গেরির বাধায় সুইডেনের যোগদান আটকে রয়েছে।

বাইডেনকে কি অভিশংসন করতে পারবে রিপাবলিকানরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পক্ষে ভোট দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। স্থানীয় সময় বুধবার রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদে ২২১-২১২ ভোটে পেয়ে এই তদন্ত অনুমোদিত হয়েছে। এর মানে হলো প্রতিনিধি পরিষদের সব রিপাবলিকান সদস্য অভিশংসন তদন্ত শুরুর পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং সব ডেমোক্রেটিক সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের অনুমোদনের পর একটি বড় প্রশ্ন সামনে আসছে। আর তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে অভিশংসনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে কি না। মূলত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ৫৩ বছর বয়সী ছেলে হান্টার বাইডেনের বৈদেশিক ব্যবসা থেকে অন্যায়ভাবে কোনো সুবিধা নিয়েছেন কি না, তা তদন্ত করে দেখবে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। তবে ডেমোক্র্যাট এই নেতার বিরুদ্ধ এখন পর্যন্ত কোনো অন্যায়ের প্রমাণ খুঁজে পায়নি রিপাবলিকানরা। অন্যদিকে বাইডেনের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অ্যাখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে হোয়াইট হাউস।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন কোনো প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন বা ক্ষমতাচ্যুত করার প্রথম ধাপ হলো তার বিরুদ্ধে প্রতিনিধি পরিষদে আনুষ্ঠিকভাবে তদন্ত শুরুর অনুমোদন করানো। বাইডেনের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করেছে রিপাবলিকানরা। কংগ্রেস কমিটির সামনে এখন সাক্ষীদের শুনানি ও জেরা করা হবে। এটি একটি প্রকাশ্য প্রক্রিয়া এবং মার্কিনিরা টিভির পর্দায় প্রতিদিনের শুনানি দেখে থাকেন।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে শুনানির পর অভিশংসনের প্রস্তাব পাস হতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ঠ। এর মানে হলো প্রস্তাবের পক্ষে মোট ২১৮টি ভোট পড়তে হবে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

টেক্সাসের অস্টিনে নিজের স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছেন ইলন মাস্ক, থাকবে না টিউশন ফি

পরিচয় ডেস্ক: নিজের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে চান বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিত্ব ইলন মাস্ক। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অস্টিনে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চান তিনি। তবে তার আগে তিনি একটি স্কুল তৈরি করতে চান। এই লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো টিউশন ফি থাকবে না বলেও জানা গেছে।

ইলন মাস্ক এরই মধ্যে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে ১০০ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন স্কুল খোলার জন্য। এই অর্থ দানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া অর্থের করের নথিপত্র থেকে জানতে পেরেছে ব্লুমবার্গ।

প্রাথমিকভাবে ইলন মাস্কের দেওয়া অর্থ দিয়ে একটি প্রাথমিক স্কুল খোলা হবে। পরে পর্যায়ক্রমে হাইস্কুল এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবেন।

ইলন মাস্কের দেওয়া এই অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রাথমিকভাবে ৫০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া হবে। এসব শিক্ষার্থীকে স্টেম সাবজেক্টস বা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও গণিতসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে। সাধারণত স্টেম সাবজেক্টস বলতে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল, গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ভূবিদ্যা।

কর জমা দেওয়ার ওই নথি থেকে জানা গেছে, ওই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম দ্য ফাউন্ডেশন। দাতব্য সংস্থাটি সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষার জন্য স্কুল থেকে তার কার্যক্রম প্রসারিত করে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

প্রবল চাপে ইউ পেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ ম্যাগিল শনিবার পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান স্কট এল বকও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলা এবং এর পর গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রেক্ষাপটে দাতা, রাজনীতিবিদ এবং অ্যালামনাইদের প্রবল চাপে এই পদত্যাগ হলো। কংগ্রেসে শুনানির চার দিন পর এবং ইহুদিদের গণহত্যার আহ্বান জানানো ছাত্রদের শাস্তি প্রদান হবে কিনা- এমন প্রশ্নের মুখে ম্যাগিল সরে দাঁড়ালেন।

একটি ফিলিস্তিনি সাহিত্য সম্মেলনের প্রতি ম্যাগিলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ম্যাগিলের প্রতি সমর্থন আগেই হ্রাস পেয়েছিল।

প্রভাবশালী গ্রাজুয়েটরা তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, ধনী দাতারা তাদের দান প্রত্যাহার করেছেন এবং সরকারি কর্মকর্তারা তাকে অপসারণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের সভা হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই তিনি জানান, তিনি পদত্যাগ করছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান স্কট এল বক এক ইমেইলে পেন কমিউনিটিকে জানান, ওমিজ ম্যাগিল স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি গত বছর ওই পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

এর দুই ঘণ্টা পর বকও জানান, তিনি পদত্যাগ করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ সমস্যায় পড়ে গেছে।

গত শুক্রবার ৭০ জনের বেশি কংগ্রেস ম্যান ম্যাগিলকে বরখাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে কংগ্রেসে শুনানিকালে নিউ ইয়র্কের রিপাবলিকান সদস্য ইলিস স্টেফানিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্ররা ইন্তিফাদার সমর্থনে শ্লোগান দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই আরবি শব্দটির অর্থ গণ-অভ্যুত্থান। তবে অনেক ইহুদি ছাত্র একে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করে।

কংগ্রেসওম্যান তার কাছে জানতে চান, ইহুদিদের গণহত্যার আহ্বান কি ভীতিপ্রদর্শন বা হয়রানি নয়?

এর জবাবে ম্যাগিল বলেন, এমনটা যদি লক্ষ্য করে এবং প্রবল ও সর্বব্যাপী হয়, তবে তা হয়রানিমূলক।

এই প্রেক্ষাপটে ওই কংগ্রেসওম্যান জানতে চান, এর অর্থ হলো হ্যাঁ।

ম্যাগিল এর জবাবে বলেন, এটি প্রেক্ষাপট-নির্ভর সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসওম্যান।

এ সময় ওই কংগ্রেসওম্যান চিৎকার করে জানতে চান, এটাই আজকে আপনার সাক্ষ্য? ইহুদিদের গণহত্যার আহ্বান প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে?

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কলেজের প্রেসিডেন্ট তাদের ক্যাম্পাসে সেমিটিজবিরোধিতা নিয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছেন। বিশেষ করে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিন গে এবং এমআইটির প্রেসিডেন্ট স্যালি কর্নব্লুথও চাপের মুখে আছেন। তবে সবচেয়ে বেশি চাপে ছিলেন ম্যাগিল।

সূত্র : সিএনএন, টাইমস অব ইসরাইল

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে লস অ্যাঞ্জেলেসে ইহুদিদের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করেই ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। পশ্চিম তীরেও চলছে অভিযান-হামলা। এতে বেড়েই চলেছে হতাহতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ইহুদি সম্প্রদায়।

গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ করেন ইহুদিরা। এ সময় সড়ক অবরোধ করে যান চলাচলে বাধা দেন তাঁরা। এতে যানজট দেখা দেয়। বিক্ষোভের সময় প্রায় ৭৫ জনকে আটক করে পুলিশ।

গাজায় যুদ্ধবিরতির যে বৈশ্বিক দাবি উঠেছে, তাতে ইসরায়েল প্রায় একঘরে। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে তোলা প্রস্তাবে নিরঙ্কুশ সমর্থন দেয় সদস্যদেশগুলো। কিছুদিন ধরে গাজায় সহিসংতা কমাতে নেতানিয়াহুর ওপর চাপ দিচ্ছে ওয়াশিংটনও।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েল সফরে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। আগের দিন বুধবারই গাজায় নির্বিচার বোমাবর্ষণের ভর্ৎসনা করেছিলেন বাইডেন।

এত কিছুর পরও গাজা ইস্যুতে একরোখা নেতানিয়াহু। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমরা শেষ দেখে ছাড়ব। আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে থেকেও অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ নিয়ে কথাগুলো বলছি। কোনো কিছুতেই আমাদের থামানো যাবে না।

একেবারে শেষ পর্যন্ত, বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অটল থাকব। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না।'গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলার পর গাজায় যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে, তার তৃতীয় মাস চলছে। আজও উত্তর থেকে দক্ষিণড়্পুরো উপত্যকায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজায় যুদ্ধবিরতি দাবিতে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ করেন ইহুদিরা

এদিন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগের ২৪ ঘণ্টায় উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি হামলায় ১৭৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হন ৩০৩ জন। এ নিয়ে গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ৭৮৭। আহত ৫০ হাজার ৮৯৭। অপরদিকে গতকাল সারা দিনে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন।

'ইতিহাসের কালো অধ্যায়' :এমন পরিস্থিতিতে গাজাবাসী 'ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায়' পার করছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলা ও হুমকির মুখে উপত্যকাটির ২৩ লাখ বাসিন্দার মধ্যে ১৯ লাখই এখন বাস্তুচ্যুত।

লাজারিনি বলেন, গাজার মোট ভূখণ্ডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় এখন উপত্যকাটির বাসিন্দাদের বসবাস করতে হচ্ছে। তাঁর আশঙ্কা, চরম মানবেতর অবস্থায় দিন কাটানো এই মানুষগুলোকে মিসরে নির্বাসনে পাঠানো হতে পারে।

গাজাবাসীর এই দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে শীতকালীন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে অনেক অস্থায়ী তাঁবু। এসব তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাস্তুহারা গাজাবাসী। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মবিষয়ক সংস্থা বলছে, একদিকে চলছে হামলা, অন্যদিকে বৃষ্টি; দুর্দশা এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে গাজা যেন 'নরকে' পরিণত হয়েছে। এসবের জেরে গাজায় মেনিনজাইটিস, জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ার বড় ঝুঁকি রয়েছে বলে আশঙ্কা জাতিসংঘের।- এএফপি ও রয়টার্স

২০২৩ সালে জ্বালানি তেলের চাহিদায় ক্রমেই ভাটা পড়েছে। *ছবি: সংগৃহীত*

তেল উৎপাদনে রেকর্ড গড়ে বাজারে ওপেকের দখল কমাল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: জ্বালানি তেলের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ব্রাজিল ও গায়ানার মতো দেশগুলোও জ্বালানি তেলের উৎপাদন বাড়ানোর ফলে বাজারে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক ও এর মিত্র দেশগুলোর আধিপত্য এক প্রকার কমে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও গায়ানা উৎপাদন বাড়ানোর ফলাফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে ওপেক ও মিত্র দেশগুলোর তেলের পরিমাণ কমেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ)।

চলতি ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইইএ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ওপেক প্লাসের মার্কেট শেয়ার অন্তত ৫১ শতাংশ পড়েছে। মার্কেট শেয়ার হলোড়্কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের বাজারে বিভিন্ন পক্ষ কী পরিমাণ পণ্য বিক্রি করে তার শতকরা পরিমাণ। ২০১৬ সালের পর এই ওপেক প্লাসের মার্কেট শেয়ারে এই অবস্থান সর্বনিম্ন।

আইইএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও গায়ানা রেকর্ড সৃষ্টিকারী সরবরাহ আসায়, ইরান ব্যাপকভাবে তেল উৎপাদন করায় ও চাহিদা কমার কারণে কিছু ওপেক প্লাস সদস্য দেশ সম্ভাব্য তেলের মজুত কমাতে ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে তেল উৎপাদন আরও ব্যাপকভাবে কমানোর ঘোষণা দিতে পারে।'

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বিগত ২ মাসে প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেছে। এই অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে, ওপেক প্লাস আগামী বছরের জন্য দৈনিক উৎপাদন ৪ লাখ ব্যারেল পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

গাজা নিয়ে বাইডেন ও নেতানিয়াহুর বিরোধ যেভাবে স্পষ্ট হচ্ছে

কেভিন লিপট্যাক ও জেরেমি ডায়মন্ড : যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধ এখন প্রকাশ্যে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাচ্ছে।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধ-পরবর্তী গাজা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এই বিভক্তির খবর এত দিন পর্যন্ত একরকম পর্দার আড়ালেই ছিল। মাঝেমধ্যে খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে গাজায় বেসামরিক জনগণের বিপুল প্রাণহানির কারণে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ দুই মিত্রের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। যাঁরা ডেমোক্র্যাটদের অর্থ দিয়ে থাকেন, গত মঙ্গলবার তাঁদের একটি সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে বাইডেন ইসরায়েলের কট্টরপন্থী সরকারের সমালোচনা করেন এবং বলেন, নেতানিয়াহুকে তাঁর আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

বাইডেন বলেন, 'আমি মনে করি, তাঁর আচরণ বদলাতে হবে। ইসরায়েলের এই সরকারের সঙ্গে এগোনো ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ছে। নেতানিয়াহুর সরকার ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে কট্টরপন্থী।'

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, বিশ্বের বৃহৎ অংশের সমর্থন এখনো ইসরায়েলের পক্ষে। তবে বাইডেন বলেছেন, গাজায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু *ছবি: রয়টার্স*

বেপরোয়া বোমাবর্ষণের কারণে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতি সমর্থন দ্রুত কমছে। তা ছাড়া ইসরায়েলি সরকারও দুই দেশভিত্তিক সমাধান চায় না।

বাইডেনের এই বক্তৃতার আগেই নেতানিয়াহু স্বীকার করেন, যুদ্ধপরবর্তী গাজা কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য আছে।

এক বিবৃতিতে এই ইসরায়েলি নেতা আরও বলেন, 'এটা ঠিক যে হামাসকে পরাজিত করার পরদিন গাজায় কী হবে, তা নিয়ে আমরা একমত হতে পারিনি। তবে আমি আশা করি যে আমরা দ্রুতই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব।'

৭ অক্টোবর হামাসের সন্ত্রাসী হামলার আগে বাইডেন প্রকাশ্যে নেতানিয়াহুর জোট সরকার নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কারণ, নেতানিয়াহু সরকার গঠনে অতি ডানপন্থী দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হাজারো সমালোচনার মুখেও বাইডেন নেতানিয়াহুর কাঁধে কাঁধ রেখে চলেছেন।

নেতানিয়াহুর কাছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম যুদ্ধপরবর্তী গাজা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে বহুবার।

সিএনএনের ডানা ব্যাশকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে একটি বেসামরিক সরকারের কিছু ভূমিকা গাজায় থাকতে পারে। তবে সেই সরকারকেও পুনর্গঠিত হতে হবে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

গাজা নিয়ে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত কি বেধে যাবে?

বিল ইমোত : গত এক মাসে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ঘটনা কোনটি?

এক. হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে। এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দুই. ১৫ নভেম্বর সান ফ্রান্সিসকোয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক। সেখানে দুই নেতা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সামরিক পর্যায়ে আবার যোগাযোগ শুরুর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

উত্তর হলো দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো, দুই ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। বাইডেন ও সি বৈঠকে কেবল

বাইডেন ও সি বৈঠককে কেবল দুজনের ফটোসেশন আর গুরুত্বহীন কিছু চুক্তি সম্পাদন বলে কেউ উড়িয়ে দিতেই পারে *ছবি : রয়টার্স*

দুজনের ফটোসেশন আর গুরুত্বহীন কিছু চুক্তি সম্পাদন বলে কেউ উড়িয়ে দিতেই পারে। কিন্তু তাতে মূল জায়গাটিই এড়িয়ে যাওয়া হবে। দুই পরাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ঘটনা কি ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেটাই বাইডেন-সি সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। প্রথম ভয়ের বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী দেশগুলো সেই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপদ রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পরাশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র রূপ ধারণ করায় এই যুদ্ধে দুই পক্ষ দুই দিকে হাওয়া দিতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল করতে চীন অথবা দেশটির কৌশল-নীতিগত মিত্র রাশিয়া যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালতে পারে।

ভাসাভাসাভাবে দেখলে এই ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য। ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রুদেশ হিসেবে পরিচিত ইরান সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর জন্য রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে ইরান। উত্তর কোরিয়াও সেটা করেছে।

চীনও সম্প্রতি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম - ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম বলে জানিয়েছেন ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বনানীর ঢাকা গ্যালারিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে 'মিট দ্য সোসাইটি' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। আলোচনা সভার আয়োজন করে সম্প্রীতি বাংলাদেশ।

প্রণয় ভার্মা বলেন, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সহায়তায় অগ্রাধিকার দেওয়া ভারতের নীতি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। ভারত বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, 'পারস্পরিক সহযোগিতায় উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ভারত ও বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করছে। এর ফলে দুই দেশের অগ্রগতি ক্রমেই বিকাশমান। ভারত-বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে দুই দেশের নেতাদের রয়েছে দৃঢ় অঙ্গীকার।'

প্রণয় ভার্মা আরও বলেন, 'বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদার। সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের দীর্ঘপথ চলায় বাংলাদেশ ও ভারত আজ বিশ্বে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বজুড়ে নন্দিত হয়েছে বাংলাদেশের উন্নতি ও অর্জন।'

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, 'মহামারি, সন্ত্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারত ও বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে একত্রে কাজ করেছে। জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা দুই দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই।'

এ সময় তিনি বলেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস শোকের দিন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি, সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ৫২ বছর পূর্বে তাদের অকুতোভয় আত্মত্যাগ চির-অমর হয়ে থাকবে।'

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন, শহীদ জায়া শিক্ষাবিদ শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (অব.) বীরপ্রতীক, শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.) প্রমুখ।

টিআইবি চোখ থাকিতে অন্ধ বললেন ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৮টি দল অংশগ্রহণ করার পরেও টিআইবি এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক না বলায় কঠোর সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন "টিআইবি উদ্ভট উদ্ভট কথা বলছে।"

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, "বিএনপির ভাবাদর্শ, মতাদর্শের প্রবক্তা হয়ে তারা (টিআইবি) চোখ থাকিতেও অন্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে ও পরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই বলে মনে করছে টিআইবি।

বিএনপি ও জামাআত ইসলামী সহ কয়েকটি দল নির্বাচন বর্জন করার সিধান্ত নেয়ায় দেশে এবং দেশের বাইরে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ঘিরে নানা শঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

শুধু বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচনকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়াই- গাড়িতে আগুন ও রেলে নাশকতা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র। এর অন্যতম একটি শর্ত বা উপাদান হলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়াই।গত ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তিনি পূর্বের মত আবারও এ কথাই জানান।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার

প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক ম্যাথু মিলারের কাছে জানতে চান, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনকে ভন্ডুল করতে অবরোধের মধ্যে যাত্রীবাহী বাস-ট্রাকে অগ্নিসংযোগ, প্রত্যক্ষদর্শী বাস হেলপারদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, রেললাইন উপড়ে ফেলা এবং ট্রেনের বগিতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের মতো নাশকতা সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র কি এ ধরনের পদক্ষেপকে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে বলে মনে করে?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে বলছি যে, আমরা বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চাই। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্যতম উপাদান বা শর্ত হলোড় সহিংসতা ছাড়াই সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।'

এর আগে, গত বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো খবর আছে কিনা। জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন, 'নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞার খবর তার কাছে নেই। তা ছাড়া আরোপ করার আগে নিষেধাজ্ঞার বিষয় প্রকাশ না করা যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের চর্চা।'

এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস সম্প্রতি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দাবি করা হয়, বাংলাদেশে আসন্ন 'ডামি' নির্বাচন সামনে রেখে শেখ হাসিনার সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে কৃ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের কর্ম পরিবেশ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে উন্নত-শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলদেশে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে এক হাজার ৩৫০ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। নানা কারণে এর অর্ধেক কারখানার ট্রেড ইউনিয়নই অকার্যকর। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) রাজধানীর ইকোনোমিকস রিপোর্টার্স ফোরাম বা ইআরএফ আয়োজিত পোশাক খাতের শ্রম ইস্যু নিয়ে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন শ্রমিক নেতা আমিরুল হক আমিন।

ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। বক্তব্য রাখেন শ্রম বাণিজ্য বিশ্লেষক মোস্তফা আবিদ খান, বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএ'র পরিচালক এ এন সাইফুদ্দিন, শ্রমিক নেতা তৌহিদুর রহমান প্রমুখ।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, দেশের শ্রম পরিস্থিতির মতো এত খারাপ হয়নি যেখানে স্যাংশন চলে আসতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শ্রম পরিস্থিতি ভালো। আইএলওর ১২টি ধারার মধ্যে আটটিতে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র করেছে মাত্র ছয়টিতে। শ্রমিক অধিকারের মৌলিক দুটি ধারায় আমেরিকা অনুস্বাক্ষর করেনি, আমাদের দেশ করেছে। বলতেই পারি বাংলাদেশের কর্ম পরিবেশ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে উন্নত। বিকেএমইএ'র কার্যকরী সভাপতি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

এবারো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হওয়া হতাশাজনক জানালো টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় সংসদের প্রত্যাশিত কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা ক্রমাগত দূরীভূত হতে যাচ্ছে বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে টিআইবি বলেছে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে দেশে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য।

বিবৃতিতে জানানো হয়, টিআইবির সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৪৫ জন সদস্য সংস্থার বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সদস্যরা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ, দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস, হয়রানি, হামলা-মামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধসহ স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে ক্ষোভ জানান।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন টিআইবির সাধারণ পর্ষদে সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রকৌশলী প্রফেসর ড. এ কে এম ফজলুল হক।

সভা শেষে ঘোষণাপত্রে বলা হয়, আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে এমন প্রত্যাশা ছিল। তবে তফসিল ঘোষণার আগে ও পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে যা বোঝায় তা এবারও হবে না, যা চরম হতাশাজনক। জনগণের ভোটের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি

বাংলাদেশকে কখনোই পরাজিত শক্তির দোসরদের হাতে তুলে দেয়া হবে না - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা অগ্নিসংযোগকারি ও রেললাইনের ফিশপ্লেট উপড়ে ফেলার সঙ্গে জড়িতদের একাত্তরের পরাজিত শক্তির দোসর হিসেবে বর্ণনা করে দেশকে তাদের হাতে তুলে না দেয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "যারা অগ্নিসংযোগ করছে এবং রেললাইনের ফিশপ্লেট তুলে ফেলছে তারা পরাজিত শক্তির (একাত্তরের) দোসর। আমরা কখনই পরাজিত শক্তির হাতে দেশকে তুলে দেব না।" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা এদেশে জ্বালাও-পোড়াও অগ্নিসংযোগ করে, রেল লাইনের ফিসপ্লেট তুলে ফেলে এরাতো পরাজিত শক্তির দালাল, পরাজিত শক্তির দোসর। কাজেই এদেরকে না বলুন। এদের বাংলাদেশের রাজনীতি করারই কোন অধিকার নেই। খুনি, সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী, দুর্নীতিবাজ এদের বাংলাদেশে কোন স্থান নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার, ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে। তারা সেই ভোটের অধিকার প্রয়োগ করবে। তারা শান্তিতে বাস করবে। উন্নত জীবন পাবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আমরা এই দেশকে আর কখনো এই পরাজিত শক্তির হাতে তুলে দেব না।" "বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে চলবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী জাতি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে, শহীদদের কাছে এটাই আমাদের অঙ্গীকার," যোগ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য অ্যাডভোকেট তারানা হালিম, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে শেখ বজলুর রহমান ও নুরুল আলম রুহুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী ফয়জুর রহমান আহমেদের ছেলে ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা, ৬৯'র ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ৭০'র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। মহান বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) উপলক্ষে এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন ও পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে ৬ সংস্থার বিবৃতি প্রসঙ্গ জাতিসংঘে

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও নাগরিক পরিসর সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যৌথ বিবৃতি দেয় মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিশ্বের ৬টি সংগঠন। সেই বিবৃতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়ছে জাতিসংঘের প্রেস ব্রিফিংয়ে। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর, স্থানীয় সময়) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে ওই বিবৃতি নিয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান, 'রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অ্যাগেইনস্ট এনফোর্সড ডিসঅ্যাপায়েরেন্সেসসহ ৬টি শীর্ষ মানবাধিকার সংস্থা মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষায় বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশে মৌলিক *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

সাদিক আবদুল্লাহর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের তথ্য চাইলো ইসি

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ এবং তার স্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও সম্পদের তথ্য দিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সহায়তা নিতে বলেছে সংস্থাটি। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) এ সংক্রান্ত নির্দেশনাটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবকে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনাটি ইসির আইন শাখার দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা পাঠান।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বরিশাল-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ হলফনামায় তার নিজের ও স্ত্রীর দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জাহিদ ফারুক। এ অভিযোগ করে তার প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত।

এরপর ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সহায়তায় সাদিক আবদুল্লাহ ও তার স্ত্রীর দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত তাদের সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠানোর জন্য বলেছে নির্বাচন কমিশন। পরেরদিন ১৫ ডিসেম্বর আপিলের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত দেবে।

এর আগে ৬ ডিসেম্বর সেরনিয়াবত সাদিক আবদুল্লাহর মনোনয়নপত্র বৈধতার বিরুদ্ধে আপিল করেন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে মানবাধিকার নিয়ে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন। এ কারণে তারা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, এমনকি রাষ্ট্রপতির তোপের মুখে পড়ছেন।

সম্প্রতি সংগঠনগুলো হলো: রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট, ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট টর্চার কনসোর্টিয়াম, এশিয়ান ফেডারেশন অ্যাগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স, অ্যান্টি-ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অ্যাগেইনস্ট এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স ও এশিয়ান ফোরাম ফল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

তারা বলেছে, গত অক্টোবরের শেষে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করতে সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে। এই ক্র্যাকডাউনের ফলে এক সাংবাদিকসহ ১৭ জন নিহত হয়েছেন এবং আট হাজার ২৪৯ জন বিরোধী নেতা আহত হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, অক্টোবর মাসের

শেষ থেকে বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক আকারে ধরপাকড় চালিয়ে ২০ হাজারেরও বেশি বিরোধী নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ৮৩৭টি বানোয়াট মামলা করা হয়েছে এবং তাদের জামিন বারবার প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

এই বিবৃতি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। তিনি বলেন, ''বাংলাদেশের এসব ইস্যু জাতিসংঘ অবগত আছে৷ তিনি আরো বলেন, ''আমরা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিটি বাংলাদেশি যেন ভয়-ভীতি ছাড়াই বা কোনো প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ভোট দিতে পারে৷

এর আগে হিউম্যান রাইটস ওয়াচও একই ধরনের বিবৃতি দিয়েছিল।

বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মনে করছেন, দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। ''মানবাধিকারের কথা বলতে বললে এখন বিব্রত হই। রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা নিজেদের মানবাধিকারের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছেন৷ বলেন তিনি।

সরকারের প্রতিক্রিয়া : *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

এক বছরে বাংলাদেশে কোটিপতি বেড়েছে ৭ হাজার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ব্যাংকগুলোতে গত তিন মাসের ব্যবধানে কোটি টাকার হিসাব বেড়েছে ৩২টি আর এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৭ হাজার ৬৬টি। ব্যাংকগুলোতে কোটি টাকার উপরে রয়েছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাবের সংখ্যা এক লাখ ১৩ হাজার ৫৮৬টিতে পৌঁছেছে। এক বছর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোটি টাকার হিসাব ছিল এক লাখ ৬ হাজার ৫২০টি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর ভিত্তিক হালনাগাদ প্রতিবেদনে কোটিপতি হিসাবধারীর এ সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে মোট অ্যাকাউন্টধারী রয়েছে ১৪.৯৭ লাখ। এসব অ্যাকাউন্টে আমানতের পরিমাণ ১৭.১৩ লাখ কোটি টাকা।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে নানা সংকট আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির যাঁতাকলে পিষ্ট নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা। সাধারণ মানুষ সংসারের ব্যয় মেটাতে পারছে না। ছোট ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করতে পারছে না। ব্যাংকে টাকা জমানো তো দূরের কথা, অনেকে আগের জমানো অর্থ ভেঙে খাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতেও এক শ্রেণির মানুষের আয় বেড়েছে। এরা বিত্তশালী বা বড় প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক হিসাবও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে। কোটি টাকার স্থিতি থাকা ব্যাংক হিসাবের তথ্য দিলেও সে হিসাবগুলোর মধ্যে ব্যক্তির সংখ্যা কত, সেই পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে নেই। অর্থাৎ কোটিপতি ব্যক্তির সংখ্যা কত তা বোঝা যাচ্ছে না।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'করোনার সময়ে কিছু কিছু খাত যেমন চিকিৎসা সামগ্রী, তথ্যপ্রযুক্তি খাত ভালো ব্যবসা করেছে। এসব টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে। আবার প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বেশ শক্তিশালী অবস্থানে আছে। কারণ অনেক প্রবাসী জমানো টাকা নিয়ে একবারে দেশে ফিরে এসেছেন। মূলত এসব কারণে ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাব বেড়ে গিয়ে থাকবে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজার

৬৮৪টি। এসব হিসাবে জমা আছে ১৭ লাখ ১৩ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে- এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা রয়েছে এক লাখ ১৩ হাজার ৫৮৬টি। কোটি টাকার উপরে এসব হিসাবে জমা আছে ৭ লাখ ২৫ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশের ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ৪২ দশমিক ৩৫ শতাংশ কোটি টাকার হিসাবধারীদের।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ১৯২টি। এসব হিসাবে জমা আছে ১৬ লাখ ৮৭ হাজার ২৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে- এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা রয়েছে এক লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক কোটি এক টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকার আমানতকারীর হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯ হাজার ৭৬০ টি। যেখানে জমা ছিল এক লাখ ৮৭ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। পাঁচ কোটি ১ টাকা থেকে ১০ কোটির ১২ হাজার ২২১টি হিসাবে জমার পরিমাণ ৮৬ হাজার ৩১২ কোটি টাকা।

এছাড়া ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকার হিসাবের সংখ্যা রয়েছে চার হাজার ৭৪টি, ১৫ কোটি থেকে ২০ কোটির মধ্যে এক হাজার ৯৬৮টি, ২০ কোটি থেকে ২৫ কোটির মধ্যে এক হাজার ২৭৪টি, ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৯১৯টি আমানতকারীর হিসাব।

আর ৩০ কোটি থেকে ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫১২টি এবং ৩৫ কোটি থেকে ৪০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৩৪৩টি, ৪০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকার হিসাব সংখ্যা ৭৪৭টি। তাছাড়া ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা হিসাবের সংখ্যা এক হাজার ৭৭৮টি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি আমানতকারী ছিল ৫ জন, ১৯৭৫ সালে তা ৪৭ জনে উন্নীত হয়। ১৯৮০ সালে কোটিপতিদের হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ৯৮টি। এরপর ১৯৯০ সালে ৯৪৩টি, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪ জন, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭টি এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৯ হাজার ১৬৩টি।

২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর বেড়ে তা দাঁড়ায় ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬ টিতে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই হিসাবের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৯ হাজার ৯৪৬ টি। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ফিচ রেটিংয়ে বাংলাদেশের নেতিবাচক পূর্বাভাসই বহাল থাকছে

পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা ফিচ রেটিংয়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নেতিবাচক হিসেবেই বহাল থাকছে। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (এপিএসি) সার্বভৌম আউটলুক ২০২৪-এ এমন তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের পূর্বাভাস অবনমন করে নেতিবাচক করেছিল ফিচ রেটিং। ফিচ রেটিংয়ের পূর্বাভাস অনুসারে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশের পূর্বাভাস স্থিতিশীল রয়েছে। শুধু 'নেতিবাচক' অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের ঋণমাণ। সংস্থাটি বলছে, তারা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যেসব দেশের রেটিং করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেক দেশে আগামী বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। এ কারণে দেশগুলোতে নীতি বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি কমে যেতে পারে। অন্যদিকে কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ডলারের সংকটেও বাংলাদেশে বিলাসবহুল অডি মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ গাড়ীর বিক্রি ভালো

পরিচয় ডেস্ক: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া দামে হিমশিম অবস্থা বেশিরভাগ মানুষের। ডলারের সংকটে ঋণপত্র (এলসি) খোলায় কড়াকড়িতে কমেছে আমদানি। বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতির মধ্যেও ইউরোপে তৈরি বিলাসবহুল ও দামি গাড়ি বিক্রিতে তেমন প্রভাব পড়েনি।

ইউরোপে তৈরি মার্সিডিজ, মার্সিডিজ বেঞ্জ, অডি, বিএমডব্লিউ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি টেসলা বিলাসবহুল ও দামি গাড়ি হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে কম দামি গাড়ির দামও ২ কোটি টাকার বেশি। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সাল থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত দেশে মার্সিডিজ, মার্সিডিজ বেঞ্জ, অডি, বিএমডব্লিউ ও টেসলার রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) হয়েছে ১ হাজার ৩৫৪টি। এর মধ্যে অডি ২০০টি, বিএমডব্লিউ ৩২৪টি, মার্সিডিজ ১০৬, মার্সিডিজ বেঞ্জ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নভেম্বর মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশাতীত কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ৩.৭%

পরিচয় ডেস্ক: গত নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশাতীত কর্মসংস্থান হয়েছে। এর একটি কারণ হলো, হলিউড ও গাড়িশিল্পের ধর্মঘটি কর্মীদের কাজে ফেরত আসা। সামগ্রিকভাবে নভেম্বর মাসে দেশটিতে ১ লাখ ৯৯ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের সূত্রে এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

প্রত্যাশাতীত কর্মসংস্থান হওয়ায় নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব ৩ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। গত মাসে মূলত সরকারি খাত, উৎপাদন ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে; কিন্তু খুচরা বিক্রয় ও যাতায়াতে কর্মসংস্থান কমেছে।

প্যানথেয়ান ম্যাক্রোইকোনমিকসের ইয়ান শেফার্ডসন বলেছেন, এসব খাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে এই যে খুচরা বিক্রেতারা ইতিমধ্যে স্নায়ুর চাপে ভুগছেন। আবার শ্রম বিভাগের উদ্ভট কিছু সিদ্ধান্তের কারণেও তা হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে গত এক বছরে প্রতি মাসে গড়ে ২ লাখ ৪০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করতে প্রায় দুই বছর ধরে নীতি সুদহার বাড়িয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রাশ টেনে ধরে তারা মূল্যস্ফীতির হার কমাতে সক্ষম হয়েছে; যদিও বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, নীতি সুদহার বৃদ্ধির ধারা থেমেছে এবং আগামী বছর তা কমতে শুরু করবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে মজুরিও কিছুটা বেড়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, নভেম্বর মাসে ঘণ্টাপ্রতি মজুরি শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসের তুলনায় বেড়েছে ৪ শতাংশ। এ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ফেডের কাজ এখনো শেষ হয়নি। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির হার আবার মাথাচাড়া দিতে পারে, সে জন্য শিগগিরই ফেডের নীতি সুদহার কমানো উচিত হবে না।

নীতি সুদহার বৃদ্ধির পরেও গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। মন্দা নিয়ে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দ্বিতীয় প্রবৃদ্ধির দেশ-মাস্টারকার্ড 'ইকোনমিক আউটলুক-২০২৪'

পরিচয় ডেস্ক: করোনা মহামারির পর থেকে পুরো বিশ্বকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে। সে ক্ষেত্রে অনেকটাই ব্যতিক্রম বাংলাদেশের গল্প। খেটেখাওয়া কৃষকের ঘাম, সুই-সুতোর কারিগরদের দিন-রাতের শ্রম আর প্রবাসে থাকা প্রায় দেড় কোটি বাঙালির অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন অনেকটাই ঈর্ষান্বিত। সংকটের মধ্যেও গত অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের ওপরে। আন্তর্জাতিক সংস্থা মাস্টারকার্ড ইকোনমিক্স ইনস্টিটিউট- এমইআই 'ইকোনমিক আউটলুক-২০২৪' তে উঠে এল বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক গল্প। সংস্থাটি পূর্বাভাস বলছে, আগামী বছর বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ৪৬টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। তাদের হিসাবে সে বছর বাংলাদেশের

জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, যা তাদের তালিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের ওপরে থাকবে কেবল ভারত। দেশটির প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এ ছাড়া তৃতীয় স্থানে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ভিয়েতনামকে, যে দেশের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬ দশমিক ২ শতাংশে।

সম্প্রতি এমইআই আগামী বছরের জন্য 'অর্থনৈতিক আউটলুক: ভারসাম্য মূল্য ও অগ্রাধিকার' প্রকাশ করেছে। যদিও প্রবৃদ্ধি নিয়ে এমইআইয়ের পূর্বানুমান বাংলাদেশ সরকারের চেয়ে বেশ খানিকটা কম। চলতি অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। আগামী অর্থবছর নিয়ে অবশ্য আন্তর্জাতিক দুই দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফও পূর্বাভাস জানিয়েছে। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

আইএমএফের ঋণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কা, এখনো হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ঝুঁকি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণ পাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে ঢাকা কলম্বোকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। পরে তাদের রিজার্ভের উন্নতি হওয়ায় পুরো অর্থ পরিশোধ করেছে।

আইএমএফ জানিয়েছে, তাদের নির্বাহী বোর্ড শ্রীলঙ্কার বেলআউট প্যাকেজের প্রথম ধাপের পর্যালোচনা শেষ করেছে (যা সম্প্রসারিত তহবিল সুবিধা নামে পরিচিত) এবং ৩৩৭ মিলিয়ন ডলারের দ্বিতীয় কিস্তির অনুমোদন দিয়েছে।

এমন সময়ে শ্রীলঙ্কা আইএমএফের ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার বেলআউটের দ্বিতীয় কিস্তি পেতে যাচ্ছে, যখন দ্বীপ রাষ্ট্রটি তাদের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশ চীনের সঙ্গে একটি ঋণ কাঠামো পরিকল্পনায় পৌঁছেছে।

আইএমএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেনজি ওকামুরা ঋণের কিস্তি অনুমোদনের পর গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন,শ্রীলঙ্কার সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির সংস্কার ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে। দেশটির অর্থনীতি স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখাচ্ছে- যেমন দ্রুত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ উল্লেখযোগ্য রাজস্বভিত্তিক আর্থিক সমন্বয় ও রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্য ও জ্বালানি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা শেষ হয়ে যাওয়ায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের দেশটি গত বছর ৪৬ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ খেলাপি হয়। শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে

ঢাকা কলম্বোকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। পরে তাদের রিজার্ভের উন্নতি হওয়ায় পুরো অর্থ পরিশোধ করেছে।

এদিকে আইএমএফের ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের ৬৮৯ মিলিয়ন ডলারের দ্বিতীয় কিস্তির চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে বাংলাদেশ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ দুটির জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে গত ১২ ডিসেম্বর আইএমএফের নির্বাহী বোর্ড দুই দেশের জন্য দ্বিতীয় কিস্তির অনুমোদন দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা রাজস্ব বাড়াতে ও রিজার্ভ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশ এখনো উভয় মানদণ্ড পূরণে লড়াই করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি একাধিক কারণে সংকটে পড়েছে। বিশেষ করে ইউক্রেনে-রাশিয়ার যুদ্ধ ও বৈশ্বিক আর্থিক অস্থিতিশীলতা করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া কঠোর আমদানি সংকোচন নীতির কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতি যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছে।

তবে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ও নীতিগত কারণে আর্থিক হিসাবের নজিরবিহীন পরিবর্তন রিজার্ভ ও টাকাকে চাপের মধ্যে রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ছে। কারণ দেশটি সুদের হার বাড়িয়েছে ও নমনীয় করেছে।

২০২২ সাল শেষে দেশটির মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫৪ শতাংশ। অথচ ২০২৩ সালে যা ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া রিজার্ভ গত বছরের ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৩ সালে আনুমানিক ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন,মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশ ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, এক সময় শ্রীলঙ্কা বিনিময় হার পরিচালনা করত। পরে তা বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, বিনিময় হার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

একইসঙ্গে শ্রীলঙ্কা আর্থিক খাতের দুর্বলতাগুলোও মোকাবিলা করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ এ খাতের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করলেও ২০২৫ সালের মার্চ মাস থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হবে। আবার বাংলাদেশের ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক খাত কেলেঙ্কারির কারণে ইতোমধ্যে খারাপ অবস্থায় আছে। জাহিদ হোসেন প্রশ্ন তোলেন,বিধিমালা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

আইএমএফের ঋণেও বাংলাদেশের রিজার্ভ সংকট কাটবে না

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের ২য় কিস্তি পেতে বাংলাদেশের কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে করেন না অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তবে এই ঋণের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের রিজার্ভের পতন ঠেকানো যাবে না বলে মত তাদের।

ওয়াশিংটন ডিসিতে মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) সেখানকার স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় আইএমএফের বোর্ড সভা বাংলাদেশের দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ ছাড় নিয়ে বৈঠকে বসছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় তখন রাত ৮টা। ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড় করা হলে বাংলাদেশ ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পাবে এই মাসেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ঋণের প্রথম কিস্তি ৪৯ কো (টি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ডলার পায়।। মোট ছয় কিস্তিতে ২০২৬ সালের মধ্যে মোট ৪৭০ কোটি ডলার ছাড়ের কথা।

অবশ্য আইএমএফ প্রত্যেক কিস্তি ছাড়ের সময় পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের শর্ত ঠিক করে দেয়। গত অক্টোবরে আইএফএফের প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের আগে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে। তখন

বাংলাদেশ দুইটি শর্ত পুরণ করতে ব্যর্থ হলেও আইএমএফের রিভিউ মিশনের কর্মকর্তারা দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ ছাড়ের ব্যাপারে একমত হয়ে আইএমএফ বোর্ডে সুপারিশ করে প্রতিবেদন দেন। আইএমএফের শর্ত ছিলো নিট রিজার্ভ ২৪.৬ বিলিয়ন ডলার থাকতে হবে। সেটা বাংলাদেশের ছিল না। আর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনেও ব্যর্থ হয় এনবিআর। তবে বাংলাদেশর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ওই দুইটি শর্তে কিছুটা ছাড় দেয় আইএমএফ।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, ''দ্বিতীয় কিস্তির ঋণের ব্যাপারে আইএমএফ যে রিভিউ করেছে সেখানে কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের ব্যাপারে আমি কোনো আশঙ্কা দেখিনি। যদিও বাংলাদেশ দুইটি ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ করতে পারেনি তারপরও আমার মনে হয়েছে আইএমএফ দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ ছাড় করবে।

আর বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সাবেক *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশীদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় বেড়েছে ৮০%

হাছান আদনান : অভিবাসন, ভ্রমণ, চিকিৎসাসহ নানা কারণে রেকর্ডসংখ্যক বাংলাদেশী বিদেশ যাচ্ছেন। আবার এয়ারলাইনসগুলোর টিকিটের মূল্যও বেড়েছে অর্ধেকের বেশি। সব মিলিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশ ভ্রমণ বাবদ আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি ব্যয় করেছেন বাংলাদেশীরা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশ ভ্রমণ খাতে বাংলাদেশের ব্যয় ছিল ৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে তা ১৫ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ব্যালান্স অব পেমেন্ট' বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

দেশের সেবা খাতে ব্যয়ের বড় দুটি খাত হলো পরিবহন ও ভ্রমণ ব্যয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত অর্থবছরে বিদেশ থেকে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন ব্যয় কিছুটা কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থল, জল, আকাশ ও রেলপথে বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়ায় বাংলাদেশের ব্যয় ছিল ৭১ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ব্যয় ৭০ হাজার ৬১ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সে হিসাবে পরিবহন খাতে ব্যয় কমেছে ১ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। বিপরীত ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশীদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়ে। গত অর্থবছরে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় বেড়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। আর ৮১ দশমিক ২২ শতাংশ বেড়েছে ব্যক্তিগত ভ্রমণ ব্যয়।

দেশের 'ব্যালান্স অব পেমেন্ট'সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ। বিভাগটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, সরকারি-বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য বিদেশ ভ্রমণে গেলে সেটি ব্যবসায়িক ভ্রমণ হিসেবে দেখা হয়। আর পর্যটন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয়সহ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বিদেশ গেলে সেটিকে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিগত ভ্রমণ ব্যয় হিসেবে। এ ব্যয় মূলত এয়ারলাইনসের টিকিট মূল্য।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ও খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অভিবাসন, পর্যটনসহ নানা কারণে বিদেশগামী যাত্রীর সংখ্যা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। এয়ারলাইনসগুলোও টিকিটের দাম বাড়িয়েছে অস্বাভাবিক হারে। আবার ডলারের বিপরীতে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

'রিজার্ভ সংকটে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অবাধ প্রবেশের সুযোগ থাকা উচিত

বাংলাদেশে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছাড়া হবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি অনুযায়ী, বিদেশ থেকে যে কোনো কোনো ব্যক্তি ঘোষণা ছাড়া সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারেন। তবে এর বেশি আনতে গেলে বন্দরে এসে একটি নির্দিষ্ট ফরমে ঘোষণা দিতে হয়। ঘোষণার স্বপক্ষে অর্থের উৎসের প্রমাণাদি দিতে হয়।

তবে বর্তমান রিজার্ভ সংকট কাটাতে মুদ্রনীতি এই অংশের ধারাটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন সদ্য সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

তিনি বলেন, এখন বিদেশ থেকে কেউ আসার সময় ১০ হাজার ডলারের বেশি আনলে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু এটা কেন করা হয় জানি না। আমার মতে, এখন এটা রহিত করার কথা ভাবা যায়, এখন ভাবা দরকার। কারণ এখন আমাদের রিজার্ভ সংকট রয়েছে। বিদেশ থেকে বেসরকারি খাতের ঋণ গ্রহণে কিছু সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও সুপারিশ করেন তিনি।

গত ০৯ ডিসেম্বর শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিআইডিএসের তিন দিনের সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে এসব কথা বলেন তিনি। অর্থনীতির নীতি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাবেক মন্ত্রী, আমলা, অর্থনীতিবিদ, গবেষকেরা অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নতুন অভিবাসন আইন নিয়ে ফ্রান্সে তীব্র বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: ডিপোর্টেশন বা প্রত্যাবাসনের কঠোর ব্যবস্থা রেখে ফ্রান্সের অভিবাসন আইনে বদল আনতে চান প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন অভিবাসী ও শরণার্থীরা। নতুন এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে গোটা ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রান্তে। রোববার দুপুরে দক্ষিণ প্যারিসে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। আইনের বিরোধিতা করা হয় ওই মিছিল থেকে। মিছিলের সামনে হাতে মেগা ফোন নিয়ে হাঁটছিলেন আহমেদ সিবি। মালি থেকে পাঁচ বছর আগে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন ৩৩ বছরের সিবি। দক্ষিণ প্যারিসে আন্দোলনের অন্যতম মুখ তিনি।

সমস্তও নোংরা কাজের দায়িত্বে : তিনি জানান, ডাস্টবিন পরিষ্কার, অফিসে এবং বাড়িতে পরিচারিকার কাজ, বাসন মাজার কাজ-- এই ধরনের বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে হচ্ছে আশ্রয়প্রার্থীদের। অথচ বিমা থেকে শুরু করে কোনোরকম সুযোগ-সুবিধা তারা পান না। তাদের কাগজ এখনো তৈরি হয়নি। ফরাসি নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত নোংরা কাজ করেও তাদের জীবন দুর্বিষহ। মিছিলের একাধিক প্ল্যাকার্ডে এ বিষয়ে লেখা ছিল। সংবাদমাধ্যমকে এ নিয়ে আলাদা করে বলেছেন আহমেদ। আহমেদের বক্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীদের দিয়ে আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিকের কাজও করানো হচ্ছে। স্টেডিয়াম তৈরি এবং সংস্কারের কাজ করানো হচ্ছে. অথচ তাদের বৈধ কাগজপত্র দেয়া হচ্ছে না।

পার্লামেন্টে আলোচনা : সোমবার ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বিলটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। তবে আইন হওয়ার জন্য উচ্চকক্ষ এবং প্রেসিডেন্টের সই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী বছরের গোড়ায় বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে। ফরাসি রাজনীতিকদের একাংশের বক্তব্য, বাম এবং দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে আপস মীমাংসার মাধ্যমেই এই বিল তৈরি হয়েছে।

কী আছে বিলে : বিলে কী আছে, তা এখনো সম্পূর্ণ জানা যায়নি। তবে এখন পর্যন্ত পাওয়া কিছু তথ্য অনুযায়ী আইনে আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হচ্ছে। আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে আপিলের জন্য অপেক্ষার সময়ও কমিয়ে আনা হবে। সেই সঙ্গে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন বা পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসা প্রক্রিয়াও কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ফ্রান্সে পরিবারের কোনো সদস্য থাকলে তার পক্ষে অভিবাসন পাওয়া নতুন আইনে আগের চেয়ে জটিল হতে পারে। এছাড়া ফ্রান্সে চিকিৎসার জন্য আসার রাস্তাও কঠিন করা হচ্ছে। আগে ১৩ বছরের কম বয়সিদের ডিপোর্ট করা হতো না। এবার সেই আইনেও বদলের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত নিয়মকেই চ্যালেঞ্জ মনে করছেন অভিবাসনপ্রত্যাশী ও শরণার্থীরা। সূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

কানাডায় শিখ নেতা হত্যায় ভারতের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ, ব্যাখ্যা দিলেন ট্রুডো

পরিচয় ডেস্ক: শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতের জড়িত থাকার সন্দেহের অভিযোগ কেন প্রকাশ্যে তুলেছিলেন, তার ব্যাখ্যা দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কানাডাভিত্তিক এক গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রুডো বলেছেন, ওই কাজ তিনি করেছিলেন কানাডার নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে।

ট্রুডো বলেন, প্রকাশ্যে ওই অভিযোগ তিনি করেছিলেন ভারতকে এই বার্তা দিতে, তারা যেন ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না করে। দেশের নাগরিকদের নিরাপদ রাখতে ওটা ছিল এক অন্য ধরনের হুঁশিয়ারি।

কানাডাভিত্তিক গণমাধ্যম সিটিভি নিউজকে সম্প্রতি ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ট্রুডো। তাতে তিনি বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ তিনি করেছিলেন এই কারণে যে তাঁর কাছে যে খবর ছিল, তা গণমাধ্যম মারফত জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া তিনি এটাও চেয়েছিলেন, দেশবাসী জানুকড়সরকার সবকিছু জানে।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

পোল্যান্ডে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের বিদায়

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার (১১ ডিসেম্বর) পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ডনাল্ড টুস্কের নেতৃত্বে সে দেশ আবার গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পথে ফিরে যাবে, এমন আশা বাড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সোমবার রাতে পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ইউরোপের বড় অংশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। উগ্র জাতীয়তাবাদী পিস পার্টির আট বছরের শাসনকালের অবশেষে সমাপ্তি ঘটলো। একের পর এক বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে এই দল পোল্যান্ডের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও আইনের শাসন দুর্বল করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছিলো। ফলে কোটি কোটি ইউরো অংকের ইইউ অনুদান এতকাল আটকে ছিল। গত ১৫ই অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েও বিতর্কের পথ ছাড়ে নি পিস পার্টি। সেই দলেরই অতীত সদস্য ও বর্তমানে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আনজেই দুদা নির্বাচনে জয় সত্ত্বেও বিরোধী জোটকে প্রথমে সরকার গড়ার সুযোগ দেন নি। তিনি দ্রুত রাজনৈতিক পালাবদলের বদলে প্রহসনের পথ বেছে নিয়ে পিস পার্টির প্রধানমন্ত্রী মাটেউশ মোরাভিয়েৎস্কিকে আবার সরকার গড়তে বলেন। সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠনের দুই সপ্তাহের মধ্যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে গিয়ে সোমবার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন

মোরাভিয়েৎস্কি। সে দিনই বিরোধী জোটের নেতা ও ইইউ সরকার পরিষদের প্রাক্তন প্রধানডনাল্ড টুস্ক সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। সংসদের সমর্থনের পর টুস্ক 'নতুন ও সুন্দর পোল্যান্ডের প্রতি আস্থার জন্য সবার প্রতি ঋণ স্বীকার করেন। তিনি 'ঐতিহাসিক পরিবর্তনের উল্লেখ করেন। তবে আস্থা ভোটে টুস্কের জোটের জয়ের পর পিস পার্টির নেতা ইয়ারোস্লাভ কাচিনস্কি তাঁকে 'জার্মান এজেন্ট বলে ভর্ৎসনা করেন। নির্বাচিত জোটের প্রতি সমর্থন দেখাতে পোল্যান্ডের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও নোবেলজয়ী নেতা লেখ ভাউয়েসা সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বাতাস সত্ত্বেও পিস পার্টির আমলে নেওয়া বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলি আবার প্রত্যাহার করা যে সহজ হবে না, সোমবারই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের সাংবিধানিক ট্রাইবুনাল এক রায় অনুযায়ী নতুন সরকার যদি সংস্কার আনতে আইন অনুমোদন করে, সেই সিদ্ধান্ত হবে অসাংবিধানিক। টুস্কের মতো ইউরোপপন্থি নেতা পোল্যান্ডের হাল ধরলেও আইনি সংস্কার না করলে ইইউ তহবিলের নাগাল পাওয়া যাবে না। পিস আমলে নিযুক্ত ট্রাইবুনালের বিচারপতিরা এবং সেই শিবিরেরই প্রেসিডেন্ট দুদা ভেটো শক্তি প্রয়োগ করে টুস্কের উদ্যোগ বানচাল করতে পারেন।

এমন কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইউরোপীয় নেতারা আন্তরিকভাবে ডনাল্ড টুস্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিও আছেন। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ভারতের মধ্যপ্রদেশে প্রকাশ্যে ডিম-মাছ-গোশত বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: প্রকাশ্যে ডিম, মাছ ও গোশতের ওপর দেয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। হঠাৎ অদ্ভুত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের মধ্যপ্রদেশ সরকার।গত বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) নতুন সরকার শপথ নেয়ার পরই এ ঘোষণা করেন মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত বুধবার প্রথম মন্ত্রীসভা বৈঠকে বসেন মোহন যাদব। আর সেখানেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। জানান, এবার থেকে গোশত ও ডিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। প্রকাশ্যে ডিম ও মাংস বিক্রি করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে যুক্তিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মূলত উন্মুক্ত স্থানে গোশত বিক্রি বন্ধ করতেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রথমে জনগণের মধ্যে সচেতনতার প্রচার চালানো হবে। খাদ্য দফতর

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ইমরানকে ঠেকাতে অনেক আয়োজন পাকিস্তানে

আলতাফ পারভেজ : পাকিস্তানে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। কথা রয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন হবে। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে সেখানে গভীর অনিশ্চয়তাও আছে। আদৌ নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন হবে কি না, এ নিয়ে নিশ্চিত নন দেশের কেউ। তবে যাঁরা আরও দূরে দেখতে পান, তাঁরা প্রশ্ন তুলছেনড়এই নির্বাচন যদি হয়ও সেটি কি পাকিস্তানের সামনে থাকা সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান দিতে পারবে? যদি না পারে, তাহলে বিকল্প কী?

নির্বাচন হবে, নির্বাচন হবে না : নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল নভেম্বরে। কিন্তু নানান অজুহাতে সেটি পিছিয়ে তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের নাগরিকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই নির্বাচনের জন্য। গত দুই দফায় জাতীয় পরিষদ পাঁচ বছর করে দুটি মেয়াদ ভালোভাবেই শেষ করেছে। মানুষ নির্বাচনী এই সংস্কৃতি থেকে অতীতের সামরিক শাসনের দিনগুলোতে আর ফেরত যেতে চাইছে না। কিন্তু নির্বাচনী সংস্কৃতির ওপর সামরিক ছায়া একদম সরে গেছে, এমনও নয়।

ছবির ক্যাপশন: পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থকেরা জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা নিয়ে করাচিতে বিক্ষোভ করেন *ফাইল ছবি: এএফপি*

নির্বাচন বিলম্বের শঙ্কা যে কারণে : পাকিস্তানের রাজনীতি ইমরান খানকে কেন্দ্র করে এখন দুই ভাগ হয়ে আছে। ইমরানবিরোধী শিবির প্রথম থেকে চেষ্টা করছে নির্বাচন পেছাতে। ১২ আগস্ট বিগত জাতীয় পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। ওই দিন মেয়াদ শেষ হলে ৮ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন করতে হতো। সেটি পেছাতে মাত্র দুদিন আগে ১০ আগস্ট পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। নিয়ম রয়েছে, মেয়াদের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে '৯০ দিনের ভেতর' নির্বাচন করতে হবে।

১২ আগস্ট ভাঙা হলে ৬০ দিনের ভেতর নির্বাচন করতে হতো। তবে রাষ্ট্রে 'প্রভাবশালী মহল' চাইলে অনেক অজুহাত

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিজয়ের ৫২ বছর

Shah GROUP
Our Work, Our Dream.

১৬ই ডিসেম্বর
মহান বিজয় দিবস

গৌরবময় বিজয়ের দিনে,
সকল শহীদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা

শাহ্ জে. চৌধুরী
ফাউন্ডার, শাহ্ গ্রুপ।

নির্বাচনের নাট্যাঙ্ক: রাজনীতির বিচার ও বিচারের রাজনীতি

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের একটি সংবাদ শিরোনাম হলো-মৃত ব্যক্তিকে ওদৌড়ে পালাতে দেখেছে পুলিশ। ৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় প্রতিবেদনটি।

এতে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক কর্মী গাজীপুরের আমিন উদ্দিন ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি মারা গেলেও গত ২৮ অক্টোবরের নাশকতার এক মামলায় স্থানীয় পুলিশ তাকে আসামী করেছে। পুলিশের এক উপপরিদর্শক তাকে ঘটনার সময় দৌড়াতে দেখেছিলেন। গত এক বছরে দেশের পত্রপত্রিকায় এমন খবর আরো প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। যেমন, 'লন্ডনে থেকেও নাশকতা মামলার আসামি প্রবাসী বিএনপি নেতা (আজকের পত্রিকা, ৫ জুন, ২০২৩)। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বলছে, এমন গায়েবি মামলায় খোদ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিব্রত (দেশ রূপান্তর, ১০ আগস্ট, ২০২৩)। প্রতিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পুলিশের এমন গায়েবি মামলা, বিরোধী দল ও নির্বাচন বিরোধীদের ধড়পাকড়ের মহড়া আমরা দেখে থাকি। এটাকে বঙ্গীয় নির্বাচনের নাটকের অংশবিশেষ বলা যায়।

বাংলাদেশের নির্বাচন যেমন 'গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার সূত্র মতে অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি নির্বাচনের আগে কিছু নাটক অবধারিতভাবে মঞ্চস্থ হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রয়াত সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর এক কলামে লিখেছিলেন, 'বঙ্গীয় নির্বাচন হলো নাটকবিশেষ। তবে একাঙ্কিকা নয়, পঞ্চাঙ্ক নাটক। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আগে আমরা অবধারিতভাবে পাঁচ ধরনের নাটক দেখতে পাই। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে নাট্যাঙ্কের সংখ্যা আরো বেড়েছে। কিংস পার্টি গঠন, এক সময়ের মিত্রদের সাথে আসন ভাগাভাগির মতানৈক্য, নিজ দলের নেতাদের ডামি বা উপপ্রার্থী করা, স্বতন্ত্র প্রার্থীর হিড়িক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নাট্যাভিনয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিগত দুটি সংসদ নির্বাচনে আমরা দেখেছিলাম উপপ্রধান সরকারি দল জাতীয় পার্টি ও সরকারি জোটের বামদলগুলোকে নিয়ে সি-টিম গঠনের নাটক। সেখানে এবার দেখলাম ওখেলনা বন্দুক খ্যাত উপপ্রার্থী দাঁড় করানোর নাটক। মনোনয়নপত্র জমাদান, বাতিল, আপীল নিষ্পত্তি, প্রত্যাহার ও নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিয়তই আমরা কিছু নাটক দেখি এবং দেখতে দেখতে অভ্যস্তও হয়ে পড়ছি। বঙ্গীয় নির্বাচনে এই নাট্যাভিনয়ের সাথে আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংশ্লিষ্টতা আছে, যেখানে দেখা যায়, জোর যার আইন তার। কারণ নাট্যাভিনয়ের কিছু মুখ্য চরিত্র, যেমন নির্বাচন কমিশন, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে একপক্ষের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়। অথবা তারাও চোখ থাকিতেও অন্ধের ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গীয় নির্বাচনের নাট্যাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুটি দিক থাকে। একটি হলো নির্বাচন বিরোধীদের জ্বালাও পোড়াও ও সহিংস কর্মকাণ্ড, অন্যটি হলো বিরোধী নেতাকর্মীদের ঢালাও গ্রেপ্তার এবং তাদের বিরুদ্ধে ভুতুড়ে মামলা। গত কয়েকটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, নির্বাচনের পরপরই এসব মামলা ডিপফ্রিজে চলে যায়। সরকার ও পুলিশ প্রয়োজন মতো সেসব মামলা ফ্রিজ থেকে সময়ে সময়ে বের করে। ইতিমধ্যে দেশের পত্রপত্রিকায় এমন মামলার বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'কারও ৪৫০, কারও ৩০০, বিএনপি নেতাদের কার বিরুদ্ধে কত মামলা (প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর), দেড় লাখ মামলা মাথায় ৫০ লাখ নেতাকর্মী, প্রতিদিন আদালতে যেতে হচ্ছে অনেককে (কালবেলা, ২৩ সেপ্টেম্বর)। ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০১৪ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪,৫৫১টি মামলা হয়েছিল (যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। কিন্তু গত ১০ বছরে এসব মামলার বিচার হয়েছে এমন নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন। অথচ ২০১৪ সালে বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে অগ্নিসন্ত্রাসকারীদের যদি যথাযথ শাস্তির আওতায় আনা যেত তাহলে এখন যে জ্বালাও পোড়া হচ্ছে তা অনেকখানি কমে যেত। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও আমরা দেখেছিলাম, ওই নির্বাচনের আগে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু পরে সেসব মামলা পুলিশ ও আদালতের নথিতেই সীমিত থেকে ছিল।

বাংলাদেশের নির্বাচনী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কটি দেখা যায় মনোনয়নপত্র জমাদান ও বাতিলের প্রক্রিয়ায়। মনোনয়নপত্র জমাদানের নামে মনোনয়ন শোভাযাত্রা শবযাত্রার বহরকে ছাড়িয়ে গেলেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার হেডমাস্টার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা থাকে কৈফিয়ত তলব করা পর্যন্তই। আর মনোনয়নপত্র বাতিলের যে হিড়িক সেটা দেখে সত্যিই বিস্ময় জাগে যে, বিশ্বের আর কোনো দেশের নির্বাচনে এত মনোনয়নপত্র বাতিল হয় কীনা। যাচাই-বাছাইকালে এবার রিটার্নিং কর্মকর্তারা ২৭১৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে ৭৩১ জনের মনোনয়ন বাতিল করেছেন।গাণিতিক হিসাবে ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে এ হার ছিল ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ আর ২০১৪ সালে ছিল ২১ শতাংশ। বরাবরের মত এখানেও নির্বাচন কমিশনের বাছাই প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। রাজনৈতিক মামলাগুলোর মতো রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেকের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে- এমন অভিযোগ উঠছে। এ ধরনের অভিযোগ ২০১৮ সালের নির্বাচনেও উঠেছিল।

আধুনিক যুগে জনমত যাচাই ও সরকার পরিবর্তনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো নির্বাচন। বিশ্বে গণতন্ত্র আছে এমন যে কোনো দেশে অবধারিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার গঠনের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন হলো রাজনীতির একেবারে শেষ ধাপ। কিন্তু বাংলাদেশে সরকার গঠনের চিন্তাই সব রাজনৈতিক দলের মাথায় আগে আসে। সরকার গঠনের জন্য যতটুকু দরকার, যে কোনো উপায়ে ততটুকু নির্বাচন করাটাই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সরকার গঠনই বাংলাদেশে মুখ্য যেখানে নির্বাচন উপলক্ষ হিসেবে কাজ করে। এ কারণে বাংলাদেশে রাজনীতি থাকুক আর না থাকুক, গণতন্ত্রের টিকিটি খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, নির্বাচন নিয়ে ব্যাকুল হওয়ার মতো রাজনীতিকের ঘাটতি নেই। এক সময় বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে অনেকগুলো ধারা ছিল। কিন্তু এখন একটিই ধারা-সেটি হলো ক্ষমতাকেন্দ্রিক ধারা। যে কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অনেক আগে থেকেই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়েছে, ভেঙ্গে পড়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থা। রক্ত মাংসের মানুষের গণতন্ত্র পরিণত হয়েছে মূর্তিবাদী গণতন্ত্রে।

বাংলার ভূখণ্ডে প্রথম অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। চুয়ান্নর নির্বাচনের তাৎপর্য শুধু পাঁচ বছর প্রদেশ শাসনের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এই নির্বাচন বাঙালি জাতির ভবিষ্যত রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন পরাজিত হলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন, সেটি নির্বাচনের প্রশাসনের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ না করার জন্য। এরপর আরেকটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছিল সত্তর সালে। সেখানেও জেনারেল ইয়াহিয়া হস্তক্ষেপ করেননি। আর ৫২ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে মাত্র চারটি নির্বাচন সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ছিল। অন্য নির্বাচনগুলো দেশ ও দেশের বাইরে নানা প্রশ্ন এবং বিতর্ক রয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে (১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছাড়া) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দিকে আমাদের এক ধরনের ইতিবাচক অভ্যস্ততা তৈরি হচ্ছিল। সামরিক সরকার আমলের 'চর দখলের নির্বাচন কিংবা 'ভোট ডাকাতির নির্বাচন থেকে আমরা সরে আসতে পেরেছিলাম। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ আগ্রহ ভরে ভোট দিত, তাদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ভোটের দিন ভোটাররা নিজেদেরকে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল মানুষ মনে করতেন। যেমনটা ছিল ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, মানুষ একইসাথে রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়েছে। নির্বাচন এখন মানুষের কাছে একটি সার্কাসের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার এখন স্বল্পজনীন ভোটাভুটিতে পরিণত হয়েছে।

অনৈতিক ও আইনবহির্ভূত কাজ যদি বারবার হতে থাকে, তখন তাতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়।তা নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়াও থাকে না। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান এখন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালনের নিমিত্ত মাত্র। আনুষ্ঠানিকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখানে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

উচ্চশিক্ষিত বেকার কি দেশের জন্য বোঝা

তারিক মনজুর

কিছুদিন আগে প্রথম আলোর 'স্বপ্ন নিয়ে' পাতায় কিছু তরুণের সফলতার কাহিনি ছাপা হয়। কাহিনিগুলো অসংখ্য বেকার তরুণকে উৎসাহিত করবে, সন্দেহ নেই। কেউ বিরিয়ানি রান্না করে পৌঁছে দিচ্ছেন, কেউ খাতা বানিয়ে বিক্রি করছেন, কেউ শিঙাড়া-চপের দোকান দিয়েছেন, কেউ ক্যাকটাস বিক্রি করছেন, আবার কেউ মাছ-মাংস কেটেধুয়ে রান্নার উপযোগী করে সরবরাহ করছেন। এসব তরুণ বলছেন, তাঁরা এ ধরনের কাজ করে আয় করছেন, আনন্দও পাচ্ছেন।

যাঁরা এসব কাজ করছেন, তাঁদের সবাই উচ্চশিক্ষিত। কারও কারও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ, কেউ কেউ এখনো পড়ছেন।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, যে ধরনের কাজ করে তাঁরা আয় করছেন, এর জন্য আদৌ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। কারণ, বিরিয়ানি রান্না করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান লাগে না। খাতা বানিয়ে বিক্রি করার জন্য সমাজতত্ত্বের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। শিঙাড়া-চপের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী হওয়ার দরকার নেই। অথচ তাঁরা একেকজন এ রকম একেক বিষয়ের শিক্ষার্থী। তাঁদের অনেকে পেশা হিসেবে বাকি জীবন এসব কাজই করে যাবেন।

দুই দশক আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন। তবে সেগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিল খণ্ডকালীন। থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তাঁরা সেগুলো করতেন। পাস করে চাকরি পাওয়ার পর এসব কাজ তাঁরা ছেড়ে দিতেন।

এখনো তরুণদের কেউ কেউ খণ্ডকালীন কাজ করেন, তবে বেশির ভাগের আগ্রহ তৈরি হয়েছে এমন কাজের দিকে, যেটি তাঁরা ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। তাঁদের অধিকাংশের লক্ষ্য অল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করা এবং ধীরে ধীরে সেই ব্যবসা বড় করা।

নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে কাজ শুরু করার পেছনে অনেক বাস্তব কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ, চাকরির বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এখন স্নাতক-স্নাতকোত্তর বা সমমানের পরীক্ষা পাস করেও প্রচুরসংখ্যক তরুণকে কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে, বর্তমানে দেশে উচ্চশিক্ষিত তরুণের ১২ শতাংশের বেশি বেকার। আর যাঁরা কাজে যোগ দেন, তাঁদের বেশির ভাগই আশানুরূপ বেতন পান না, কিংবা কম আয় করেন। এটা এতই কম যে সেই টাকা দিয়ে জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদাটুকু পূরণ করতে হিমশিম খেতে হয়।

আগে দরিদ্র পরিবারের মা-বাবাও সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য খরচ করতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, পাস করলে তাঁদের ছেলে বা মেয়ে কোনো না কোনো কাজে যুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু এখনকার দিনে চাকরির বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা পরিবার থেকে চাহিদামতো অর্থসহায়তা নিতে পারেন না।

তরুণদের অভিযোগ, এত কষ্ট স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হওয়ার পরও তাঁদের দুঃখ শেষ হয় না। কারণ, সব চাকরিতে তাঁরা আবেদন করতে পারেন না। নিয়োগকর্তারা অভিজ্ঞতার শর্ত দিয়ে বাধা তৈরি করেন। এ ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁরা বলেন, কাজের সঙ্গে মিল রেখে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া যায় না। এ কারণে চাকরির বিজ্ঞাপনে অভিজ্ঞতার শর্ত দিতেই হয়।

এটা ঠিক, সরকারি-বেসরকারি কাজে যে ধরনের পেশাগত দক্ষতার দরকার হয়, একাডেমিক পড়াশোনার মধ্য দিয়ে তার পুরোটা পূরণ হবে না। আবার এটাও ঠিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হয়ে থাকছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করার মতো সক্ষমতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করেন না। এ কারণে বাংলায় পাস করেও একজন চাকরিপ্রার্থী ঠিকমতো বাংলা লিখতে পারেন না। ভাষা-সম্পাদনার কাজেও তাঁর সাধারণ দক্ষতা তৈরি হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদেরও এ রকম বিষয়গত প্রয়োগ-দক্ষতার মারাত্মক ঘাটতি দেখা যায়। এর মূল কারণ, বিভাগগুলো সিলেবাস তৈরি করছে কোনো রকম শিক্ষাক্রম ছাড়াই। ফলে পাঠের লক্ষ্য প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত নয়, কিংবা অস্পষ্ট। পেশাগত উৎকর্ষের জন্য জ্ঞানকে নতুনভাবে উৎপাদন করতে পারার দক্ষতা জরুরি। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের রূপান্তর ঘটতে থাকে। একজন বিশেষজ্ঞ এই রূপান্তরকে বিবেচনায় নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে তাকে নতুন করে প্রয়োগ করতে পারেন। তাই বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার প্রথম ভিত্তি উচ্চশিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগও দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা অতি সীমিত আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা অনেক ব্যয়বহুল। এর মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বছর বছর সেশন ফি ও অন্যান্য ফি বাড়িয়ে চলেছে। আবার চাকরির বাজারে সবচেয়ে চাহিদা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর ধরে এক হাজার করে শিক্ষার্থী কম ভর্তি করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বেকারত্ব কমিয়ে আনার জন্য আসন কমানোর বিকল্প নেই। এখন এই একই যুক্তিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি ভর্তির সময় আসনসংখ্যা কমায়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী কমালে পাস করা উচ্চশিক্ষিত বেকার কিছু কমতে পারে বটে, কিন্তু তাতে দেশের মোট বেকারের সংখ্যা কমবে না; বরং উচ্চশিক্ষার অভাবে তরুণদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা আরও হ্রাস পাবে। তাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ কমানো বিবেচ্য হতে পারে না। বরং ভাবতে হবে কর্মের সুযোগ ও পরিসর বাড়ানোর উপায় নিয়ে। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারই হোক আর কর্মজীবীই হোক, দেশকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখেন। এই এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিকও।

শিক্ষার সঙ্গে পেশার যথাযথ সমন্বয়ও দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী বলেন, তাঁরা যে ধরনের কাজ করতে চান, সেটি তাঁদের পড়াশোনার সঙ্গে মেলে না। এমনকি তাঁরা পড়তে চান না, এমন বিষয়েও তাঁদের বাধ্য হয়ে ভর্তি হতে হয়। এর কারণে এসব শিক্ষার্থী শুরু থেকেই একাডেমিক পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আবার আর্থিক সংকটে থাকা দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বাধ্য হন কাজের খোঁজ করতে কিংবা খুচরা কাজ করে আয়ের পথ বেছে নিতে। তাঁরাও ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের এই দুই ধরনের সংকট দূর করার উপায় নিয়েও ভাবতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভর্তির আবেদনের সময়ই বিষয় পছন্দ করার সুযোগ রাখা যায়। সম্ভব হলে বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। আর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থঋণের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে, পড়াশোনা শেষ করে পরবর্তী কর্মজীবনে তাঁরা সেই ঋণ শোধ করবেন। তারিক মনজুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

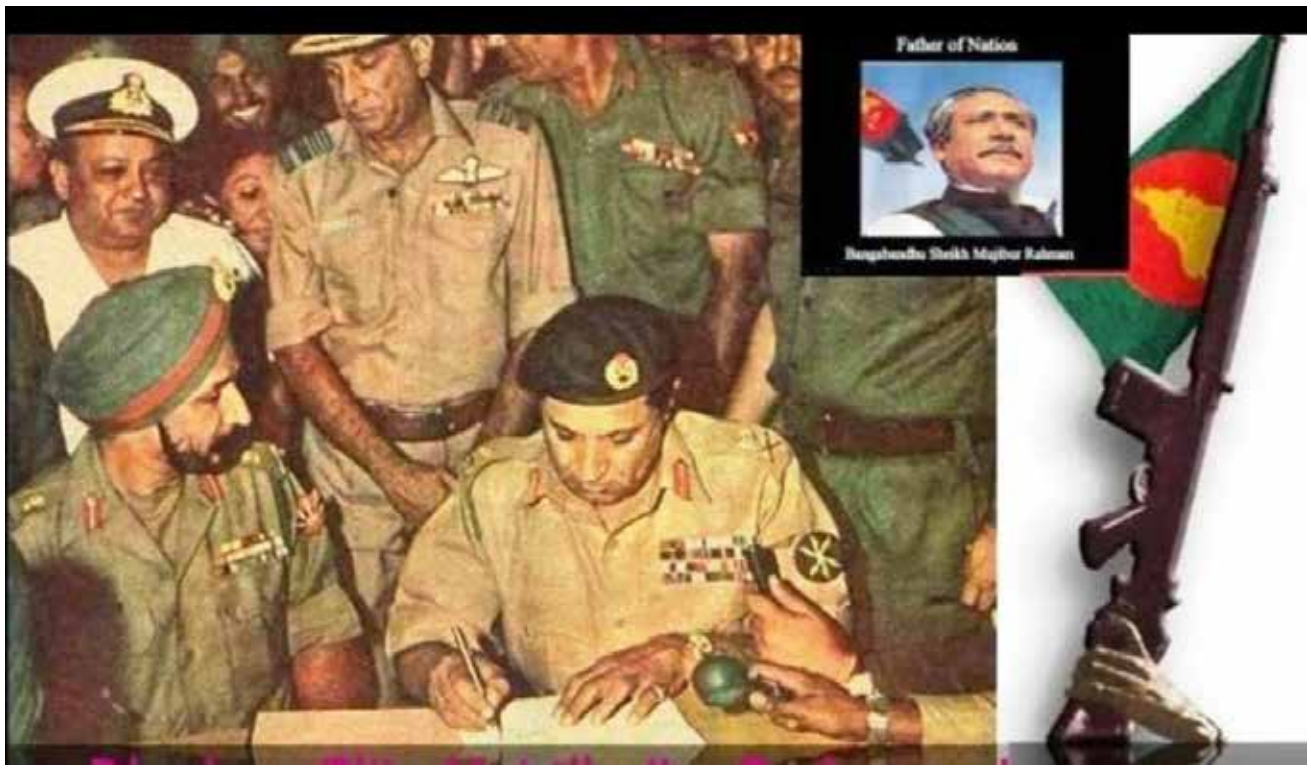

“আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি”

কবির কিরণ

ভয়াবহ পরিস্থিতি, চারিদিকে মানুষের বিবেক তাড়িত উদ্ধগতিতে জীবন বাজি রেখে উদ্দেশ্য হীন ভাবে গন্তব্য পথে যাত্রা !বাতাসে বারুদের গন্ধ !জীবন সাহাহ্নের গতি রুদ্ধ , ঠিক মতো চলছেনা জীবনের গতিপথ। ঠিক সেইসময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।মানুষ কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছিল না।হাজিপুর প্রাইমারি স্কুল থেকে মাত্র চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলাম। তথ্যমতে তখন হাজিপুর স্কুল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল।পঞ্চম শ্রেণীতে ভালো করে পড়াশোনা করব, কত স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছিলাম কিন্তু বিধিবাম।শহরের মানুষগুলো গ্রামে মিছিলের মতো আসা শুরু করলো।সবগুলো শহর খালি হয়ে গেল। গ্রামগুলো ভর্তি হয়ে গেল মানুষ আর মানুষে।গ্রামে বাজার বসলো কিন্তু রাজাকারদের অত্যাচারে এবং তাদের ভয়ে প্রতিটা পরিবার আতঙ্কগ্রস্থ ছিল।গভীর রাতে বাবা (মাস্টার মুরাদুজ্জামান)বড় ভাইকে (হুমায়ুন কবির দুলাল)মুক্তি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিদায় দিচ্ছেন , আর আম্মা কান্না শুরু করলেন। বড় ভাইয়ের বয়স সম্ভবত ১৭ বছর হবে। আমি তখন ঘুম থেকে উঠে গেলাম , আর আমিও আম্মার সাথে কান্না জুড়ে দিলাম। তার পর কয়েক মাস কেটে গেলো , ভাইয়া তখনও ভারত থেকে ফিরে আসেনি । আমরা তখন বন্ধি জীবনে কারাগারের অন্ধকুপের চেয়েও নিষ্ঠুর জীবন যাপন করছিলাম । চারিদিকে মৃত মানুষের গলিত লাশ খালে বিলে ভেসে বেড়াচ্ছে । আমার বয়স সম্ববত নয় কি দশ হবে ,সদ্য ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ফাইভে উঠলাম। হঠাৎ খবর আসলো আবু তাহের (আমার স্কুল , কলেজ , বিশ্ববিদালয়ের বন্ধু) এবং তার চাচাতো ভাই রাজাকারদের গুলিতে মৃত্যুশয্যায়।খবরটা পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।কেঁদেও ছিলাম।ভালোভাবে জানার জন্য আরো কিছু তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং সেখানে যেই খবরটা পেলাম তাহলো রাজাকাররা তাকে গুলি করে তার বুক বিদীর্ণ করে দিয়েছিল।সেই রক্তাক্ত দেহ কে তার বোনের শাড়ির আঁচল দিয়ে বেঁধে সেই মুহূর্তে তাকে রক্ষা করা হয়েছিল।আজও আমার বন্ধু তাহের সেই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছে কালের সাক্ষী হয়ে।

মুক্তিযুদ্ধে সে সময়টা ছিল অত্যন্ত করুণ এবং বেদনাদায়ক।কোনভাবেই কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না কারণ কে যে পাকিস্তানিদের দালালি করছে সেই সময়টা হলফ করে বলা মুশকিল ছিল।কারন আশে পাশে কিছু রাজাকার ছিল ,যাদের কাজ ছিল কে মুক্তিযোদ্ধা , কে স্বাধীনতা বিশ্বাস করে , কে শেখ মুজিব এর নাম উচ্চারণ করে সেই সব খবর পাচার করা। সবাই বলতো কিছু বলবেন না দেওয়ালেরও কান আছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম , আমার চাচা এসে বলতেন রেডিওর আওয়াজটা কমিয়ে দাও কখন খাঁন সেনা বা রাজাকাররা এসে সবাইকে মেরে ফেলে! পুরো এলাকায় সম্বত আমাদের একটা রেডিও ছিল , কিনতু বিপর্যয় ঘটলো একদিন যখন ব্যাটারী কেনা যাচ্ছিলোনা , কারণ শহরে যাবে কে! অনেক কষ্ঠের পরে ব্যাটারী কেনা হলো। জীবনটাকে একটা অস্বাভাবিক মৃত নগরীর মতো মনে হতো। কী এক অজানা যন্ত্রণায় বুকটা টন টন করে ব্যথা করে উঠতো।

প্রতিদিন বিভিন্ন রকম খবর এর কারণে মনটা নিজের অজান্তে মানসিক রুগীর মতো মনে হতে থাকতো, যখন নিজের চোখে ঠিক ২০ফুট দূর থেকে দেখলাম একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হাত, পা বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে রাজাকারেরা খরোস্রোতা খালে ফেলে দিলো। আমার মাথায় রক্ত উঠেগেল , মনে হচ্ছিলো যদি আমার কাছে একটা গ্রেনেড থাকতো আমি সেটি ছুড়ে মারতাম ঐ নরপিচাশ রাজাকার গুলোর মাথার উপর।

মুক্তি যুদ্ধের করুণ কাহিনি হয়তো অনেক বলা যাবে কিন্তু যাঁদের আত্মত্যাগে এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে তাঁদের প্রকৃত মুল্যায়নের সময় এসেছে !

তাই নজরুলের ভাষায় বলতে চাই ..

নম নম নমো বাংলাদেশ মম
চির-মনোরম চির মধুর।

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে,
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে,
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর॥

নিউ জার্সী, ডিসেম্বর ২০২৩। কবির কিরণ, সংগঠক ,সিইও ও আবৃত্তিকার , শতদল টিভি

টাইম ম্যাগাজিনে বাংলাদেশের জন্মগাথা

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। বিশ্বের প্রায় সমস্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিজয়ের সংবাদ। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ‘টাইম’ ম্যাগাজিন করেছিল প্রচ্ছদ আয়োজন। যুদ্ধপরবর্তী সেই সময়কার কথামালা নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনের আয়োজন নিয়ে...

অস্ত্র হাতে মুখে বিজয়ের স্লোগান। এমনই এক গেরিলা যোদ্ধার জয়োল্লাসের ছবি প্রচ্ছদপটে। সঙ্গে যথোপযুক্ত শিরোনাম The Bloodz Birth Of Bangladesh. এভাবেই নতুন বাংলাদেশের বিজয়গাথা বিশ্ববাসীকে জানায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘টাইম’।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর-পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ‘বাংলাদেশ : যুদ্ধের ভেতর দিয়ে একটি জাতির জন্ম’ শিরোনাম দিয়ে প্রতিবেদনটি শুরু হয় এভাবে : ‘জয় বাংলা! জয় বাংলা! গঙ্গা থেকে বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র, রত্নতুল্য ধানক্ষেত থেকে গ্রামের সরিষা রঙের পাহাড়, অগণিত গ্রামের অগণিত প্রান্তর থেকে ডাক উঠেছে বাংলার জয়! বাংলার জয়! তারা বাসের ছাদের ওপর নৃত্য করছিল এবং সোনার বাংলা গাইতে গাইতে জনতার ঢল নেমেছে শহরের পথে। তারা সব ভবন থেকে গোপন জায়গা থেকে বের হয়ে বাংলার সবুজ, লাল ও সোনালি রঙের ব্যানার ওড়াচ্ছিল, তাদের কারারুদ্ধ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিও উড়ছিলো। ভারতীয় বাহিনী প্রথমে যশোর, তারপর কুমিল্লা হয়ে রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেছে। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী বাঙালি তাদের অভিবাদন জানাচ্ছে।

এভাবে গত সপ্তাহে একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক নতুন জাতির জন্ম হয়েছে।’

প্রতিবেদনটির ইংরেজি বর্ণনা ছিল এরকম : ‘JAI Bangla! Jai Bangla!Õ From the banks of the great Ganges and the broad Brahmaputra, from the emerald rice fields and mustard-colored hills of the countryside, from the countless squares of countless villages came the cry. ÔVictory to Bengal! Victory to Bengal!Õ They danced on the roofs of buses and marched down city streets singing their anthem Golden Bengal. They brought the green, red and gold banner of Bengal out of secret hiding places to flutter freely from buildings, while huge pictures of their imprisoned leader, Sheik Mujibur Rahman, sprang up overnight on trucks, houses and signposts. As Indian troops advanced first to Jessore, then to Comilla, then to the outskirts of the capital of Dacca, small children clambered over their trucks and Bengalis everywhere cheered and greeted the soldiers as liberators.

Thus last week, amid a war that still raged on,the new Nation of Bangladesh was born. (Time, December 20, 1971)

এমন কাব্যিক বর্ণনায় উঠে আসে রক্তস্নাত বাংলাদেশের কথা। প্রতিবেদনটিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংকট আলোচিত হয়েছে নানাভাবে। মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশকে ভারত ও ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় শুরুর দিকে। ইন্দিরা গান্ধীর পার্লামেন্টারি বক্তব্যের দিকও তুলে ধরা হয় গুরুত্বের সঙ্গে। একটি ছবিতে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে বাঙালির বিজয়োল্লাসের দৃশ্য জয়গর্ব প্রকাশ করে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোকচিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধাবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি সংকট এড়াতে জাতিসংঘের ভূমিকাও প্রতিবেদকের কলম ফাঁকি দিতে পারেনি। The UN did its best to stop the war, but its best was not nearly good enough. এ কথাতেই বিষয়টি স্পষ্ট।

বাংলাদেশের স্বপ্ন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথা লেখা হয় এভাবে : ‘বাঙালি পাকিস্তানের প্রথম দেশব্যাপী অবাধ নির্বাচনে ভোট দেয় তাদের নেতা মুজিবকে বিজয়ী করতে। কিন্তু তা নৃশংসভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে শেষ হয়ে যায়। সেই আঘাতে সম্ভবত ১০০০০০০ মানুষ মারা যায় ও ১০ মিলিয়ন শরণার্থী অন্য দেশে চলে যায়। আর হাজার হাজার অবর্ণনীয় গৃহহীন ক্ষুধার্ত এবং অসুস্থ মানুষ পড়ে থাকে।’

ভুট্টোকে (জুলফিকার আলী ভুট্টো) একজন ঘৃণ্য রাজনীতিবিদ উল্লেখ করে বলা হয়, যিনি ইয়াহিয়াকে প্রভাবিত করে নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে সফল হয়েছেন।

একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিও জোরালো ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের শূন্যতার বিষয়টি উপলব্ধি করে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ

মাহফুজ আনামের অভিমত: দ্য ডেইলি স্টারের জন্য ‘ইন্টারেস্টিং’ দিন

মাহফুজ আনাম

যদি গণমাধ্যমকে দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে অভিযোগকারীকে অবশ্যই তথ্যভিত্তিক সত্য উপস্থাপন করতে হবে।

টেলিভিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন গতকাল দ্য ডেইলি স্টার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন, যার একটি ভিত্তিহীন এবং অপরটি বাস্তবতাবিবর্জিত।

একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেন, ‘মাহফুজ আনাম সাহেব বলেছেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।’ এ বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এখন মাহফুজ আনাম সাহেব যেটা বলছেন, উনি সাংবাদিক। উনি বিএনপির আন্দোলন সফল হোক এবং এ ব্যাপারে তার পত্রিকাও উৎসাহিত করেছে। এখন যেভাবে তারা ভেবেছিলেন, উৎসাহ দিয়েছিলেন, বাস্তবে সেটা হয়নি। এ দুঃখবোধ তো থাকতেই পারে।’

তার এ বক্তব্যে যে তিনি কটাক্ষ করেছেন তা যেমন স্পষ্ট, আবার তার মন্তব্যটি পুরোপুরি ভিত্তিহীনও। বেশ কিছুদিন আগে লিখেছিলাম, ক্ষমতার কাছে, ‘মুক্ত গণমাধ্যম মানে এখন উন্মুক্ত প্রশংসা।’ সেখানে লিখেছিলাম, ‘উন্মুক্ত প্রশংসা হলো সেটাই যেখানে গণমাধ্যম শুধু খোলামেলা প্রশংসার ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। যে গণমাধ্যম যতবেশি প্রশংসা করতে পারবে, সেটিকে তত মুক্ত বলে ধরা হবে। এর বাইরে যেকোনো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হলো ভুয়া খবর, ষড়যন্ত্র, দেশবিরোধী, উন্নয়নবিরোধী এবং কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা।’ গত তিন মাসে আমাদের বেশিরভাগ প্রতিবেদন ছিল ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। কিন্তু এসব প্রতিবেদনে প্রশংসার কিছু ছিল না বলে সেগুলো ভালো প্রতিবেদন হয়নি। আমরা সরকারের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোকে ব্যাপক কাভারেজ দিলেও, আমাদের দোষ হলো, আমরা বিপরীত চিত্রগুলোও তুলে ধরি। ব্রিটেনের রাজনীতি নিয়ে বিখ্যাত ব্যঙ্গধর্মী টেলিভিশন সিরিজে যেমন বলা হতো, ‘কোনো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, সমালোচনা ও ভিন্নমত থাকবে না, থাকবে শুধু ‘ইয়েস মিনিস্টার’।’

ওবায়দুল কাদের সাহেব আমাদের সেই কথাই আবার প্রমাণ করলেন।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। জাতিসংঘ মহাসচিবের শেফ দ্য ক্যাবিনেটের কাছে তার পাঠানো ‘ব্যক্তিগত চিঠির’ বিষয়বস্তু প্রকাশ করায় তিনি ডেইলি স্টারের সমালোচনা করেছেন। টেলিভিশনের প্রতিবেদককে তিনি বলেছেন, ‘আমি যদি আপনাকে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানাই বা আপনি ও আপনার পরিবারের সবাই কেমন আছে জানতে চেয়ে চিঠি লিখি, তবে সেটি কি সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করা উচিত? এটি কী ধরনের সাংবাদিকতা?’ তিনি বলেন, ‘জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যখন ছিলাম, তখনকার কিছু ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং ‘ধন্যবাদ’ দিয়ে চিঠি লিখেছি।’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন   ছবি: সংগৃহীত

যদিও, জাতিসংঘের সঙ্গে সদস্য রাষ্ট্রগুলো চিঠিতে যেভাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লেখা ৭০০’র বেশি শব্দের চিঠিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেভাবেই লেখা হয়েছে।

শুরুর অভিবাদন ও উপসংহার ছাড়া চিঠিতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ আছে, যার মধ্যে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক, প্রধানমন্ত্রীর সফর, জাতিসংঘের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি, বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা যেমন ‘প্যাক্ট অব ফিউচার’, ‘নিউ এজেন্ডা ফর পিস’, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে আমাদের ভূমিকা, উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে লেখা হয়েছে।

যে অনুচ্ছেদের কারণে আমরা চিঠিটি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যও নিয়েছি, সেটি উদ্ধৃত করলে দাঁড়ায়, ‘বাংলাদেশ জাতিসংঘের একটি উদ্যমী ও সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন সদস্য রাষ্ট্র। আমরা প্রবলভাবে আশাবাদী যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা ও সহায়তা অব্যাহত রাখবে... তা স্বত্বেও আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে ‘অযাচিত, অযৌক্তিক ও আরোপিত রাজনৈতিক চাপের’ মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা আশা করব জাতিসংঘ ও তার সেক্রেটারিয়েট, সংস্থা ও স্থানীয় কার্যালয়গুলো বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করবে।’

আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানের বিষয়ে আগ্রহী পাঠক, বিশেষজ্ঞ, সাবেক কূটনীতিকসহ সবার জন্য আমরা চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছি, যেন চিঠিটির তাৎপর্য এবং প্রকৃতপক্ষে এটি দেশের মর্যাদা কতটা বাড়িয়েছে, তারা তা বিচার করতে পারেন। একদিকে আমাদের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে কথা বললে আমরা জাতিসংঘের সমালোচনা করি, আবার অন্যদিকে আমাদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের জড়ানোর আহ্বান জানাই।

আমরা কি জানতে চাইতে পারি যে, এই চিঠির কোন অংশটি ব্যক্তিগত? পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি চিঠির এমন একটি শব্দ দেখাতে পারবেন, যা ব্যক্তিগত বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? তাহলে কেন এই ভণিতা? যদি গণমাধ্যমকে দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে অভিযোগকারীকে অবশ্যই তথ্যভিত্তিক সত্য উপস্থাপন করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি ভেবেছেন যে, ওই চিঠিকে ‘ব্যক্তিগত’ বলে দাবি করলে তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন?

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

বাংলাদেশে কেন একটি জাগ্রত বুদ্ধিজীবী সমাজ দাঁড়াল না

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় অসুবিধা হয় শাসকের। বুদ্ধিজীবীরা বরাবর শিকার হয়ে থাকেন শাসকের ক্ষমতা বীভৎসতার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজে সেরকম বুদ্ধিজীবী কোথায়? সবাই বলে, সেরকম বুদ্ধিজীবী আর নেই আমাদের।

কিন্তু বলে না সেরকম বুদ্ধিজীবী কেন আর নেই আমাদের। এখনকার বাস্তবতা হলো, ‘বুদ্ধিজীবী’ বা ‘নাগরিক সমাজ’ তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবীদের অধঃপতনের ইতিহাস হয়তো অনেক বড় করেই বলা যাবে। তবে সে কথায় পরে আসা যাবে।

আজ বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন, আজ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দিনটিতে জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের শিকার তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করে। তারা তাদের এদেশীয় দোসরদের নিয়ে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিন্তক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ বহু মানুষকে হত্যা করে। বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের পর রাজধানীর রায়েরবাজার ইটখোলা, মিরপুরের বধ্যভূমিসহ ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধিজীবীদের চোখ-হাত বাঁধা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

প্রয়াত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের একটি বইয়ের নাম ‘আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম’। বইটি ১৯৭১-এ যে চেতনায় ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছিল, অসংখ্য মানুষ সব হারিয়েছিল, সেই চেতনার বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত।

বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কারণ তারা স্বাধীনতার আগের তিন দশক ধরে জাতির বিবেককে জাগিয়ে তুলতে লেখা-গান, চিকিৎসা, অভিনয় ও শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত রেখেছিলেন। পাকিস্তানিরা বুঝেছিল তারা হারবে। তাই বাঙালি জাতির ভিত্তি নষ্ট করে দিতে স্বাধীনচেতা, মুক্তমনা ও আদর্শনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস করেছে তারা। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ফ্যাসিবাদী ও অত্যাচারী একনায়করা সবসময় বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করতে চেয়েছে। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির রাজত্বের সময়ে অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে কেন একটি জাগ্রত নাগরিক সমাজ বা একটি সক্রিয় বুদ্ধিজীবী সমাজ দাঁড়াল না সেটা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। তবে বোঝা যায় যে, স্বাধীনতার ঠিক পরপর প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হারিয়ে দেশটায় সেভাবে কোনো বুদ্ধিজীবীর জন্য জমিন তৈরি করার প্রচেষ্টাই নেওয়া যায়নি। আহমদ ছফা বলেছিলেন, ‘যে কোনো দেশের বুদ্ধিজীবীরা যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অসম্মত হন, সেই দেশটির দুর্দশার অন্ত থাকে না। বাংলাদেশ সেই রকম একটি দুর্দশাগ্রস্ত দেশ। এ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উদ্যোগ, কোনো প্রয়াস কোথাও পরিদৃশ্যমান নয়।’

রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত বাংলাদেশে সব পেশাজীবীই আজ বিভক্ত। শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং কবি, সাহিত্যিক সবাই রাজনৈতিক লাইনে বিভাজিত। তাই বুদ্ধিজীবীরাও এখন দলীয় বুদ্ধিজীবী। কেউ এ ফোরামের তো কেউ সেই ফোরামের।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে একটি উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশের চেতনা ছিল। এ চেতনানির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। রাজনীতিবিদরাও সেই চেতনাকেই সামনে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এখন সেটা পাল্টে গেছে। বুদ্ধিজীবীরা এখন রাজনীতির অধীনে থাকা নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে ফাইফরমায়েশ খাটেন আর সুবিধা নেন। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি, একইভাবে বুদ্ধিজীবীরাও জাতির মানস গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেননি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মুক্তস্বর, মুক্তকণ্ঠ তেমনভাবে আর দেখা যায় না।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশের ক্ষমতা চলে যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী ১৯৭১-এর পরাজিত শক্তির কাছে। সামরিক শাসকরা একেবারে চরিত্রহীন করে ছেড়েছে বুদ্ধিজীবীদের। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী রাতারাতি বনে যান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন প্রচারক। জেনারেল জিয়ার আমলে শুরু হওয়া এ বুদ্ধিজীবী কেনাবেচার প্রক্রিয়া আরও বেশি করে করেছেন জেনারেল এরশাদ। কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী দাস হয়েছিলেন এরশাদের। গণতন্ত্রের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই এখন আর

সেরকম বুদ্ধিজীবী পাওয়া যায় না। সমাজ পরিবর্তনে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এখন খুবই নগণ্য।

কারণটা রাজনৈতিক। আমাদের রাজনীতি, দল এবং নেতৃত্ব পুরোপুরি মানুষ থেকে দূরে। ক্ষমতা কাঠামোর ভেতরে থাকা রাজনীতি বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের ভৃত্য বানিয়ে ছেড়েছে ক্ষমতার ছোটখাটো ভাগ দিয়ে। কাউকে উপাচার্য করে, কাউকে একটা মহাপরিচালক বানিয়ে, চেয়ারম্যান করে, কমিশনের সদস্য বানিয়ে বা পরিচালক করে বা বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে ছোটখাটো চাকরি দিয়ে।

এ দেশের দলীয় রাজনীতি সব মতাদর্শকে শ্রদ্ধা করে না। ইতিহাস, ভিন্ন মতাদর্শ, বিরোধিতাড়সব মিথ্যে, সত্যি শুধু তাদের নিজেদের তৈরি করা ধারণাগুলো। সব দলের বুদ্ধিজীবীরাই এখন সত্যটাকে আড়াল করার কারিগর। নিরপেক্ষতার চোখে ঠুলি পরিয়ে ঘৃণা আর ভয় দিয়ে চালাচ্ছে তাদের ধারণা তৈরির চাকরি। বুদ্ধিজীবী মাত্র উপদেষ্টা, বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতির শুভচিন্তক নন, তারা রাজনৈতিক কুমন্ত্রণাদাতা।

ক্ষমতাহীন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণির পক্ষে সংগ্রামের পথ দেখানো বুদ্ধিজীবী এখন বিরল। অথচ বুদ্ধিজীবী মানেই হলো, তারা বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোটা এমনভাবে বদলানোর কথা বলবেন, যাতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনাগুলো দূর করা যায় এবং বঞ্চিতরা নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রে অংশ নিতে পারে।

আমাদের এখনকার দাপ্তরিক বুদ্ধিজীবীদের গৌরব হলো তারা প্রথমে দলীয়, তারপর তাদের বুদ্ধিজীবিতা। এরা ক্ষমতার ক্ষীর-ননী খাওয়া নধর বুদ্ধিজীবী। ভিন্নমত নিধন, দুর্বৃত্ত পোষণ, ধর্ষণ; শাসন-নিষ্ক্রিয়তা, দরিদ্র-নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের বিপরীতে সমাজের দুর্বৃত্ত লালনকারী কাঠামোটা মজবুত করার মতো কুকর্মের শৃঙ্খলা কখনো এ দাপ্তরিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ তো দূর, সামান্য সমালোচনাতেও প্রণোদিত করে না।

এরকম করতে করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মতাদর্শগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুষ্টিহীনতায় শীর্ণ। দলীয় প্রতাপজনিত অন্ধতার আচ্ছাদন দূর করে সত্য বলার লোক নেই আজ। এদের দর্শন প্রশ্ন করা নয়, আনুগত্য। দীর্ঘ অভ্যাসে বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন এ বুদ্ধিজীবীরা অসুস্থ এবং সে ব্যাধির নিরাময় অতিকঠিন। দরিদ্র, অবদমিত, ক্ষমতাবৃত্তের বহু দূরে থাকা নিষ্পেষিত জনতার পক্ষের কণ্ঠস্বর এরা নন।

তাহলে করণীয় কী? এ করণীয়টা ঠিক করবেন বুদ্ধিজীবী হিসেবে যারা নিজেকে সমাজে উপস্থাপিত করতে চান তারাই।

এসব কারণে আমাদের সমাজের এক অংশের মানুষের কাছে বুদ্ধিজীবীরা এখন বিরক্তি আর হাসির পাত্র। কোথায় বুদ্ধিজীবীরা ক্ষমতা কেন্দ্রের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন তা নয়, উল্টোটা হলো তারা নিজেরাই ক্ষমতা কাঠামোর ন্যারেটিভ লিখছেন। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা সেই ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করেন।

ক্ষমতার কাছে থাকা এক অদ্ভুত নেশার মতো। মানুষকে মারিয়ে, নিয়মকে তুচ্ছ করে হুটার লাগানো বিশালকায় স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যাল ছুটে যায় সাইরেন বাজিয়ে। সেগুলোর অনেকগুলোতেই বসা থাকেন ভৃত্য বুদ্ধিজীবীরা। একদিকে রবীন্দ্রসংগীত আর অন্যদিকে ডিসকো নাচ উভয়ে পারদর্শী এরা।

বাস্তবতা হলো, প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা বা আসার জন্য নির্ভর করে থাকে আদর্শ ছাড়া বাকি সবকিছুর ওপর। এ বুদ্ধিজীবীরাও তাই। এদের কোনো আদর্শ নেই, নেই মানুষের প্রতি কোনো মমতা। স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্ণ হতে চলল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বিপুল দ্রুততায় বাংলাদেশের সমাজ মুক্তচিন্তা থেকে ধর্মমুখী চিন্তার কানাগলিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এ নিয়ে খুব কম বুদ্ধিজীবীই কথা বলেন।

সুবিধাবাদের রাজনীতির কারণে মুক্তচিন্তা নয়, একমুখী ধর্মাশ্রয়ী চিন্তা, এমনকি হিংস্রতাও সমর্থন পাচ্ছে। একসময় ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদের সংস্কৃতি প্রসারের কথা বলতেন তারা এখন নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। যেন লুকিয়ে ফেলছেন নিজেদের। তারা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধি-গ্রাসকারী অন্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস পান না। আজ নির্লোভ, উদার, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিমুখী অবস্থান ঊর্ধ্বে তুলে ধরার মতো বুদ্ধিজীবীর বড় অভাব। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে এটাই বড় বেদনার জায়গা। আজ আমরা বিমর্ষ যতটা না একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের হারিয়ে, তার চেয়েও বেশি এখনকার জাগ্রত ভৃত্য বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয়তায়। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজাপ্রধান সম্পাদক, গ্লোবাল টেলিভিশন। দৈনিক কালবেলা-র সৌজন্যে

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

ফের নির্বাচিত হলে ট্রাম্প যেভাবে আরও স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন

জ্যান ওয়ার্নার মুলার

ভবিষ্যতে কে কী আচরণ করবে, তা নির্ভর করে মানুষের অতীত আচরণের ওপর। ট্রাম্প রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসছেন, এমন বিশ্বাস আছে অনেকেরই। তাঁরা বলতে চান, ট্রাম্প অতীতে কী করেছেন, সেটা মনে রাখাই যথেষ্ট। মানে ট্রাম্প যেহেতু প্রথম দফাতেই ফ্যাসিস্ট হয়ে যাননি, দ্বিতীয় দফাতেও হবেন না। বরং তিনি আগের মতোই ভাঁড়ামি করবেন।

কিন্তু এত গা ছাড়া মনোভাব যাঁদের, তাঁরা একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। সেটা হলো, আজকে যাঁরা ক্ষমতায় এসে একনায়কতন্ত্রের সূচনা করছেন, দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠন করে তাঁরা আরও কট্টর একনায়ক হয়ে উঠেছেন। ট্রাম্পের বেলায়ও এর ব্যত্যয় হওয়ার সুযোগ কম। তিনি গণতন্ত্রের গায়ে আঁচড় লাগতে দেবেন না, বিষয়টা এমন নয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে হাঙ্গেরির চরম ডানপন্থী ভিক্টর ওরবান অথবা পোল্যান্ডের ইয়ারোস ক্যাজিস্কির অমিল হলো তাঁরা খুব সতর্কভাবে তাঁদের একনায়কোচিত পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখেন। অন্যদিকে ট্রাম্প আগেভাগেই তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি নির্বাচিত হন, তাহলে কড়ায়-গন্ডায় উশুল করবেন সব।

ওরবান বা ক্যাজিস্কি এ দুজনের মধ্যে মিল হলো, তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছা করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তাঁরা বিচার বিভাগ থেকে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত সবাইকে দুষেছেন। যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উদারপন্থীদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজনৈতিক পুঁজি শেষ করবেন না। বরং ধীরে ধীরে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল করবেন।

এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুরুতেই আছে বিচার বিভাগ ও প্রশাসন। কারণ, একবার যদি আপনি বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনি সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীড়সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। এরপর ইচ্ছেমতো উদারপন্থীদের ধোলাই করতে পারবেন।

ওরবানদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প কিছু শিখেছেন কি না, তা নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে পারি। তবে বিচক্ষণ বিশ্লেষকেরা আগেই বলেছেন, ট্রাম্প বাহিনী তাঁর অনুগতদের দিয়ে অন্তত ৫০ হাজার আমলাকে সরাবেন, তারপর বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নেবেন।

কর্তৃত্বপরায়ণ জনতুষ্টিবাদী সরকারের প্রথম কাজ হলো দিনদুপুরে প্রশাসনকে ছিনতাই করা এবং মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া যে তারাই কেবল প্রকৃত মানুষ (৬ জানুয়ারি ট্রাম্প যেমন তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন)। তাহলে রাষ্ট্র কাদের জন্য? অবশ্যই জনগণের জন্য। তাই জনতুষ্টিবাদীরা যখন রাষ্ট্রকে দখল করে, তখন তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র এখন জনগণের দখলে। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা ভাবুন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ওয়াশিংটনের ক্ষমতা আপনাদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি।' সাধারণ মানুষ সেই ক্ষমতা ফিরে পাননি। কারণ, তাঁর ভাষায় 'ডিপ স্টেট' তখন সক্রিয় ছিল। এবার আর ট্রাম্প সে ভুল করতে চান না ।

ট্রাম্প প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি কমিউনিস্ট, মার্ক্সিস্ট, ফ্যাসিস্ট, উগ্র বামপন্থী গুন্ডাদের মূলোৎপাটন করবেন। কারণ, তাঁরা দেশের খেয়ে, দেশের পরে পোকার মতো বেঁচে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন, চুরি করেন, নির্বাচনে দুই নম্বরি করেন। আইনগত বা বেআইনিভাবে আমেরিকা ও আমেরিকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।

ট্রাম্পের কোনো লুকোছাপা নেই। ট্রাম্প বলেছেন, ক্ষমতায় এলে এবার হয় তিনি আমেরিকার ডিপ স্টেট ধ্বংস করবেন অথবা ডিপ স্টেট তাঁকে ধ্বংস করবে। ট্রাম্প যদি জেতেন, তাহলে তিনি বলবেন, প্রকৃত জনগণ (যাঁরা তাঁকে ভোট দেন, কেবল তাঁদেরই তিনি 'প্রকৃত জনগণ' বলে বিবেচনা করেন) তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন প্রতিশোধ ও ধ্বংসের জন্য। জ্যান ওয়ার্নার মুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক, গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

মার্কিন রাজনীতির হাওয়া ভালোই বোঝেন পুতিন

জুলিয়ান জেলিজার

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ওয়াশিংটনে গিয়েও রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে মার্কিন সামরিক সহায়তার কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য এখনো ইউক্রেনের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। একইভাবে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের প্রস্তাবে রিপাবলিকানরাও তাঁদের জোর অসম্মতি জারি রেখেছেন। রিপাবলিকানরা এই অর্থছাড়ের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে কঠোর নীতি প্রণয়নের একটা শর্ত জুড়ে রেখেছেন।এই শর্ত ডেমোক্র্যাটরা দ্রুত পূরণ করবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ এক রকম অন্ধকার। যদি এই দুই দল শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যেও পৌঁছায়ও, তাহলে ধরে নিতে হবে, প্রতি দফা সহায়তা প্রস্তাব পাসে বাইডেনকে কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিরোধ ও পথ রোধের মোকাবিলা করতে হবে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন রাজনীতির হাওয়া কোন দিকে, তা খুব ভালোই বুঝতে পারেন। গত সপ্তাহের সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, ইউক্রেনের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

পুতিন বলেন, 'ইউক্রেনে যখন আমরা লক্ষ্য অর্জন করব, তখনই কেবল শান্তি আসবে।' তিনি আরও বলেন, 'অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন' এলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করা সম্ভব হবে। পুতিন দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো মিত্রদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরার অপেক্ষায় আছেন। যদিও পুতিন কিছুটা দুর্বোধ্য, তবু কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখেই সম্ভবত তিনি বাজি ফেলেছেন।

যেমন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়, ক্যাপটল হিলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতানৈক্য এবং মার্কিনিদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা।

ভিয়েতনাম ও ইরাকের বিপর্যয়কর যুদ্ধের পর বৈদেশিক যেকোনো ইস্যুতে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব দুর্বল বলে ধরে নেওয়া হয়। এই দুই যুদ্ধের পরম্পরায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা মনে করেন, নীতি বিশেষজ্ঞরা বরাবর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ওপর পরিচালিত যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়।

একটি সামরিক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাণহানি ঘটতে পারে, এই ভাবনা গভীরভাবে সাবেক যোদ্ধাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে পীড়া দেয়। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ নানা প্রকল্পকে পাশ কাটিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এসব যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে, এ কথাও মনে করে থাকেন অনেকে।

ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেবল এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই কাজ করছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না। কারণ, ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যাটোর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা শক্তভাবে জড়িত। পুতিনের অভিযান ইউক্রেনেই থামবে কি না, তা নিয়ে *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

সৌদি পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে বদলে যাচ্ছে, কী বার্তা দিচ্ছে

যায়েদ আল বেলবাগি

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখন কূটনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলছে। যদিও বহুপক্ষীয় বিশ্বব্যবস্থায় সৌদি আরবের কূটনৈতিক নীতির যে পরিবর্তন, তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই। পশ্চিমের সঙ্গে সখ্য রেখে সৌদি আরব এখন প্রাচ্যে প্রভাব বাড়াতে চাইছে। গত কয়েক মাসে সৌদি আরবের কূটনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ বরাবরই সম্মানজনক। বাদশাহ ফয়সাল দীর্ঘদিন এই মন্ত্রণালয় সামলেছেন। পরে তাঁর নেতৃত্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রিন্স সৌদ বিন ফয়সাল পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান এখন দায়িত্বে আছেন। উদ্যমী এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্ব সৌদি আরবের পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশলে বেশ সাহসী কিছু পরিবর্তন এনেছে। আরব বিশ্ব যেখানে কিছুটা ম্রিয়মাণ, সেখানে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা চীনা নেতৃত্বের সঙ্গে, কিংবা কায়রোয় নিজের দেশকে উপস্থাপন অথবা প্যারিসের এক্সপোতে গিয়ে সফল হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে সৌদি আরবের পুনর্জাগরণ দেশটির উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৌদি সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের গুরুত্ববহ করে তোলার উদ্যোগ খুব পরিষ্কার। সৌদি আরব ক্রমে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সম্পদ ও ধর্মীয় কারণেই সৌদি আরবের অবস্থান এখন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, হোয়াইট হাউস প্রশাসনের নজর এখন চীন ও রাশিয়ার উত্থানের দিকে। এই সুযোগে সৌদি আরবও স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সৌদি আরব থেকে চীনের তেল আমদানির পরিমাণ বেশি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সৌদি আরব ও চীন দ্রুত নিজেদের সম্পর্ককে ঝালিয়ে নেয়। যদিও জ্বালানি খাত থেকেই দেশ দুটির মধ্যে অংশীদারত্বের সূচনা, দ্রুতই তা আরও বিস্তৃত হয়।

চীন ব্যাপকভাবে সৌদি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। সৌদি আরবে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক সুবিধা চালুতে হুয়াওয়েই ভূমিকা রেখেছে। সৌদি গ্রিনফিল্ড প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত মাসে দেশ দুটি সাত বিলিয়ন ডলার নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করেছে। ২৬ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল বা ৫০ বিলিয়ন চীনা ইউয়ান বিনিময়ের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে।

সৌদি আরব যখন ভূরাজনীতিতে ক্রমে স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন চীন তার দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চীনের দূতিয়ালিতে সৌদি আরব এখন ইরানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিয়েছে। আবার ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে গত মাসে প্রিন্স ফয়সালসহ চারজন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিং সফর করেছেন। এই সফরের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব এই বার্তা দিয়েছে যে তারা নতুন নতুন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।

যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সৌদি আরব একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপনে জোর দিচ্ছে। ভারতে জ্বালানি সরবরাহে সৌদি আরবের অবস্থান তৃতীয়। সেদিক থেকে দুই দেশের জন্যই দ্বিপক্ষীয় এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। 'সৌদি-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল ২০১৯' স্থাপনের পর ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান দুবার ভারত সফরে গেছেন। গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতেও ভারতে যান তিনি। সেখানেই ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ করিডরের ঘোষণা আছে। এই প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি, খাদ্যনিরাপত্তা ও গ্রিড কানেকটিভিটিকে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। এর বাইরেও স্টার্টআপ, শিক্ষা, ডিজিটালাইজেশন, সমরাস্ত্র নির্মাণ, ভারতের পশ্চিমে পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপনে সৌদি আরামকো বিনিয়োগ করেছে। সৌদি আরব এখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বন্ডে তার সংরক্ষিত অর্থ ভাঙিয়ে ফেলছে। পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার বাইরে গিয়ে তারা এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী ।

সৌদি কূটনীতির পরিবর্তনের অন্যতম নির্দেশক হলো গত আগস্টে দেশটির ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়া। আমরা জানি, ব্রিকসের সদস্য হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইরান, আর্জেন্টিনা ও ইথিওপিয়াকে যুক্ত করায় ব্রিকস এখন ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে। আগামী তিন দশকে এই দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। এই জোটে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। একই সঙ্গে আরব বিশ্বে তাদের শক্তিমত্তারও জানান দিয়েছে।

এ তো গেল মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে সৌদি আরবের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রসঙ্গ। আরব ও মুসলিম বিশ্বেও সৌদি আরব এখন আগের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকা ও আরবের কোনো স্থায়ী প্রতিনিধি নেই। গাজায় ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে আব্রাহাম অ্যাকর্ড থেকে বেরিয়ে আসায় সৌদি আরব প্রশংসিত হয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি আরবে আরব, ইসলামিক ও আফ্রিকান সম্মেলন প্রমাণ করেছে, মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া এখন কতটা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন কূটনৈতিক নীতি সংকটে পড়ে।

যদিও সৌদি আরবের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরো বদলে গেছে, এমনটা বলার সময় এখনো আসেনি। বিদেশনীতি পরিবর্তনকে ঘিরে দেশটির যে তৎপরতা, তাকে স্বাগত জানানো উচিত।

যায়েদ এ বেলবাগি একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার, নিবন্ধটি আরব নিউজএ প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্
Jalalabad association of America Inc.
৫২তম মহান বিজয় দিবস
১৬ই ডিসেম্বর
২০২৩ইং
১৬ ডিসেম্বর
রোজ: শনিবার, সময়: সন্ধ্যা ৬টা
স্থান: জালালাবাদ ভবন, ৩৬০৭, ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক, ১১১০৬।
সম্মানিত সুধী,
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক কর্তৃক বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হবে। এতে জালালাবাদ বাসী সহ প্রবাসের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাদরে আমন্ত্রীত।
অনুষ্ঠান সূচি
মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ
আলোচনা সভা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সাদর আমন্ত্রণে
হেলিম উদ্দিন
আহবায়ক
347-596-2115
মিজানুর রহমান
সদস্য সচিব
917-613-0870
বিজয় দিবস শুভেচ্ছান্তে
শাহীন কামালী
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
646-233-6691
মইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
917-535-4131

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP10

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX	NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG	SIZE 800-1000 SALE $15.99/EA HILSHA	4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL	SALE $3.49/LB PANGASH WHOLE
SIZE 100-200 SALE $4.99/LB WHITE POMFRET	SALE $3.29/LB TILAPIA FILLET	SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)	16/20 2LB BAG SALE $9.99/EA SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP	2 LB BAG SALE $6.99/EA HAOR PANGASH STEAK
20 LB SALE $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	20 LB SALE $21.99/EA ROYAL BASMATI RICE	5 LTR SALE $14.99/EA GOURMET SUNFLOWER OIL	1 GALLON SALE $13.99/EA OLIO VILLA POMACE OIL	1 LTR SALE 2/$6.99 RAJDHANI MUSTARD OIL
20 LB SALE $12.99/EA PARLIAMENT CHAKKI ATA	SALE $6.99/EA KEEBLER SODA BISCUIT CAN	900 GM SALE $8.99/EA TAPAL DANEDAR TEA	300 GM SALE 3/$5.00 SHAHJALAL KACHUR LOTI	SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER | SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY | ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES

12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
12TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC Network CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

PREMIUM SUPERMARKET

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP50

SALE $19.99/EA SIZE 10/12 HILSHA CK BRAND	SALE $13.99/EA SIZE 3 KG ROHU CK / CROWN FARM	SALE $3.99/LB ZABIHA HALAL CUBE FROZEN REGULAR GOAT	SALE $2.29/LB ZABIHA HALAL FRESH CHICKEN BREAST / THIGH	SALE $1.29/LB ZABIHA HALAL FRESH CHICKEN DRUMSTICK
SALE $2.99/LB SIZE 3 KG MRIGEL CROWN FARM	SALE $5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET	SALE 3/$4.99 200 GM SHAHAJALAL BRAND KESKI TRAY	SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND BAILA BLOCK	SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND CHIRING BLOCK
SALE $5.99/EA 500 GM CK BRAND TAPOSHI LOOSE	SALE $9.99/EA 31/40 (2LB BAG) SHELL ON RAW SHRIMP	SALE $12.99/EA 70/80 (4LB BOX) HEAD / SHELL ON RAW SHRIMP	SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	SALE $9.99/EA 10 LB PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE $3.99/EA 125 CT-BAG VITAL TEA	SALE 3/$4.99 300 GM OWNER DRY CAKE	SALE $6.99/EA 700 GM SPICY RAMEN NOODLES (BULDAK)	SALE $15.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE 2/$6.99 1 LITER RAJDHANI MUSTARD OIL

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU TAZ TEL: 347-657-8911	TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134	ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362	JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE: THARU, TAZ
BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA: ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

NYPD Traffic Enforcement Agent দের ইউনিয়ন CWA Local 1182 এর নির্বাচনে কমিউনিটির পরীক্ষিত সৈনিক এবং জব সেমিনারের সফল উদ্যোক্তা খান শওকত এর প্যানেল কে নির্বাচিত করে মূলধারায় আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন ।

Election-2023

VOTE TO STOP CORRUPTION & BETTER DIRECTION.

Better Union, Better Representation

Khan Showkat
President

Ahmad Mumtaz
Vice President

Chandan Das
Secretary Treasurer

Deb Dipal
Bx/Qns Delegate

Md Khan
Bx/Qns Delegate

Hock Ling Ding
Manhattan Delegate

Frank Fraser
Manhattan Delegate

Denia Cesar
Bkln/SI Delegate

Ballots will be mailed out on 11/29/2023 & will be counted on 12/20/2023.

a member since 2001

OUR AGENDAS

1. Members welfare fund. Max salary according to joining date. Forensic Audit & take legal steps to recover unauthorized spent money. File class action lawsuits to recover $744,000 & reimburse back to members.

2. Membership ID card, Reduce Union dues & operating costs, Financial updates regularly. Amend bylaws, top 3 executives restrict to 2 terms. Magazines with members' thoughts. Active all sub committees & empowered them. Official Facebook & Activity Logbook for Union Leaders.

3. Better training for Delegates and command Delegates and standard CD hearings to insure members' rights. Monthly Virtual meetings with members.

4. Introduce information seminars: Retirement Planning/ NYCERS benefits/ promotions exam coaching/ Medical/Dental/Vision & Prescription benefits/ Insurance Benefits/ Social Security benefits/ Housing benefits/ Labor rules/ OSHA regulations, etc.

5. Demand the file grievances: Stop Unfair management practices, Title change to TSO/TEO, Resolve Squad average, Resolve CD procedures, Active Local law 56, More Permits, Extend self enforcement areas, protection and safety, Adequate upgrade department vehicles, Adequate command floor space as per OSHA and labor regulations, Fair Promotions and upgrades opportunities, Better coverage and benefits etc.

6. Voting will be in front of every command, not by mail anymore.

> "Corruption and greedy leadership are destroying all the dreams and expectations of our members and our family members. Those Leaders are using this union as a vending machine for their own interests. They don't care members' opinions and any accountability. In order to save this union, it is very important to throw them out and establish a new leadership."
>
> – ***Khan Showkat***

Political Connections are Important to Achieve Demands

Khan Showkat with Senator Chuck Schumer.

Khan Showkat with Mayor Eric Adams.

Khan Showkat with Attorney Gen. Letitia James.

Khan Showkat with Hillary Rodham Clinton.

Will You Vote for Rahim & Sadik? YES or NO ??

(1). 500 members demanded a Free Annual Picnic. The board said "**NO**".
(2). 661 members demanded the $744,000 be returned from Syed Rahim or his impeachment. The board said "**NO**".
(3). 500 members demanded a forensic audit. The board said "**NO**".
(4). 200 members demanded a new Election Committee. The board said "**NO**".
(5). Hundreds of members demanded to update membership lists. The board said "**NO**".
(6). Hundreds of members demanded of remove the name of the bankrupt precedent from the bank accounts. The board said "**NO**".
(7). Former Office Secretary sued and costing us $744,000. The current Office Secretary takes salary sitting at home, not sitting in the office. Members have repeatedly demanded to hire someone new. The board said "**NO**".
(8). Members have repeatedly demanded to show us vouchers and receipts of the Accounts. The board said "**NO**".
(9). On 6/05/2020 CWA National Presidential meeting identified 37 irregularities and the loss of more than a million dollars about Local-1182. Hundreds of members demanded that for taken actions against the violators. The board said "**NO**".
(10). Hundreds of members have repeatedly demanded to reduce Union dues. The board said "**NO**".

Rahim & Sadik both are on the board. They did not accept any of your demands. Now they want your vote.

What you will say to them? YES or NO?

প্রতিদিন একটি পেয়ারা খেলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: হাতের কাছে পাওয়া এবং সহজলভ্য ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম পেয়ারা। সে কারণে হয়তো অনেকেই ফলটির স্বাস্থ্যগুণের গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এটি একটি স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু ফল। প্রতিদিন একটি পেয়ারা খেলে মিলতে পারে নানা উপকার। হেলথ লাইন ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে পেয়ারা খাওয়ার উপকারিতা।

ওজন কমায় : ওজন কমানোর জন্য পেয়ারা খুবই কার্যকর একটি ফল। বড় আকারের একটি পেয়ারায় ৬৫ ক্যালোরি থাকে। অন্যদিকে সেই পেয়ারাটিকে হজম করতে এর চেয়ে বেশি ক্যালোরি খরচ হয়। ফলে বাড়তি ক্যালোরি খরচের মাধ্যমে ওজন কমে আসে।

ত্বক সুস্থ রাখে : পেয়ারায় আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। ত্বক ও চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভিটামিন সির গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি এই ভিটামিনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও খুবই কার্যকর।

রক্তের চিনি কমায় : পেয়ারার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। আছে প্রচুর ফাইবার। পেয়ারার এই গুণ রক্তের চিনির পরিমাণ কমিয়ে আনে। তাই যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তারা যেকোনো সময় পেয়ারা খেতে পারেন।

মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : আমাদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যরক্ষায় পেয়ারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিয়মিত পেয়ারা চিবিয়ে খেলে দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকে। অনেকে বলে থাকেন, পেয়ারার পাতা চিবিয়ে খেলে দাঁতের ব্যথা কমে যায়।

স্ট্রেস কমায় : পেয়ারার ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট স্ট্রেস কমাতে দারুণ কার্যকর। তাই অতি অবশ্যই তা নিয়ম করে খান।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা : যাদের সোডিয়াম-পটাশিয়াম স্তরে কোনো সমস্যা আছে, তারাও পেয়ারা খান নিয়মিত। যাদের ব্লাড প্রেসার একটু বেড়েই থাকে, তারা অবশ্যই পেয়ারা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও কনস্টিপেশনের সমস্যা কমাতেও তা কার্যকর।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে ৫ সবজি খেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। আসলে অনেক সময় কী খাবেন আর কী খাবেন না তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ডায়াবেটিস রোগীদের খাবার খাওয়া নিয়ন্ত্রণে রাখলে সুগার লেভেলও নিয়ন্ত্রণে থাকে। ডায়াবেটিস আক্রান্তরা দিনে ২-৩ কাপ সবজি খেলে সুফল পাবেন দ্রুত। কিছু সবজি খেলে রক্তে শর্করার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন ৫ সবজি খাবেন-

পালং শাক : ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পালং শাককে এক ধরনের ওষুধও বলা যেতে পারে। এই শাকে থাকে ফাইবার, আয়রন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিনসহ আরও অনেক পুষ্টি উপাদান, যা ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য উপকারী। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে পালং শাক রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই শাক ইনসুলিন সংবেদনশীলতাও উন্নত করে, যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উচ্চ কোলেস্টেরল এবং উচ্চ রক্তচাপ থেকেও মুক্তি দিতে পারে পালং শাক।

কুমড়া : ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কুমড়া ও এর বীজ সমান উপকারী। এই সবজিতে থাকে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। অনেক দেশে ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় কুমড়া ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কুমড়ায় থাকে পলিস্যাকারাইড নামক কার্বোহাইড্রেট যা রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এর বীজ উপকারী চর্বি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ, এই দুই উপাদান রক্তে শর্করা কমাতে কাজ করে।

ঢেঁড়স : ঢেঁড়স শুধু সুস্বাদুই নয়, এটি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য উপকারী একটি সবজিও। ঢেঁড়সে থাকে পলিস্যাকারাইড এবং ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের যা রক্তে শর্করা কমাতে কাজ করে। এই সবজি খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

টমেটো : টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী একটি সবজি। এতে লাইকোপিন নামক শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই সবজিতে থাকে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে কাজ করে। টমেটো হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। নিয়মিত টমেটোর জুস খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ব্রকোলি এবং বাঁধাকপি : ব্রকোলি এবং বাঁধাকপি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বাঁধাকপিতে থাকে প্রচুর ফাইবার, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে এই সবজি খেলে হজম প্রক্রিয়ারও উন্নত হয়। ব্রকোলিতে পাওয়া যায় সালফোরাফেন, যা এক ধরনের আইসোথিওসায়ানেট। এই উপাদানে রক্তে শর্করা কমানোর গুণ রয়েছে। তাই এগুলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

জেনে নিন ছোট মাছ চোখের জন্য কতটা উপকারী

পরিচয় ডেস্ক: আপনি জানেন কী? দেশের নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল, হাওরে যেসব মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে কি পরিমাণ পুষ্টিগুণ রয়েছে। মলা, ঢেলা, চান্দা, পুঁটি, টেংরা, কাচকি ও বাতাসি মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, জিংক, আয়রন, ফসফরাস, প্রোটিন ও ভিটামিন ডি এ সমৃদ্ধ। যা চোখ ভালো রাখার পাশাপাশি শরীরের অনেক উপকারিতা পাওয়া যায়।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে ছোট মাছ খাওয়া নিয়ে ভারতীয় পুষ্টিবিদ মীনাক্ষী মজুমদার বলেন, নিয়মিত ছোট মাছ খেলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। বিশেষ করে মাছের মুড়ো খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। কারণ ছোট মাছের মাথা অত্যন্ত উপকারী। এতে থাকা কিছু ফ্যাট চোখের জ্যোতি বাড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, এইসব মাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ। এই ভিটামিন চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এমনকী এতে থাকা প্রোটিন চোখের নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। এ কারণে চোখের যত্নে প্রতিদিন ছোট মাছ খেতে পারেন। এছাড়াও নিয়মিত ছোট মাছ খেলে আরও অনেক উপকারিতা পাওয়া যায়।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ছোট মাছ খেলে অন্যান্য যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়ঃ-

হার্ট ভালো রাখে: হার্ট ভালো রাখতে নিয়মিত ছোট মাছ খাওয়া জরুরী। কারণ ছোট মাছে রয়েছে ডোকোসাহেক্সায়েনোইক অ্যাসিড (ডিএইচএ) এবং ইকোসাপেন্টাইনয়িক অ্যাসিড (ইপিএ) যা বড়দের হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ধরে রাখার *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

অল্প হাঁটা যেভাবে ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিদিন ৩০ মিনিটের হালকা শারীরিক কার্যকলাপ মৃত্যুহার কমায় ১৭ শতাংশ। স্পোর্টস মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আহারের পর অল্প সময় হাঁটলে তা খাওয়ার পর গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫৪ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।

ইউনিভার্সিটি অব ভ্যালেন্সিয়ার স্কুল অব মেডিসিনের ফিজিওলজির অধ্যাপক হোসে ভিনা ব্যাখ্যা করে বলেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের অবস্থাভেদে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম করা, ওষুধ বা ইনসুলিন নিতে বলেন চিকিৎসকরা।

মাদ্রিদের কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটির সেল বায়োলজির অধ্যাপক কারমেন সানজের মতে, খাবার গ্রহণের পর পুষ্টি (গ্লুকোজ সহ) অন্ত্র থেকে রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং শরীরে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যায়াম করার সময়, এমনকি হাঁটার সময়ও পেশি এ ধরনের চিনি শোষণ করেও কোষে শক্তি সরবরাহ করে এবং *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মাইগ্রেনের তীব্র ব্যথা হলে যা করবেন

পরিচয় ডেস্ক: মাথাব্যথা এমনিতেই বেশ কষ্টদায়ক, আর মাইগ্রেনের ব্যথা উঠলে তো কথাই নেই। যাঁদের এই সমস্যা আছে, তাঁরাই জানেন মাইগ্রেনের ব্যথা কতটা যন্ত্রণাদায়ক। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথার একপাশে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়ে শুরু হয়, সঙ্গে থাকে বমি বমি ভাব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও জটিল সব উপসর্গও দেখা দিতে পারে। মাইগ্রেনের ব্যথা উঠলে বেশির ভাগ মানুষ ঘর অন্ধকার করে বিশ্রাম নিলে বা ঘুমালে কিছুটা আরাম বোধ করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হলে বিষয়টা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, মাইগ্রেনের স্থায়ী কোনো চিকিৎসা নেই। কিছু খাবারদাবার বেছে চললে, জীবনযাপনের কিছু নিয়ম মানলে এই ব্যথার প্রকোপের হার কমানো সম্ভব। কিছু দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ সেবনেও কাজ দেয়। তবে তীব্র ব্যথা শুরু হলে অন্ধকার জায়গায় বিশ্রাম নিলে, পর্যাপ্ত তরল খাবার খেলে খানিকটা আরাম বোধ হতে পারেন। এ সময় কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনে তাকানো পরিহার করতে হবে। মাথায় ঠান্ডা পানি, বরফ বা ভেজা কাপড় জড়ালেও ব্যথা কমানো যায়। মাথায় ভেষজ তেল বা স্থানীয় ব্যথানাশক মালিশ করেও খানিকটা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

অনেকে হালকা গরম চা বা ভেষজ চা খেয়ে আরাম পেতে পারেন। আর ওষুধ তো আছেই। মাইগ্রেনের ব্যথায় প্রথমে ব্যথানাশক হিসেবে প্যারাসিটামল বা অ্যাসপিরিনজাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে ডমপেরিডনজাতীয় বমির ওষুধ খেতে পারেন। ব্যথানাশক ও বমির ওষুধ খেলে অনেকেই সুস্থ বোধ করেন। আবার কেউ কেউ এতেও তেমন নিষ্কৃতি পান না, তাদের জন্য আছে ট্রিপটিন গোত্রের ওষুধ, এসব ওষুধ নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর খেলে অনেকের ক্ষেত্রেই বেশ ভালো ফল দেয়।

তবে কারও কারও ব্যথা বেশ জটিল হয়, কোনোভাবেই আরাম পাওয়া যায় না। এ জন্য আরও কিছু নতুন ওষুধ ব্যবহার করা হয়, আরও কিছু ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলমান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্প সময়ে পুরোপুরি আরাম পাওয়া বেশ কঠিন। তাই খাবারদাবার নিয়ন্ত্রণ, যেমন চকলেট, কফি, চিজ ইত্যাদি খাবার কম খাওয়া, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক সময় টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদিতে সময় ব্যয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা, কিছু ওষুধ নিয়মিত সেবন করার মতো পন্থা অবলম্বন করলে মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে, মাইগ্রেনের ব্যথা খুব তীব্র আর যন্ত্রণাদায়ক হলেও এটি মারাত্মক কোনো রোগ নয়। এই রোগ থেকে পরিত্রাণ নয়, এটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেই চলতে হবে। দুশ্চিন্তা না করে সচেতন হলেই মাইগ্রেন নিয়েও জীবনযাপন সহজ হতে পারে। - ডা. শাহনূর শারমিন

ডিম কেন খাবেন, কীভাবে খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: ডিমকে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একে বলা হয় সুপার ফুড। এতে উচ্চ প্রোটিন, প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে। অনেকে কোলেস্টেরলের ভয়ে ডিম খান না। কিন্তু এটি ঠিক নয়। কারণ, একটি ডিমে ১৮৬ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে, যা খুব বেশি নয়।

একটি সিদ্ধ ডিমে রয়েছে ৭৮ ক্যালরি, ৬ দশমিক ৩ গ্রাম প্রোটিন, ৫ দশমিক ৩৪ গ্রাম ফ্যাট ও সামান্য কার্বোহাইড্রেট। এ ছাড়া রয়েছে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, আয়োডিন, সেলেনিয়াম, ফসফোরিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন বি৫, ভিটামিন ডি, জিংক, ফোলেট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কোলিন, লুটেইন, জেক্সানথিন।

ডিম খাওয়ার নিয়ম

• কেউ যদি ক্যালরি, ওজন বা কোলেস্টেরল কমানোর কথা চিন্তা করেন অথবা ফ্যাটি লিভারের কথা ভাবেন, তাহলে তাঁরা ডিম সিদ্ধ বা পানিতে পোচ করে খাবেন। কারণ, এখানে কোনো তেল থাকবে না।

• ডিমের পুষ্টি সর্বাধিক পেতে যতটা সম্ভব কম

তাপমাত্রায় স্বল্প সময়ে রান্না করুন।

• প্রচলিত ডিমের চেয়ে অরগানিক ডিম বেশি পুষ্টিকর। দেশি প্রাকৃতিক চারণ করা মুরগির ডিমে ভিটামিন এ, ই, ওমেগা থ্রি ও ভিটামিন ডি প্রচলিত ডিমের চেয়ে তিন গুণ বেশি। এ ছাড়া ওমেগা থ্রি যুক্ত ডিমে উপকারী চর্বি বেশি। তাই হৃদ্রোগ, কোলেস্টরল ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য এই ডিম ভালো।

• ডিম রান্নার ক্ষেত্রে ভালো তেল নির্বাচন করা উত্তম। যেমন অ্যাভোকাডো ও এক্সট্রা ভার্জিন জলপাই তেল।

• ডিমে কোনো ফাইবার থাকে না। ডিমের সঙ্গে ফাইবার তথা আঁশ হিসেবে খেতে পারেন পালংশাক, বাঁধাকপি, ব্রকলি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি।

• ডিম চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হওয়ায় একে সামান্য তেল দিয়ে খেলে সহজে শরীরে শোষিত হবে। তবে অবশ্যই বেশি তেল দিয়ে দীর্ঘ সময় ভাজবেন না।

লক্ষণীয়

• ডিম কাঁচা বা অল্প পোচ করে খাবেন না। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও শিশুরা। এতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

• কোলেস্টেরল বেশি না *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মাইগ্রেনের খাদ্যাভ্যাস

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের জীবনে খাদ্যাভ্যাস বেশ বড় একটি ভূমিকা পালন করে। মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের সঙ্গেও রয়েছে এর গভীর সম্পর্ক। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেও আমরা মাইগ্রেনের ব্যথা এড়াতে পারি।

মাইগ্রেন প্রাইমারি মাথাব্যথার অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক কোনো কারণ পাওয়া যায় না। মাইগ্রেনের রোগীদের সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। রোদ, আগুন, শব্দ, আলোড়এসব তাঁদের ব্যথার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তবে এ পর্বে জানা গেল মাইগ্রেনের রোগীরা খাদ্যেও সংবেদনশীল হতে পারেন। কিছু খাবার বা খাবারের গন্ধ ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন মাথাব্যথা হলে অনেকে গরম চা বা কফি পান করেন আরাম বোধের জন্য। কিন্তু মাইগ্রেনের রোগীরা এটি করলে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। তাই তাঁদের চা-কফির সঙ্গে অ্যালকোহলিক ড্রিংকস, কার্বোনেটেড বেভারেজ এড়িয়ে চলা উচিত। সিট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল বা অন্য কোনো টক ফল খেলে এবং পেঁয়াজের গন্ধ বা ঝাঁঝে ব্যথা হতে পারে।

৫০ শতাংশ মাইগ্রেনের রোগী গন্ধের প্রতি সংবেদনশীল। মুখ থেকে মাথা পর্যন্ত টারজেমেনিয়াল নামের একটি স্নায়ু ছড়িয়ে আছে। কিছু গন্ধ থাকে, যা এই স্নায়ুতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই উদ্দীপনার জন্য মাইগ্রেনের ব্যথা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কিছু খাবারের কড়া গন্ধ ব্যথার ট্রিগার হয়ে থাকে। মস্তিষ্কে গন্ধ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু পাশাপাশি থাকে। আবেগও মাইগ্রেন ট্রিগার।

আবার এমন কিছু খাবার আছে, যা খেলে ব্যথায় স্বস্তি পাওয়া যায়। যেমন: টাটকা শাকসবজি, মিষ্টি ফল, মাংস ইত্যাদি। পানি পানের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, শরীরে পানির অভাব মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দেয়।

ফাস্ট ফুড আমাদের সবারই পছন্দের। বেশির ভাগ ফাস্ট ফুড তৈরিতে বিভিন্ন রকমের পনির ব্যবহার করা হয়। সুস্বাদু পনিরের জন্যও মাইগ্রেনের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে। কারণ, এতে রয়েছে টাইরামিন নামের একটি উপাদান, যা মাইগ্রেন ট্রিগার। এই টাইরামিন শুধু *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পাকস্থলীর ক্যানসার নিয়ে সচেতন হোন

পরিচয় ডেস্ক: নভেম্বর পাকস্থলীর ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয়। পাকস্থলীর ক্যানসার বিশ্বব্যাপী সব ক্যানসারের মধ্যে পঞ্চম এবং ক্যানসার-সংক্রান্ত মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ। পাকস্থলীর ক্যানসার হলো সবচেয়ে প্রাণঘাতী ম্যালিগন্যান্ট টিউমারগুলোর মধ্যে একটি।

কারণ : হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণ এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এ ছাড়া লবণাক্ত খাবার, ধোঁয়াযুক্ত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার, নাইট্রেট, নাইট্রাইট এবং সেকেন্ডারি অ্যামাইনযুক্ত খাবার, অ্যালকোহল সেবন, তামাক ব্যবহার পাকস্থলী ক্যানসারের কারণ হিসেবে বিবেচিত। বয়স ৬০-এর বেশি; স্থূলতা; আলসার রোগের জন্য আংশিক গ্যাস্ট্রেক্টমির প্রায় ২০ বছর পর; দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস্ট্রাইটিস বা পাকস্থলীর প্রদাহ; যাঁদের পাকস্থলীর ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস আছে (যেমন বাবা-মা, ভাই-বোন, বা ছেলে-মেয়ে); পারিবারিক ক্যানসার সিনড্রোম, যেমন পারিবারিক অ্যাডেনোমেটোস

পলিপোসিস; বংশগত নন-পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যানসার ও বংশগত ডিফিউজ গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার; জিনগত পরিবর্তন; এপস্টাইন-বার ভাইরাস সংক্রমণ; পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া; গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ ও এ রক্তের গ্রুপসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঝুঁকি বেশি। ধাতুশ্রমিক, খনিশ্রমিক, রাবারশ্রমিক এবং সেই সঙ্গে কাঠ বা অ্যাসবেস্টস নিয়ে কাজ করা মানুষ বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। খুব উচ্চ মাত্রার বিকিরণের সংস্পর্শে থাকলেও পাকস্থলী ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

লক্ষণ : প্রাথমিক পর্যায়ে পাকস্থলীর ক্যানসারের সাধারণত কোনো লক্ষণ থাকে না এবং এটি শনাক্ত করা কঠিন। সাধারণত ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার পর লক্ষণগুলো শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে যে লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারেড়্রদহজম ও পেটে অস্বস্তি; খাওয়ার পর পেট ফুলে যাওয়া; বমি বমি ভাব; ক্ষুধামান্দ্য; অম্বল বা বুক জ্বালাপোড়া করা ইত্যাদি। আরও অ্যাডভান্সড স্টেজে প্রাথমিক *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

জলপাই দিয়ে গরুর মাংস

জলপাইয়ের শুধু আচারই হয় না, রাঁধতে পারেন মাংস দিয়েও।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, আস্ত জলপাই ১০টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা দেড় চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, সাদা শর্ষেবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ২ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, আস্ত গরমমসলা (এলাচি/লবঙ্গ/দারুচিনি) প্রতিটি ৩টি করে, তেজপাতা ২টি, আস্ত কাঁচা মরিচ ৮টি, লবণ স্বাদমতো, তেল পৌনে ১ কাপ।

প্রণালি: জলপাই ধুয়ে নিয়ে চারদিক ভালো করে চিরে নিতে হবে। এবার জলপাই আর কাঁচা মরিচ বাদে সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। এক ঘণ্টা পর মাঝারির চেয়ে একটু কম আঁচে চুলায় বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাঝেমধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে। মাংস থেকে যে পানি বের হবে, তা দিয়েই মাংস কষিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনমতো পানি দিতে হবে মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য। মাংস ৯০ ভাগ সেদ্ধ হয়ে এলে জলপাই আর আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করতে হবে। মাংস-জলপাইয়ে গা মাখা ঝোল হয়ে এলে চুলার আঁচ নিভিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। তেল ওপরে উঠে এলে চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে।

কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি

চিংড়ি রান্নায় কচুর মুখির মতো সবজি খাবারে আনবে বাড়তি স্বাদ।

উপকরণ: চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, কচুর মুখি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস ১ চা-চামচ, পানি এক কাপ, ধনেপাতাকুচি পরিমাণমতো।

প্রণালি: কচুর মুখি সেদ্ধ করে খোসা ফেলে দুই টুকরা করে নিন। চিংড়ির মাথা ও ভেতরের কালো রগ ফেলে পরিষ্কার করে নিন। সামান্য হলুদ, লবণে মাখা চিংড়ি তেলে ভেজে তুলে রাখুন। পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি এবং বাকি হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া তেলে দিন। মসলা কষিয়ে কচুর মুখি দিয়ে কয়েক মিনিট নাড়ুন। ১ কাপ পানি, ভাজা চিংড়ি, লবণ, লেবুর রস দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট পর ধনেপাতাকুচি দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মুলা দিয়ে মুরগি

মুলা দেখলে কেউ কেউ নাক সিটকায়। বিশেষ করে এই সবজির তীব্র ঘ্রাণ অনেকে পছন্দ করেন না। তবে ঠিকমতো রাঁধলে মুলা খেতে চাইবেন বারবার। মুলা দিয়ে মুরগি রান্না করলে খেতেও ভালো লাগবে।

উপকরণ: দেশি মুরগি ১টা, মুলা ৩টা, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া দেড় চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, জায়ফলগুঁড়া আধা চা-চামচ, জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা-চামচ, মেথিগুঁড়া আধা চা-চামচ, গরমমসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ, টমেটোকুচি ১টি, আস্ত গরমমসলা ৩-৪টি করে, লবণ পরিমাণমতো, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, আদাবাটা দেড় চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, তেল দেড় টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি: তেলে সব বাটা মসলা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, লবণ, গোটা গরমমসলা, জিরাগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, মেথিগুঁড়া, টমেটোকুচি দিয়ে কষান। দেশি মুরগির টুকরা দিয়ে কয়েক মিনিট নাড়ুন। মুলার খোসা ফেলে বড় টুকরা করে মাংসে দিন। নেড়ে ১০ মিনিট মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন। ঢাকনা তুলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে জায়ফলগুঁড়া, জয়ত্রীগুঁড়া, গরমমসলাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট দমে রেখে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পালংশাকে মুরগি ভুনা

উপকরণ: পালংশাক ৫০০ গ্রাম, মুরগি ১ কেজি, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, জয়ত্রী ২-৩ টুকরা করে, মেথি ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, শর্ষের তেল সিকি কাপ, পেঁয়াজকুচি দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া দেড় চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি: মুরগি সাধারণ কাটে টুকরা করে নিতে হবে। পাত্রে সয়াবিন তেল দিয়ে মেথির ফোড়ন দিন। আস্ত গরম মসলাগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে পেঁয়াজকুচি দিতে হবে। পেঁয়াজ একটু লাল হয়ে এলে মুরগি দিয়ে আগুনের আঁচ বাড়িয়ে দিন। একটু পর মাঝারি আঁচে শর্ষের তেল, ভাজা জিরাগুঁড়া ও কাঁচা মরিচ ছাড়া বাকি সব মসলা দিন। ভালোভাবে কষিয়ে ১ কাপ গরম পানি ও শাকগুলো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নরম হয়ে এলে শর্ষের তেল, ভাজা জিরাগুঁড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে মাঝারি আঁচে জ্বাল দিতে হবে। শাক আর মুরগি সেদ্ধ হয়ে এলে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

নির্বাচনের নাট্যাঙ্ক: রাজনীতির

১৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের সবচেয়ে বড় অংশীদার জনগণের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। বঙ্গীয় নির্বাচনে একই ধরনের নাট্যাঙ্কগুলো বারবার দৃশ্যায়িত হওয়ায় নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। দেশে যে নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সে কথা কেতাবে থাকলেও বাস্তবে মানুষ এর প্রতিফলন দেখছে না। বিচার একটি রাজনীতি-নিরপেক্ষ বিষয় হওয়ায় যে কোনো বিচারকাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের চোখ বন্ধ রেখে ন্যায়দণ্ড নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে হয়। রাজনৈতিক অপরাধ ও ঘটনাগুলোর বিচার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলেও কি ধরণের পরিণতি হতে পারে সেটি ভারতীয় লেখক এ জি নূরান্থির 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল ট্রায়ালস: ১৭৫৭-১৯৪৭-এ আমরা দেখতে পাই।

বাংলাদেশে নির্বাচনী আওয়াজ উঠলে যেনতেনভাবে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংস্কৃতি আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়ে যাচ্ছে। সাথে খুবই অযাচিতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অক্ষমতা ও পক্ষপাতিত্ব। বঙ্গীয় রাজনীতিতে নির্বাচনী নাট্যাঙ্কগুলো নতুন কিছু মাত্রা যোগ করছে বটে, কিন্তু তা রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে দুর্বল করে দিচ্ছে।মানুষের যেমন চোখ, কান, নাকসহ নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে তেমনি রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগসহ অনেক সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকে। এগুলো যদি ঠিকমত কাজ করতে না পারে তাহলে রাজনীতিতে নেমে আসে তুষারযুগ, গণতন্ত্র চলে জগাখিচুড়ির মতো। - মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী, শিক্ষক, গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

কানাডায় শিখ নেতা হত্যায় ভারতের

১২ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতিটা কেমন, তার সম্যক ধারণা সরকারের আছে।

ট্রুডো সাক্ষাৎকারে বলেন, কানাডার অনেক অধিবাসী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এটা ভেবে যে তাঁরা সুরক্ষিত নন। নিজ্জরের হত্যার পর শিখ সম্প্রদায়ের অনেকেই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা এত দিন ধরে নীরব থেকেছি। কূটনীতির আধারে কথা বলেছি। দেশবাসী যাতে নিরাপদে থাকে, সে জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবে দেখেছি, বাড়তি কিছু একটা করা দরকার। একধরনের হুঁশিয়ারি দেওয়া প্রয়োজন। তাই স্পষ্ট করে প্রকাশ্যে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি, আমরা জানি ভারত এর পেছনে আছে এবং তা বিশ্বাস করার মতো কারণও আমাদের হাতে আছে।'

ট্রুডো বলেন, এমন করার কারণ একটাই, ভারতকে বুঝিয়ে দেওয়া যাতে এ ধরনের কাজ তারা আর না করে।

ট্রুডোর অভিযোগ ভারত এখনো স্বীকার করেনি। বারবার বলেছে, ওই অভিযোগ অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারত বলেছে, কানাডায় খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের উপদ্রব থেকে নজর ঘোরাতে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। ট্রুডো তদন্তে সহযোগিতার দাবি জানালেও ভারত তাতে সম্মত হয়নি এখনো। ভারতের দাবি, কানাডার হাতে যা কিছু তথ্য রয়েছে, তা ভারতকে দেওয়া হোক।

জবাবে ট্রুডো সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তারা (ভারত) আমাদের বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ এনেছে, যদিও সেসব হাস্যকর।' তথ্যপ্রমাণ দাখিল সম্পর্কে ভারতের দাবি নিয়ে তিনি বলেন, তদন্ত এগোচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কানাডাও যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ প্রকাশ করে দেবে। যুক্তরাষ্ট্র আগে প্রমাণ দাখিল করেছে। কারণ, তারা তদন্তের কাজ শুরু করেছিল আগে থেকে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর জনমত

৬ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি আদালতে হান্টারের বিরুদ্ধে নতুন এ ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে মামলা করে মার্কিন বিচার বিভাগ। ছেলের এমন কর্মকাণ্ডও বাইডেনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অপর দিকে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। তবে এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা, হোয়াইট হাউসের নথি হারানোসহ একাধিক মামলা যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বিচারাধীন।

এর আগে গত নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক টাইমস্এর এক জরিপেও বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন ট্রাম্প। সে সময় বাইডেনের চেয়ে ৪৪ থেকে ৪৮ শতাংশ এগিয়ে ছিলেন ট্রাম্প।- দ্য গার্ডিয়ান

এবারো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক

৮ পৃষ্ঠার পর

ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে দেশে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে মত দেন সদস্যরা।

বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সরকার, প্রশাসন ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আহ্বান জানান সদস্যরা।

ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতিতে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় দেশের গৌরবময় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ম্লান করে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। দুর্নীতি মহামারির রূপ নিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত অর্থ পাচার ও ঋণখেলাপির সংস্কৃতি এতটাই প্রকট যে, প্রতিবছর নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ঘটনা রোধে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না। উল্টো দেশে এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

টিআইবির সদস্যরা মনে করেন, সরকারের দায়িত্ব হলো, অর্পিত ভূমিকা পালনে গণমাধ্যম যেন বাধার মুখে না পড়ে এমন উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময়ে দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন করে অন্তঃসারশূন্য আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করতে দেখা যায়। অথচ নানা পন্থায় গণমাধ্যমকর্মীদের হয়রানি, হামলা ও মামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধসহ স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা চলমান।

ঘোষণাপত্রে পোশাক-শ্রমিকদের জীবনমান, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নির্ধারিত মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত নিম্নতম মজুরি শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও দাবি এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে

৮ পৃষ্ঠার পর

ত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভুয়া খবর ও ভুয়া ভিডিওসহ সুপরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায় ডিপ ফেক প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্বেগজনক খবর আমাদের নজরে এসেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে বিশ্বজুড়ে এআই ব্যবহারের উদ্বেগজনক প্রবণতার অংশ এটি।' অপর এক প্রশ্নে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছে ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। অন্যদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দাবি করছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও 'ম্যানেজ' করতে পারবেন। সরকার গঠনের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সমর্থন করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী)। সে বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন, 'হাজার হাজার বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে নির্যাতনের প্রতিবেদনে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শন ও সহিংসতা এড়াতে আহ্বান জানাই। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে সব অংশীদারের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই, যাতে সবাই সহিংসতা বা প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই প্রাক-নির্বাচন এবং নির্বাচনী পরিবেশে অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে।'

ভারতের মধ্যপ্রদেশে প্রকাশ্যে

১২ পৃষ্ঠার পর

থেকেও এই প্রচার চালানো হবে। আপাতত পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্যে মাছ-গোশত বিক্রির ওপরে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার দায়িত্বে থাকবে। নতুন মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অযোধ্যার পুণ্যযাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্যও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া তেন্দু পাতা যারা তোলেন, তাদের প্রতি ব্যাগ পিছু ৪ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, রাজ্যে ধর্মীয় ও পাবলিক স্পেসে মাইক বাজানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।সূত্র : এনডিটিভি

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 **646-982-9938**	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

WINTER SALE

Common Core
50% OFF
Original Price
12-Month Package

SHSAT
$250 OFF Sale Price
All Deluxe Packages

Hunter Exam
Up to 30% OFF
Original Pricing

Regents/GPA
1-Month Free w/
6-Month Package

SAT
March 9th SAT
FREE College Essay Review

Sale ends Sunday, December 3rd, 2023!

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

52nd Year of Independence

Seminar on

12th National Election:
Stop Violence Against Women & Minorities in Bangladesh

Speakers : **Mr. Hasan Ferdous**
Author & Journalist

Mr. Rana Ahmed, Ex-Principal, Journalist

Rev. James Roy, Priest, President, BHBCUC, USA

Attorney Ashok K. Karmaker
Chairman, Board of Governors, BHBCUC, USA

Ms. Gita Chakraborty, Member Board of Governors, BHBCUC, USA, former Director. Ain O Salish Kendra.

Ms. Sutipa Chowdhury, Community Activist, Cultural Secretary, Om Shakti Mandir & United Hindus of USA, Organizing Secretary, Loknath Mission

Moderated by : **Mr. Swapan Das,** Secretary General, BHBCUC, USA &

Uma Chakraborty, Joint Secretary & Director, Board of Governors, former Director, Transparency International, Bangladesh

Presided by : **Mr. Nayan Barua,** President, BHBCUC, USA

ORGANIZED BY:

Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, USA (BHBCUC, USA)

Venue : Jewish Center. 37-06 77th Street, Queens, NY 11372

Date : December 16, 2023 (6pm-9pm)

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

Ruposhi Chandpur Foundation, Inc. New York
রূপসী চাঁদপুর ফাউণ্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক

প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন

রূপসী চাঁদপুর ফাউণ্ডেশন

এর ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে-

ফখরুল ইসলাম মাছুম
ও
নূরে আলম মনির

যথাক্রমে **সভাপতি** ও **সাধারণ সম্পাদক**
পদে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায়

প্রাণঢালা অভিনন্দন

সৌজন্যেঃ চাঁদপুরবাসী

টিআইবি চোখ থাকিতে অন্ধ

৮ পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণমূলক বলা যাবে না- এমন ধারণার সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, "টিআইবির বাংলাদেশ শাখার কাছে জানতে চাই, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে কী বোঝায়? টিআইবি কি বিএনপির শাখা সূত্র? একই সুরে কথা বলছে।" বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খানের 'ভাগাভাগির নির্বাচন' মন্তব্যের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, "কিসের ভাগাভাগি? আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কোনো মূল্যে এই নির্বাচনকে আমরা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে একটা রেকর্ড আমরা রাখতে চাই।"

শুক্রবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো জানান, জোটের শরিকদের জন্য সাতটি আসনের বেশি ছাড় দেওয়া আওয়ামী লীগের জন্য সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ''আমাদের শরিক দল বলতে জাতীয় পার্টি তাদের নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে, ১৪ দলে কিছু আসনে নৌকা মার্কা আমরা দেবো। সাতটা নির্বাচনী এলাকায় নৌকা আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারব, গতকালই আমরা জানিয়ে দিয়েছি।

জোটের অন্যতম শরিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু সাতটির বেশি আসন ছেড়ে দেওয়ার দাবি করেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''শুনেন, আরও অনেক শরিক দল আছে। তাদেরকে তো বোঝাতে হবে। কিন্তু যা হওয়ার হয়েছে। এর বাইরে আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

স্বতন্ত্র প্রার্থী তুলে নিতে শরিকদের দাবির বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ''নির্বাচন তো হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, আমরা আমাদের দলীয় প্রার্থী যেখানে আছে, সেখানে স্বতন্ত্রের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে ইলেকশন করবে না, স্বতন্ত্র যদি জিতে জিতবে, আমরা জোর করে কারো বিজয় ছিনিয়ে আনব না।

শরিকরা নিশ্চিত বিজয়ের গ্যারান্টি চায় কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমরা কাউকে বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারবো না। আমি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, আমারও জেতার গ্যারান্টি নেই। আমার সঙ্গে চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। এখন কেউ যদি জিতে যায়, তাহলে তো আমাকেও হার মানতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা যেটা আছে, সেটা আমরা মেনে নিয়েছি।

ওবায়দুল কাদের আরো বলেন, ''জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। এই অ্যালায়েন্সে আসনের ব্যাপারটা গৌণ, মুখ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপারটা। - দ্য ডেইলি স্টার

মন্ত্রীরা মানসম্মান খুইয়ে দেশে-বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছেন - বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা ৭ জানুয়ারি আরেকটি জালিয়াতির নির্বাচন করার জন্য বিরোধী দলকে নিষ্ঠুরভাবে দমনের পাশাপাশি মিথ্যাচার চালাচ্ছেন। নির্বাচন কণ্টকমুক্ত করতে তারা দেশে-বিদেশে নিজেদের মানসম্মান খুইয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা ৭ জানুয়ারি আরেকটি জালিয়াতির নির্বাচন করার জন্য বিরোধী দলকে নিষ্ঠুরভাবে দমনের পাশাপাশি মিথ্যাচার চালাচ্ছেন। নির্বাচন কণ্টকমুক্ত করতে তারা দেশে-বিদেশে নিজেদের মানসম্মান খুইয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের যুক্তরাষ্ট্র 'ম্যানেজ' হয়ে যাওয়ার বক্তব্য ডাহা মিথ্যা। তাদের বক্তব্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা এটিকে 'ডিপ ফেক নিউজ' বলে অভিহিত করেছে।

রিজভী বলেন, 'তারা কতখানি বেহায়া হলে পরে এহেন নির্ভেজাল মিথ্যা পারে তা নজিরবিহীন। যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ নয় বরং তারা গণহারে বিরোধীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুই মন্ত্রীর বক্তব্য কূটনৈতিক আচরণের ইতিহাসে এটি একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি। অর্থবিত্ত, টাকা পাচার, অঢেল সম্পত্তির মালিক, গার্ড অব অনার, নিরাপত্তা বেষ্টনীর মায়া ভুলতে পারছেন না বলেই মিথ্যা, বানোয়াট ও অনৈতিক বক্তব্য দিতে তারা অনুতাপ বোধ করেন না।

'ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রকামী মানুষের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে' মন্তব্য করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা যাবে না। দেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে সবাই জানে যে, হত্যা, নিপীড়ন নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর অবৈধ সরকারের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি। তিনি কিনা বিরোধী দলের উপর দোষ চাপাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'পিরোজপুর স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী নিহত হলেন নৌকার সমর্থকদের হামলায়। একটি 'চিটিং' নির্বাচন করতে নিজেরা নিজেদের হত্যা করছে' এর দায় কি আপনার নয়? এই কারসাজির নির্বাচনকে ঘিরে প্রায় প্রতিদিন হত্যার শিকার হচ্ছেন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কর্মীরা। মানিকগঞ্জের বিপ্লব হাসান বিপুল, কক্সবাজারে ৭ নভেম্বর বিএনপি নেতা জাগির হোসেন, নওগাঁর বিএনপি নেতা কামাল, বগুড়ার আব্দুল মতিনসহ নভেম্বর মাসেই ১৯/২০ জন বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। এদেরকে হত্যা করেছে আপনার তৈরি করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এর দায় কি আপনার নয় প্রধানমন্ত্রী?

তিনি বলেন, 'পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নির্বাচন কমিশন, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুধাবন করা কর্তব্য যে, তারা সাধারণ জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় বেতন-ভাতা ভোগ করেন। এই দেশে এই সমাজেই তাদের বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তান, স্বজন-পরিজন আপনজনের বসবাস। সাধারণ মানুষ সরকারের উৎপীড়ন-দুঃশাসন-জুলুম-নিপীড়ন-বাজার সিন্ডিকেটের করাল থাবায় অশান্তিতে জীবনযাপন করছেন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা এদের মনের মধ্যে আসে না। এরা শুধুই ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করছেন। শেখ হাসিনার সরকারই শেষ সরকার নয়। আজ হোক-কাল হোক বিদায় তাদের অনিবার্য পরিণতি। পৃথিবীর প্রতিটি স্বৈরাচারে পতন হয়েছে করুণভাবে। আজ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের শত্রুতে পরিণত করা হয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মীকে জেলে পুরে, ঘরছাড়া করে পোড়ামাটি নীতির বাস্তবায়ন প্রকল্পে এই সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিরা সহযোগিতা করছেন। গোটা দেশই এখন বিএনপিসহ বিরোধীদলগুলোর জন্য এক শ্বাসরুদ্ধকর কারাগারে পরিণত করা হয়েছে।

'শেখ হাসিনার নীতি হলো যাকে যখন যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ তাকে নীতিভ্রষ্ট-অন্যায় অপকর্ম সাধনে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। পেছনে ফিরে দেখুন এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। সুতরাং পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নির্বাচন কমিশনসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এখন শেখ হাসিনার পুতুল মাত্র।

দেশবাসীকে ভোট বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'দেশের ১৮ কোটি মানুষ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আওয়ামী ডামি, আওয়ামী স্বতন্ত্র, আওয়ামী নৌকা, মনোনীত নৌকা, অনুমতিক্রমে স্বতন্ত্র, বিদ্রোহী নৌকা, আওয়ামী জোট, আওয়ামী পার্টির এক অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার নির্বাচনের আয়োজন চলছে। একই ক্লাবের খেলা। খেলোয়াড়ও একই দলের। যেটা লাউ সেটাই কদু। নিজেরাই নিজেদের বিরোধী দল। ভোটারদের কাছে আহ্বান জবরদস্তি করলেও ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। ভোট বর্জন করুন। শেখ হাসিনার ভোটরঙ্গ রুখে দিন।

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

মুসলিম শিশুকে হত্যার হুমকি, জর্জিয়ায় মার্কিন স্কুল শিক্ষক গ্রেফতার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

অনুসারে, বেঞ্জামিন রিস নামে ৫১ বছর বয়সী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চিৎকার করতে শোনা গেছে। তিনি ৭ ডিসেম্বর তিন ছাত্রীকে বলেছেন, তোমাদের মাথা কেটে ফেলা হবে। তাকে আরো বলতে শোনা গেছে, 'আমার গাড়ির পেছনে (এক ছাত্রীকে) টেনে আনুন' এবং সে তার গলা কেটে ফেলবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্কুলের নজরদারি ভিডিওতে রিসকে জর্জিয়ার ওয়ার্নার রবিন্সের ওয়ার্নার রবিন্স মিডেল স্কুলের হলওয়েতে তিন শিক্ষার্থীর পিছু নিতে দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন শেরিফের ডেপুটিকে জানান, তিনি রিসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন ক্লাসরুমে একটি ইসরাইলি পতাকা ঝুলছে। গাজায় ইসরাইলের পদক্ষেপের কারণে তিনি এটিকে আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। পরে তিনি ক্লাশরুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেন রিস।

রিসকে গত সপ্তাহে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিএনএন জানিয়েছে, ২০ জনেরও বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ অনুসারে তৃতীয় ডিগ্রিতে সন্ত্রাসবাদী হুমকি এবং শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

বাংলাদেশি পাসপোর্টে মালিহার শত দেশ ভ্রমণ, মার্কিন গণমাধ্যমের বিস্ময়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সিএনবিসি। ১৩ ডিসেম্বর শিরোনামে বাংলাদেশি পাসপোর্টকে পৃথিবীর সবচেয়ে 'খারাপ' পাসপোর্টগুলোর একটি উল্লেখ করে সিএনবিসি জানায়, মালিহা ফাইরুজের স্মৃতিতে তাঁর প্রথম দেশ ভ্রমণ ছিল বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি ওই ভ্রমণ করেছিলেন।

লন্ডন ভ্রমণের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সিএনবিসিকে মালিহা বলেন, 'বেশির ভাগ বাচ্চাই বিমানে চড়লে কান্নাকাটি, রাগারাগি করে। কিন্তু আমি তা করিনিড়আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম। মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়ার কথা আমার মনে আছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলামড়আমি আসলে একটি পাখি।'

ভ্রমণের সময় শৈশবের সেই উত্তেজনা মালিহা এখনো অনুভব করেন। একে একে বর্তমানে ১০২টি দেশ ঘোরা হয়ে গেছে তাঁর। পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে দেখতে তাঁর মিশন এখন মাঝপথে আছে।

মজার বিষয় হলো গত অক্টোবরেই ভ্রমণবিষয়ক আন্তর্জাতিক 'নোম্যাডমেনিয়া অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন মালিহা। মূলত ভ্রমণে ব্যতিক্রম কোনো কিছু করে দেখানোর কৃতিত্বস্বরূপ প্রতিবছর এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এবার নানা কারণে ১১ জনকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হলেও মালিহাকে দেওয়া হয়েছে তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য।

বাংলাদেশি পাসপোর্টকে পৃথিবীর সপ্তম 'বাজে' পাসপোর্ট আখ্যা দিয়ে নোম্যাডমেনিয়া কর্তৃপক্ষ লিখেছে, 'এই পাসপোর্ট নিয়ে দেশে দেশে ঘুরতে গিয়ে এমনও হয়েছে যে মালিহাকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আটক করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, অভিবাসন কারাগারে রাখা হয়েছে, তল্লাশি করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, হয়রানি এমনকি লাঞ্ছিতও করা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই তার ভ্রমণের চেতনাকে ম্লান করেনি।'

সিএনবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা ছাড়াই পৃথিবীর ৪০টি দেশে ভ্রমণ করা যায়। অন্যদিকে পাসপোর্টের র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে থাকা সিঙ্গাপুরিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা ছাড়াই পৃথিবীর ১৯৩টি দেশে প্রবেশ করা যায়।

পাসপোর্টের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে ফাইরুজ মালিহাও জানান, বিষয়টি তাঁর ভ্রমণকে অনেক কঠিন করে তুলে। উদাহরণস্বরূপড়কিরগিজস্তানে ভ্রমণের জন্য ভিসার আবেদন করার আগেই মালিহার প্রয়োজন ছিল সেই দেশ থেকে কোনো অফিশিয়াল চিঠি কিংবা কোনো ট্রাভেল এজেন্সির আমন্ত্রণপত্র। সেই আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করতে মালিহাকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশি একটি ট্রাভেল এজেন্সির প্যাকেজ কিনতে হয়েছিল। এরপরও ভিসা পেতে তাঁকে পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সিএনবিসি জানায়, ১৬ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন মালিহা। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব আফ্রিকা, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেছেন। বর্তমানে তিনি জার্মানির বার্লিনে বসবাস করছেন এবং মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করছেন।

ভ্রমণে গায়ের রং একটি বড় ইস্যু। মালিহার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশিদের নিয়ে বিভিন্ন দেশের একটি বদ্ধমূল ধারণা যেড়তারা অবৈধ অভিবাসী।

মালিহা জানান, একজন নারী হয়ে একা একা ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর নানা বিষয়কে সহ্য করতে হয়। আর এর সঙ্গে যদি কারও জাতীয়তার ইস্যুও যোগ হয়, তবে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায়।

জাতীয়তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শ্রেণি, শিক্ষা কিংবা আর্থিকড়এই বিষয়গুলোতে আমি খুব ভালো করেই সক্ষম। তারপরও মানুষেরা আমাকে একটি সাধারণ সংখ্যা হিসেবেই গণ্য করে।'

সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মালিহা জানান, আফ্রিকার দেশ ক্যাপ ভার্দে ভ্রমণ করতে গেলে তাঁকে সেই দেশটির বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় ভিসা এবং কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু পাসপোর্টের জন্য তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় দেশটিতে। শুধু তা-ই নয়, যে দেশ থেকে তিনি বিমানে উঠেছিলেন সেই সেনেগালে ফেরত পাঠানোরও হুমকি দিয়েছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তাদের যুক্তি ছিল, মাত্র তিন-চার দিনের ভ্রমণ ভিসা নিয়ে কেউ ক্যাপ ভার্দে ভ্রমণ করে না। যদিও দেশটি আসলে একটি ছোট দ্বীপ মাত্র। তবে ১৭ ঘণ্টা আটক রাখার পর শেষ পর্যন্ত মালিহাকে ঢুকতে দিয়েছিল তারা। কারণ, জাতিসংঘে কর্মরত তাঁর মা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

মালিহার অভিযোগের বিষয়ে জানতে ক্যাপ ভার্দের ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল সিএনবিসি। কিন্তু সেখান থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

পাসপোর্টের জন্য বাজে অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পূর্ণ হয়ে গেলেও এগুলো মালিহার ভ্রমণকে থামিয়ে দিতে পারেনি। তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর ভ্রমণে নেতিবাচক বিষয়গুলোর চেয়ে ইতিবাচকের পাল্লাই ভারী।

তিনি বলেন, 'এই পৃথিবীটা সৌন্দর্য, দয়া ও উদারতায় ভরপুর এবং আমি অসংখ্য স্থানে এত এত মানুষের সঙ্গে সংযোগ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।' আরও বলেন, 'যখন জীবনে কিছুই আর ঘটছে না, তখন একটা কিছু ঘটাতেই আমি ভ্রমণ করি এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই আমার এই ভ্রমণ।'

যাঁরা বিশ্বভ্রমণ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশে মালিহার পরামর্শ হলোড়শুরু করে দিন। তাঁর মতে, জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এর শুরুটাই সবচেয়ে কঠিন।

মালিহা বলেন, 'কোথাও ছোট করে শুরু করুন। নিজের দেশেই একা একা ভ্রমণ করুন, আশপাশের দেশগুলোতে যান এবং তারপরই আরও বেশি কিছু করার সাহস আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হবে।'

সবশেষে তিনি বলেন, 'সব সময় এমন সব মানুষের মাঝে থাকুন যারা আপনাকে মূল্য দেয় এবং আপনার লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখে।'

নির্বাচনকর্মীদের মানহানি: ১৪৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র ও ট্রাম্প মিত্র জুলিয়ানির

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মানহানির মামলায় রুডি জুলিয়ানিকে দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানা করেন।

ওয়াশিংটন ডিসির ফেডারেল আদালতের রায়ে বলা হয়, নির্বাচনকর্মী ওয়ানড্রেয়া শোয়ে মস ও তাঁর মা রুবি ফ্রিম্যানের মানহানি ও অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য যথাক্রমে ৭৩ মিলিয়ন এবং জন্য ৭৮ মিলিয়ন ডলার ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও নিউইয়র্কের সাবেক মেয়রকে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা দিতে হবে। আদালতের বাইরে রুবি ফ্রিম্যান সাংবাদিকদের বলেন, 'আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। আমার এবং আমার মেয়ের সঙ্গে রুডি গিলিয়ানি যা করেছে, আদালত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছে এবং এর জন্য তাকে দায়ী করেছে। অন্যদেরও দায়ী করতে হবে।'

শুনানিতে ফেডারেল আদালতের বিচারক বলেন, 'জুলিয়ানি মানহানি, ইচ্ছাকৃতভাবে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া এবং নাগরিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী। এখানে একমাত্র প্রশ্ন হলোড়জুলিয়ানির বিরুদ্ধে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যায়।' আদালত এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় নেয়। জুলিয়ানি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপির মিথ্যা দাবি আরোপ করতে সহায়তা করেছেন। এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় জুলিয়ানি বলেন, তিনি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। আদালতের বাইরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণের অযৌক্তিকতা পুরো প্রক্রিয়াটির অযৌক্তিকতাকেই তুলে ধরছে।' ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা নির্বাচন কারচুপিতে জড়িত বলে 'মিথ্যা' দাবি করার পর থেকে গণপিটুনির হুমকিসহ বর্ণবাদী ও লিঙ্গবৈষম্যমূলক বার্তা পেয়ে আসছেন কৃষ্ণাঙ্গ শোয়ে মস ও রুবি ফ্রিম্যান। তিন দিন যাবৎ সাক্ষ্য গ্রহণের পর এ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

বাইডেনকে কি অভিশংসন করতে

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে বাইডেনকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং তাকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ অন্তত ৬৭ জন সিনেট সদস্যের ভোট লাগবে। তবে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কেননা বর্তমানে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ (৫১-৪৯) ডেমোক্র্যাটদের হাতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রতিনিধি পরিষদে এখন পর্যন্ত মোট তিনজন প্রেসিডেন্ট অভিশংসিত হয়েছেন। অ্যান্ড্রু জনসন (১৮৬৮ সাল) ও বিল ক্লিনটন (১৯৯৮ সাল) ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদের মধ্যে শুধু ট্রাম্প দুবার অভিশংসিত হয়েছেন (২০১৯ ও ২০২১ সাল)। তবে তাদের তিনজনের কেউ সিনেটে দোষী সাব্যস্ত হননি। ফলে কেউকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়নি। খবর রয়টার্সের।

বাংলাদেশকে কখনোই পরাজিত

৯ পৃষ্ঠার পর

জাফর ইকবাল এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলিম চৌধুরীর মেয়ে অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক আহকাম উল্লাহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অংশ পাঠ করেন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, এমপি এবং সহপ্রচার সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল আউয়াল শামীম।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষ সেবা পায়। এখনতো মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিটি মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি। আজকে বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। আর এই সম্মানটা দিতে পারে না আমাদের দেশের কিছু কুলাঙ্গার। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন ওই হানাদার বাহিনীর দোসর যারা ছিল এরাই তাদের প্রেতাত্মা হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে। আর মানুষ হত্যার পরিকল্পনা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আমার একটা আবেদন থাকবে প্রত্যেকটি এলাকায় যেখানে রেললাইন আছে যানবাহন চলাচল করছে সেখানে যখন কোন ঘটনা ঘটাবে সাথে সাথে জনগণ যদি মাঠে নামে এরা হালে পানি পাবে না। কাজেই আমি জনগণের কাছে আহ্বান জানাবো সকলকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ, এরা কেবল ধ্বংস করতে জানে এরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে জানে না। এরা কেবল মানুষ খুন করতে পারে মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে না। এরা মানুষের সর্বনাশ করতে পারে কিন্তু মানুষের জীবনটাকে উন্নত করতে পারে না। আর কোথাও এ ধরণের রেলের ফিসপ্লেট তুলে ফেলা বা রেললাইন তুলে ফেলা, আগুন দেওয়া-যখনই যে করতে যাবে সরাসরি তাদেরকে ধরতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। রেলে চড়ে মানুষ যাবে সেখানে রেললাইন তুলে ফেলে দিয়ে মানুষ হত্যা করবে, তারা আবার কথা বলে কোন মুখে?

"হত্যাকারীরা কখনো গণতন্ত্র দিতে পারে না। এটা দেশের মানুষকে বুঝতে হবে," বলেন তিনি। তিনি বলেন, আজকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আমরা আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীদেরকে হারিয়েছি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আর শহীদের রক্ত কোনদিন বৃথা যায় না। বৃথা যায়নি। আজকের বাংলাদেশ এই ১৫ বছরে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এবং সেই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধ কর্মসূচিতে জ্বালাও-পোড়াও ও প্রাণহানির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা মানুষ মারার রাজনীতি করে, মানুষ মারার পরিকল্পনা করে তারা দেশের মানুষকে কোন গণতন্ত্র দেবে। তিনি বলেন, বিএনপি মানুষ মারার রাজনীতি করে বলেই জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

বিএনপি ২০০১ সালে গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বলেছিলাম গ্যাস পাবে না। আল্লাহতায়ালাও যখন সম্পদ দেয়, মানুষ বুঝে দেয়। সেই গ্যাস দিতে পারেনি। কূপ খনন করে দেখে গ্যাস নাই।শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন করে, কর্নেল রশিদ ও হুদাকে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় বসালো। পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতার আসন দিলো। ফারুককেও চেষ্টা করেছিল নওগাঁ থেকে জিতিয়ে আনতে, পারেনি। খালেদা ঘোষণা দিলেন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বেশি দিন বসতে পারেননি, ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন, ৩০ মার্চ জনগণের তোপের মুখে খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। নাকে খত দিয়ে পদত্যাগ করে বিদায় নিয়েছিল। খালেদা জিয়াকে ভোট চুরির অপরাধে বিদায় নিতে হয়েছিল। এক বার নয়, দুই বার বিদায় নিতে হয়েছিল। লন্ডনে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, খালেদা জিয়াকে এখন অনুসরণ করে যাচ্ছে তার ছেলে, যেমন জিয়াউর রহমান তেমন খালেদা জিয়া আর ছেলেও একটা অমানুষ। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা, মানি লন্ডারিং মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী তারেক রহমান সম্পর্কে তিনি বলেন, আর রাজনীতি আর করবে না বলে ২০০৭ সালে কেয়ারটেকার সরকারের সময় মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, এখন বিদেশে বসে হুকুম দিয়ে হত্যাকা- চালাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, সে (তারেক) এখন দূরে বসে হুকুম দেয় আর মানুষ পোড়ায়, গাড়ি পোড়ায়। আর এক্সিডেন্ট করে মানুষ মারার পরিকল্পনা করে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা এখন মানুষ মারার পরিকল্পনা করে।

বামপন্থীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের কিছু অতি বামপন্থী আছেন, তারা এখন ওদের সাথে নেমে পড়েছে। কি রকম আদর্শের বিকৃতি। তারা জামায়াত-শিবির খুনিদের সাথে হাত মিলিয়েছে। তিনি বলেন, যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানির মনে করেছিল বোঝা, এটা চলে গেলেই ভালো। আজকে তারাই বলে, আমাদের বাংলাদেশ বানিয়ে দাও। আমরা বাংলাদেশের মতো উন্নত হতে চাই। আর যারা বলেছিল 'বটমলেস বাসকেট' তারা দেখেছে যে, বাঙালিকে দাবায়ে রাখা যায় না, যেটা জাতির পিতা বলেছিলেন। আজকে তাদের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটা নির্বাচনের আগেই চক্রান্ত হয়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এ দেশের মানুষের শক্তিই বড় শক্তি। আর সেই শক্তি আমাদের সঙ্গে আছে বলেই পর পর আমরা তিনবার ক্ষমতায় আসতে পেরেছি। মাত্রতো ১৫ বছর একটানা সময় পেলাম। ২০০৯ সাল থেকে আজকে ২০২৩, আজকের বাংলাদেশ, বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানিদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার যে যুদ্ধ, এটা গেরিলাযুদ্ধ, জনযুদ্ধ ছিল। নারীরাও বিভিন্নভাবে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। এদেশীয় দোসরদের সহায়তায় পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী আমাদের নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে আটকে রাখতো, অমানুষিক-পাশবিক নির্যাতন করতো। আবার অনেককে দিয়ে রান্না বান্নাসহ নানা কাজ করাতো। এমনও ঘটনা আছে এসব নারীরা যখনই যা খবর পেত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তা মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিত। তিনি বাংলার মুক্তিসংগ্রামের এমনই এক বীর নারীর ঘটনা তুলে ধরেন, যিনি পিরোজপুরে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পে রান্নার কাজ করতেন। আর যখনই যা তথ্য পেতেন তা লিখে চুলের খোপার মধ্যে রেখে দিতেন। তিনি নদী সাঁতরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে সে তথ্য পৌঁছে দিতেন। মওলানা সাঈদী (প্রয়াত জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঙ্গদী) তখন লঞ্চ ঘাটে তসবিহ বিক্রী করতো এবং সে ঐ মেয়েটাকে ধরিয়ে দেয়। এরপর তার ওপর ভয়াবহ নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি দুটি গাড়ির সঙ্গে তাঁকে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে দেহ ছিন্নভিন্ন করে তাঁকে র্মিম-নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী, '৭৫ এর বিয়োগান্তক অধ্যায়ের পর গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেনেটে বন্দি রাখা, জিয়াউর রহমানের গণতন্ত্রের নামে দেশে কারফিউ গণতন্ত্র দেওয়া, নির্বাচনের নামে প্রহসন, ইনডেমনিটি দিয়ে বিচারের পথ রুদ্ধ করে জাতির পিতার খুনীদের বিভিন্ন দুতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা এবং তাদের মন্ত্রি বানিয়ে শহীদের রক্ত রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারবন্ধ করে এবং সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে তাদের ভোট ও রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্রবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা, গুম খুনের রাজনীতিই ছিল জিয়ার রাজনীতি, বলেন তিনি।

পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুণপ্রতিষ্ঠা ও মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ায় তাঁর প্রচেষ্টার উল্লেখও করেন জাতির পিতার কন্যা।সুত্র দৈনিক বাংলা

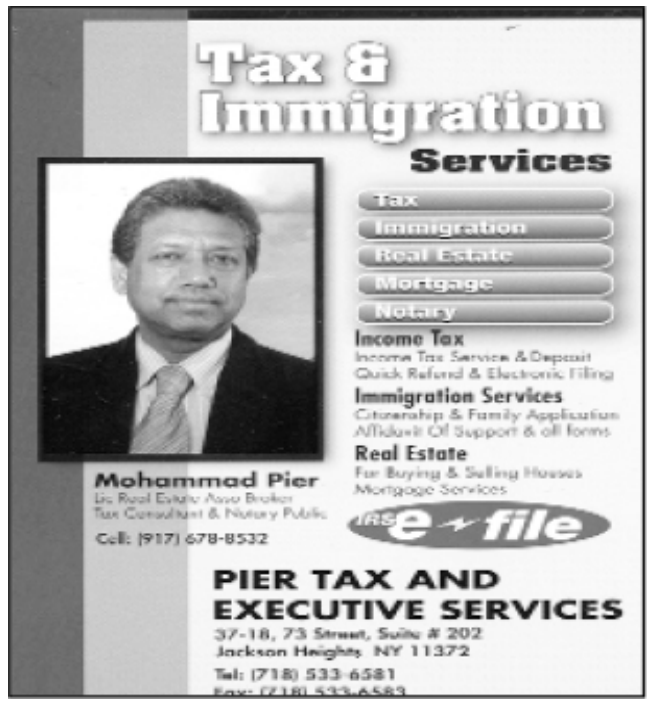

আইএমএফের ঋণ নিয়ে ঘুরে

১১ পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়নের জন্য কেন অপেক্ষা করা হচ্ছে?

একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হলো সুদের হার বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিন বছর পর চলতি বছরের জুলাইয়ে সুদের সীমা থেকে সরে গেছে। সরকারের ঋণও কমেছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারি ঋণের পতনের ধারা অব্যাহত থাকবে কি না তা নিয়ে আলাদা আলোচনা, তবে মূল্যস্ফীতি মোকাবিলার জন্য এটি ভালো সংকেত।

তবে রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে বিনিময় হার নমনীয় করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেখানে খুব বেশি কিছু করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের রিজার্ভ ছিল ৩৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ শতাংশ এবং আইএমএফ আশা করছে চলতি অর্থবছরে তা ৭ দশমকি ৯ শতাংশে নেমে আসবে। তবে, তা নির্ভর করবে সংস্কারের ফলাফলের ওপর।

জাহিদ হোসেন বলেন, শ্রীলঙ্কা মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় মুদ্রানীতির মাধ্যমে শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, যদিও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দেরি করে ফেলেছে এবং এখনো যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি।

তিনি অভিযোগ করেন, এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাফেদা (বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন) ও এবিবিকে (অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ) রেট নির্ধারণের অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশ বিপরীত দিকে এগোচ্ছে।

এই সিস্টেম একেবারেই কাজ করছে না, বলেন তিনি। তার মতে, এতে বাজারে একটি বিশৃঙ্খল বিনিময় হার বিরাজ করছে। নেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড। সবাই অফিসিয়াল রেটে রিপোর্ট করছে, কিন্তু আসল হার অনেক বেশি এবং কোনো শৃঙ্খলা নেই।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সংস্কার উদ্যোগের কারণে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, শ্রীলঙ্কার গভর্নর রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলেন না এবং তিনি পেশাদার ও কার্যকরভাবে নীতিগত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ফলে, অর্থনীতি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যদিও দেশটি এখনো পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। অন্যদিকে যেহেতু বাংলাদেশ সরকার সংস্কার আনতে দেরি করছে, তাই ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বলেন তিনি।

এছাড়া ব্যাংকিং ও রাজস্ব খাতে এবং হুন্ডি ও অর্থপাচার বন্ধে কোনো সংস্কার দৃশ্যমান নয়, যা বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যও দায়ী। তিনি আরও বলেন, বলা হচ্ছে নির্বাচনের পর সংস্কার কাজে গতি আনা হবে, কিন্তু আর দেরি করার সুযোগ নেই। সূত্র ঢাকার দৈনিক ডেইলি ষ্টার

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে

৯ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার এবং ভোটাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘে কী ধরনের উদ্যেগ গ্রহণ করছে?' জবাবে মুখপাত্র ডোজারিক বলেন, এ বিষয়টি নিয়ে আমরা অব্যাহতভাবে সব পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছি এবং জাতিসংঘ তরফ থেকে বারবার একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলে আসছি। আমরা এমন অবস্থা দেখতে চাই, যেখানে সব বাংলাদেশিরা কোনো ধরনের ভীতি প্রদর্শন এবং প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যেন ভোট কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

আগে মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) রবার্ট এ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস (আরএফকেএইচআর), ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট (সিপিজেপি), দ্য ইউনাইটেড এগেইনস্ট টর্চার কনসোর্টিয়াম (ইউএটিসি), এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপেয়ান্সেস (এএফএডি), এন্টি-ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক (এডিপিএএন) এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিজঅ্যাপেয়ারেন্সেসের (আইসিএইডি) ওয়েবসাইটে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং নাগরিক সমাজের স্থান সংকুচিত হয়ে আসায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তারা।

বিবৃতিতে তারা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ৪টি সুপারিশ তুলে ধরেছে। তাতে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সুপারিশগুলো হলো-

১. প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা, নিজের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সততাকে যাতে সম্মান করা হয়, সুরক্ষিত রাখা হয়- তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে সব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। খেয়ালখুশিমতো আটক অধিকারকর্মী এবং বিরোধীদলীয় সদস্যদের মুক্তি দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া।

৩. ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের পূর্ণাঙ্গ এবং পক্ষপাতহীন তদন্ত করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে মৃত্যু এবং নির্যাতনের অভিযোগগুলোও।

৪. আন্তর্জাতিকমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডাটা সুরক্ষা আইনের খসড়াকে পুনর্মূল্যায়ন এবং রিভাইস করতে হবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

আইএমএফের ঋণেও বাংলাদেশের

১১ পৃষ্ঠার পর

মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন,''দ্বিতীয় কিস্তি বাংলাদেশ সহজেই পেয়ে যাচ্ছে। কারণ যখন বোর্ড সভায় ওঠে তার আগেই চড়াই উৎরাই পার হয়ে যায়। ফলে এই কিস্তি বাংলাদেশের পেতে কোনো সমস্যা হবে না। প্রত্যেক কিস্তি ছাড়ের আগেই আইএমএফ মূল্যায়ন করে। দ্বিতীয় কিস্তিতে আইএমএফ বাংলাদেশকে রিজার্ভ এবং রাজস্ব আয়ের টার্গেটে ছাড় দিয়েছে। আর ব্যাংকিং খাতে সুদের হার, ডলারের ফ্লোটিং রেট-এসব বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় কিস্তির সময় ওই শর্তগুলো আবার আসবে।

বাংলাদেশ এখন রিজার্ভ এবং ডলার সংকটে ভুগছে। ধারাবাহিকভাবে রিজার্ভ কমছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের প্রকৃত বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এখন ১৬ বিলিয়ন ডলারের কম। ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিলো ৪৮ বিলিয়ন ডলার। তাই আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ রিজার্ভ সংকট সামাল দিতে কতটা ভূমিকা রাখবে? এর জবাবে ড. সেলিম রায়হান বলেন, ''প্রয়োজনের তুলনায় এই ঋণের পরিমাণ তত বেশি না। তারপরও ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ যদি আমরা ঋণের এই কিস্তিটা পাই তাহলে রিজার্ভ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক সংকটের সময় আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ পাওয়া ইতিবাচক হিসেবে কাজ করবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীসহ সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে আস্থা ফেরাতে সহায়ক হবে।

তিনি বলছেন, ''বিশ্বব্যাংক ও এডিবি থেকেও কিছু ঋণ পাওয়া যাবে। আইএমএফের ঋণ ছাড় তাতে সহায়তা করে। আইএমএফের মূল্যায়ন সবাই ফলো করে। আইএমএফ যখন প্রথম ঋণ দিল তারপর কিন্তু বিশ্বব্যাংকও ঋণ দেয়। তবে বাংলাদেশ রিজার্ভসহ পুরো অর্থনীতি নিয়ে যে গভীর সংকটে আছে তা আইএমএফের এই অল্প পরিমাণ ঋণ দিয়ে কাটানো সম্ভব নয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের বিষয়গুলো এখনো সুস্পষ্ট করা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে নির্বাচনের পরে করা হবে। আমার মনে হয় নির্বাচনের আগে রোডম্যাপ চূড়ান্ত করা দরকার।

আইএমএফ যে শর্ত বাংলাদেশকে দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান তিনটি শর্ত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে হবে, বেঁধে দেয়া লক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করতে হবে এবং ঋণ খেলাপি ও ঋণের অব্যবস্থাপনা কমাতে হবে।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ''আইএমএফের বোর্ড বৈঠকের পর জানা যাবে ঋণের তৃতীয় কিস্তি পেতে বাংলাদেশকে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে। তারা তাদের এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট তাদের ওয়েবসাইটেই প্রকাশ করবে। এইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির যে অর্থ তা দিয়ে রিজার্ভ সংকটের তেমন কিছু করা যাবে না। এর সঙ্গে বিশ্বব্যাংক থেকে বাজেট সহায়তা হয়তো ৫০০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে। এডিবি থেকেও কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তো মাসে এখন ১০০ কোটি ডলারের বেশি বিক্রি করছে। আইএমফের দ্বিতীয় কিস্তি ওই ডলারের চার ভাগের তিন ভাগ মাত্র। ফলে রিজার্ভে এটা সামান্যই ভূমিকা রাখবে। রিজার্ভের যে পতনের ধারা তা রোধ করতে হলে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে হবে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ৭ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে চলতি মাসে রিজার্ভ কমবে না। এই মাসে এক বিলিয়ন ডলারের ঋণ ও বাজেট সহায়তা আসবে।- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, বাংলাদেশ

ইমরানকে ঠেকাতে অনেক আয়োজন

১২ পৃষ্ঠার পর

তৈরি করা যায়। ফলে ৯০ দিনের ভেতরও নির্ধারিত সেই নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনী 'আসন সমন্বয়ের' নামে সেটি আরও পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে আনা হয়। এখনো বহু মহল চাইছে, নির্বাচন আরও পেছানো বা একেবারেই স্থগিত করে দেওয়া হোক। এ রকম চাওয়ার কারণ কারাবন্দি ইমরান খানের জনপ্রিয়তা। গ্রেপ্তারের পর থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনতার সহানুভূতি বেড়ে যাচ্ছে।

ইমরানবিরোধীদের হিসাব হলো, এ মুহূর্তে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তাঁদের পক্ষে ভোট ইমরানের দলের চেয়ে অনেক কম পড়বে। এ রকম শঙ্কার শিকার সেনানেতৃত্বও। ফলে নির্বাচন নিয়ে 'ডিপ স্টেট' বেশ টানাপোড়েনে আছে। নির্বাচন পেছানোর বড় ধরনের কোনো অজুহাতও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নিজেদের মনোভাব আড়াল করে উচ্চ আদালতকে ব্যবহার করে পেছানোর কাজটি করার এখনো সুযোগ আছে প্রশাসনের হাতে। বিশেষ করে টিটিপির (তেহেরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান) সশস্ত্র তৎপরতাকে অজুহাত হিসেবে সামনে এনে দেশের এমন কিছু এলাকায় নির্বাচন স্থগিত করা হতে পারে, যেসব জায়গায় পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ)-এর একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ রকম তালিকায় আছে খাইবার পাখতুনখাওয়া। একই রকম অজুহাতে বালুচিস্তানেও নির্বাচন বন্ধ রাখা সম্ভব।

নির্বাচন বন্ধের শঙ্কা বাড়ার আরেক কারণ– অর্থ মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনকে সম্পদস্বল্পতার কথা বলে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী খরচ দিতে বিলম্ব করছে। এ ঘটনা আদালতে তুলে ধরেও নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনে ছাড় চাইতে পারে। তবে আবারও নির্বাচন পেছানো হলে বা পুরোই স্থগিত হলে জনঅসন্তোষ তৈরির শঙ্কাও আছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী মিত্ররাও চায় না পাকিস্তানে নির্বাচন বাধাপ্রাপ্ত হোক। এর মধ্যে ইসরায়েলকে স্বীকৃতির জন্য তীব্র পশ্চিমা চাপের কথাও সমাজজীবনে গুঞ্জন হিসেবে আছে। এ সপ্তাহেই সেনাপ্রধান জেনারেল মুনীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন। তাঁর সফর সব ধরনের গুজবকে বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে। নির্বাচন হবে কি হবে না,–এই সফরের পর তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে অনেকের অনুমান।

পিটিআই বনাম বাকি সবাই : পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় ১৭৫। তবে ইমরানের দল পিটিআই ছাড়া এ মুহূর্তে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটো: শরীফ বংশের মুসলিম লিগ এবং ভুট্টো বংশের পিপলস পার্টি (পিপিপি)। শেষের দুই দল নির্বাচন চাইছে। তবে তারা নীরবে এও চাইছে, নির্বাচনকালে পিটিআইকে যেন কোণঠাসা রাখা হয় অথবা 'ডিপস্টেট' যেন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে।

সেনাবাহিনীর জন্য মুশকিল হলো, রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে করতে তাদের ইমেজে অতিরিক্ত দাগ পড়ে গেছে। কিন্তু এবারও 'জরুরি অবস্থা'য় আছে তারা। অতীতের নোংরা কাজটি এবারও জোরেশোরে করতে হতে পারে। আগে তাদের লক্ষ্য থাকত কাউকে জিতিয়ে আনা। এবার করতে হবে উল্টো কাজ। এরই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইমরান খানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮০। এর মধ্যে 'তোষাখানা মামলা' নামে পরিচিত এক অভিযোগে সাজা হলেও সেটা উচ্চ আদালতে স্থগিত হয়ে গেছে। 'সাইফার ফাঁস' শিরোনামে আরেক মোকদ্দমায় দ্রুত অভিযোগ গঠন করা হচ্ছে। শেষের মামলায় ইমরানের বিচার চলছে কারাগারের ভেতর। এই মামলায় ইমরানের সাজা নিশ্চিত করতে দেশটির 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' নতুন করে সংশোধন করা হয়েছে। ইমরানের এ রকম বিচারপ্রক্রিয়া দেশটিতে আইয়ুব খান আমলের 'রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা'র স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। যে মামলায় ফয়েজ আহমেদ ফয়েজসহ আসামিদের পক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন বাংলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এসব মামলা-মোকদ্দমার পরের অধ্যায় হিসেবে নির্বাচনে পিটিআইকে তাদের এতদিনের প্রতীক 'ক্রিকেট ব্যাট'ও না দেওয়া হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে পিটিআই বলছে তারা 'ব্যাট' না পেলেও 'খেলা'য় নামবে। এমনকি তাদের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হয়েও লড়তে প্রস্তুত আছেন। বোঝা যাচ্ছে, ইমরান অনুসারীরা কাউকে ওয়াকওভার দিতে অনিচ্ছুক। তাঁদের এ রকম দৃঢ়তায় বিরোধী পক্ষ অস্বস্তিতে আছে। এই 'বিরোধী'দের সহায়তা করতে গিয়ে প্রশাসন নানানভাবে পিটিআইকে হেনস্তা করার উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের বাধ্যবাধকতার মুখে ইমরানের অনুপস্থিতিতে দলটি নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে ব্যারিস্টার গওহর আলী খানকে নির্বাচিত করলেও কমিশন সেটি মানতে চাইছে না। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনো দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে এত নজরদারি করতে অতীতে দেখা যায়নি। দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন কমিশনগুলোর 'স্বাধীনতা'র ভালো একটা নমুনা মিলছে এখনকার পাকিস্তানে। তবে ব্যাপক সুবিধাজনক অবস্থাতেও পিটিআইয়ের রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী নয়। নিজেরা আগের মতো একজোট অবস্থায়ও নেই। ইমরানকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে নেওয়া পর্যন্ত মুসলিম লিগ ও পিপিপির মহব্বত থাকলেও এখন আস্তে আস্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। এর কারণ পরবর্তী ক্ষমতায় কে যাবে সে বিষয়ে একমত হতে না পারা। উভয়ে জাতীয়ভাবে পরবর্তী সরকার গড়তে আগ্রহী। পাঞ্জাবকেন্দ্রিক দল হিসেবে মুসলিম লিগ যদিও জেনারেলদের সহানুভূতি বেশি আশা করছে, কিন্তু পিপিপিও হাল ছাড়তে চাইছে না। ফলে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, 'ভুট্টো' ও 'শরীফ'দের মধ্যে নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলামত স্পষ্ট হচ্ছে। উভয়ে তারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে ঐতিহ্য আছে, মধ্যপ্রাচ্যের এমন দু-তিনটি দেশের সহানুভূতি আদায়েও সচেষ্ট। কিন্তু দেশের ভেতরে মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজে ইমরান এখনো জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারায় বিদেশিরাও কোনো দিকে ঝুঁকে পড়ার বেলায় সতর্ক।

সেনাবাহিনীর ইচ্ছার সামনে বাধা ইমরান : ইমরান খানকে ক্ষমতায় আনা এবং ক্ষমতাচ্যুত করার প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুনাম যথেষ্ট ঘা খেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল বেশি আত্মঘাতী। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এ ক্ষেত্রে 'মিশন' সম্পন্ন করতে পারেনি তারা। ইমরানকে কারাগারে রাখা গেলেও এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগীদের পিটিআই ছাড়তে বাধ্য করা হলেও দলটির জনপ্রিয়তায় ধস নামানো যায়নি। ফলে সেনাবাহিনী আসন্ন নির্বাচন নিয়ে মুশকিলে আছে। ইমরানের ফিরে আসা না ঠেকিয়ে জেনারেলদের সামনে বিকল্প নেই। জনমানসে ধারণা হলো, বর্তমান সেনাপ্রধান শরীফ বংশের কাউকে ক্ষমতায় দেখতে চাইছেন। তারই অংশ হিসেবে নওয়াজ শরিফকে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে আসতে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর সবুজ সংকেত ছাড়া তাঁর এই ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয়তায় বড় শরিফের অবস্থান ইমরানের অনেক নিচে। ভুট্টোদের অভিভাবক জারদারির অবস্থান আরও নিচে। করুণ ব্যাপার সেনাবাহিনীকে এই দুজন থেকেই কাউকে মেনে নিতে হবে। অথচ সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জারদারির বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকাকালে দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ ছিল। এই দুজনকে 'শিক্ষা' দিতেই তখন 'ডিপ স্টেট' ইমরান খানকে নানানভাবে 'উৎসাহ' জুগিয়েছে। কিন্তু এখন ইমরানকে যেকোনো উপায়ে নির্বাচনে কোণঠাসা রাখা তাদের জন্য মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে গেছে। সে কারণেই যে ইমরানের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির বিরুদ্ধেও নানান 'অভিযোগ' উঠছে, তা বোঝা কঠিন নয়। শিগগির বুশরা গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে মনে হচ্ছে। পিটিআইয়ের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে শাহ মাহমুদ কোরেশি ছাড়া প্রায় সবাইকে দল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

এ রকম সবকিছু মিলে যে বার্তা তৈরি হয়েছে, তার তাৎপর্য বুঝতে পেরে সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের মুসলিম লিগে যোগ দেওয়ার হিড়িক দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি। তবে নওয়াজ ও মুসলিম লিগের জন্য একটা অশুভ লক্ষণ হলো তাদের দুর্গ পাঞ্জাবে তেহেরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি) দলটির জনপ্রিয়তা বেশ বেড়ে আছে। শরিফদের এখন এই দলের সঙ্গে গোপনে আপস করতে হবে। কুলীন সমাজের এ রকম আপসগুলো জমে জমেই পাকিস্তানে বহুল কথিত 'উগ্রপন্থা'র প্রকৃত সংকটটি তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী ঢামাডোলের মধ্যে এবার এই সংকট নিয়েও প্রশাসন বেশ নাজেহাল অবস্থায় আছে।

মতামত জরিপ যা বলছে : গত কয়েক মাসে যেসব মতামত জরিপ হয়েছে, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে পিটিআই এগিয়ে। তবে এসব জরিপে এমন কিছু বার্তা আছে, যা পৃথকভাবে মনোযোগ পেতে পারে। 'গ্যালপ পাকিস্তান'এর গত জুনের জরিপে ৭৭ ভাগ নাগরিক বলেছেন, দেশ যেভাবে চলছে, তাতে অসন্তুষ্ট তাঁরা।

এই জরিপে দল হিসেবে পিটিআই ৫৯ শতাংশ মতামত প্রদানকারীর পছন্দ ছিল। ইমরান খানের রেটিং ছিল ৬০ ভাগ। এ রকম মতামতের মধ্যেই পাকিস্তানের সমাজের আরেকটা চিত্র হলো মাঠপর্যায়ে টিটিপি ও টিএলপির মতো দলগুলোর সাংগঠনিক প্রভাব বাড়ছে। গত কয়েক বছর ফ্রান্স, সুইডেন ইত্যাদি দেশে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের ক্ষুব্ধ করার মতো প্রতিটি ঘটনায় বড় বড় প্রতিবাদী আয়োজনের ভেতর দিয়ে বেরলভি তরিকার লাব্বাইক পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে নিজেদের বেশ শক্তিশালী করে নিয়েছে। কোনো বিষয়ে এসব সংগঠন রাস্তায় নামলে বেসামরিক প্রশাসন এখন আর রুখতে পারে না। সশস্ত্র টিটিপিকে থামানো সেনাবাহিনীর পক্ষেও অসাধ্য হয়ে গেছে। এ দলগুলোর অনেক কর্মী-সমর্থক বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও আস্থাশীল নয়। টিএলপির সাদ রিজভি ইমরানের পরই দেশের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা। এই চিত্রের পাশাপাশি পাকিস্তানের আরেকটি ছবি আছে যা মতামত জরিপেও বিস্তারিত আসে না। সিন্ধু, গিলগিটবালতিস্থান, বালুচিস্তান, আজাদ কাশ্মীরসহ দেশটির প্রান্তিক অনেক অঞ্চল চলতি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে হতাশ। কারণ, লাহোর ও ইসলামাবাদের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার ব্যবধান ব্যাপক। পশতু, বালুচ ও সিন্ধিদের নিচুতলায় জাতিগত বঞ্চনাবোধ তীব্র। এভাবে পাকিস্তান এমুহূর্তে দ্বিমুখী চাপে পড়েছে। একদিকে প্রান্তিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক হতাশা। অন্যদিকে রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থার উত্থান। ঠিক এ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলেও কি এসব সমস্যা মিটবে? সেনা প্রভাবিত বেসামরিক সরকার কি কোনো সংস্কার করতে সক্ষম? রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে সামনে রেখে ইমরানকে মোকাবিলা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সহানুভূতি নিয়ে যতটা ভাবছে, সমাজের ভেতরে উদীয়মান ওই দুই সমস্যা নিয়ে ততটা ভাবছে না। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রেখে সশস্ত্র বাহিনী পরিস্থিতিকে প্রতিনিয়ত এত বেশি প্রভাবিত করছে যে দেশের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে রাজনীতিবিদেরা বিচ্ছিন্নতায় ভুগছেন এবং অনেকখানি হাল ছেড়ে বসে আছেন। আলতাফ পারভেজ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490

OPEN 7 DAYS A WEEK

ডলারের সংকটেও বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

এজি ৩০৮, মার্সিডিজ বেঞ্জ গ্রুপ লিমিটেড ৪১২টি এবং বিদ্যুচ্চালিত টেসলা গাড়ি ৪টি। বিলাসবহুল গাড়ি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সূত্র বলছে, চলতি বছরের জুলাইয়ের পরও বেশ কিছু বিলাসবহুল গাড়ি বিক্রি হয়েছে। ডলারের কারণে দাম বাড়লেও বিক্রি কমেনি। দুই দশক আগে বছরে ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের ৫০-৬০টি গাড়ি আমদানি হলেও এখন হচ্ছে গড়ে ৫০০টি। আগে আমদানি করা মোট গাড়ির মধ্যে স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেলের (এসইউভি) সংখ্যা ১০ শতাংশ থাকলেও এখন ৪০ শতাংশ। দেশে ঋণপত্র খোলাসহ (এলসি) অর্থনৈতিক মন্দায় কমেছে গাড়ি আমদানি। তবে বিলাসবহুল গাড়ি মার্সিডিজ-বেঞ্জ, অডি, বিএমডব্লিউ গাড়ির চাহিদা রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

তবে দেশের গাড়ির বাজারে রাজত্ব করা জাপানের রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি ও বিক্রি কমেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিকেল ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা)।

বারভিডার সূত্র বলছে, চলতি অর্থবছরের শুরুতে গত জুলাইয়ে ২ হাজার ১৯৩টি জাপানি গাড়ি আমদানি হলেও আগস্টে ২ হাজার ১১টি, সেপ্টেম্বরে ১ হাজার ৭৯২টি এবং অক্টোবরে ১ হাজার ৫৬৭টি গাড়ি আমদানি হয়। তবে নভেম্বরে বেড়েছে ২ হাজার ৫৭৪টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ ছয় মাসে জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ির আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছিল। মোংলা বন্দর সূত্র বলেছে, এ বন্দর দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৪৭৩টি গাড়ি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ হাজার ৪৮৪টি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩ হাজার ৫৭৩টি এবং চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৪ হাজার ৮১৮টি গাড়ি আমদানি হয়েছে। এসব গাড়ির মধ্যে রিকন্ডিশন ও বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর সূত্র বলছে, ২০২০ সাল থেকে চলতি বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ১ হাজার ৯৫৫টি বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি হয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ৫০০টি।

রাজধানীর তেজগাঁও লিংক রোডে মার্সিডিজ বেঞ্জ, অডি ও বিএমডব্লিউর একটি করে প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র (শোরুম) রয়েছে। এই তিনটি শোরুম থেকেই এসব ব্র্যান্ডের গাড়ি বিক্রি হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবেও কেউ কেউ এসব গাড়ি আমদানি করেন। দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় জার্মানিতে তৈরি মার্সিডিজ ও মার্সিডিজ বেঞ্জ। গত সাড়ে চার বছরে এই ব্র্যান্ডের ৭৩৮টি গাড়ি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দেশে আমদানি হওয়া মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের গাড়ির মধ্যে হাইব্রিড এসইউভি সবচেয়ে দামি। প্রতিটির আমদানি মূল্য দেড় লাখ মার্কিন ডলার; শুল্ক-করসহ দাম পড়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। তেজগাঁও লিংক রোডের মার্সিডিজ বেঞ্জের শোরুমের উপব্যবস্থাপক (বিপণন) ফয়সাল আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বছরে তাঁরা ১২০টির বেশি গাড়ি বিক্রি করেন। ২০২২ সালে ১৩০টি গাড়ি বিক্রি করতে পারলেও চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ৮০টি। গত বছর ডিসেম্বর থেকে চলতি বছর মে পর্যন্ত এলসি বন্ধ থাকায় গাড়ি আমদানিতে সমস্যা হওয়ায় বিক্রি কমেছে। তবে চলতি বছর তাঁদের লক্ষ্য ১০০টি গাড়ি বিক্রি করা।

বিলাসবহুল গাড়ির আমদানির সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে বিএমডব্লিউ। এটির পরিবেশক এক্সিকিউটিভ মোটরস। বিএমডব্লিউর শোরুমের তথ্যমতে, ২০২২ সালে ১৩০টি বিএমডব্লিউ আমদানি হয়, বিক্রি হয় ৫৬টি। বিএমডব্লিউ এক্স সেভেন গাড়ির সর্বনিম্ন দাম ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

এক্সিকিউটিভ মোটরসের বিপণনপ্রধান আব্দুর রহমান বলেন, এ বছর এখন পর্যন্ত ৬৪টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। অর্ডার আছে পাঁচটির। ডলারের কারণে গাড়ির দাম অনেক বেড়েছে। তারপরও মাসে তাঁরা সাত-আটটি গাড়ি বিক্রি করছেন। এ বছর তাঁদের লক্ষ্য ৮০টি গাড়ি বিক্রি করা।

বিলাসবহুল গাড়ি মার্সিডিজ-বেঞ্জ, অডি, বিএমডব্লিউ গাড়ির চাহিদা রয়েছে বাজারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমদানিকারক সূত্র বলেছে, ২০২২ সালে জার্মানির তৈরি ৬৯টি অডি গাড়ি আমদানি হয়; তবে স্টকে থাকা গাড়িসহ বিক্রি হয় ৮০টি। অডি কিউ-৭ ও কিউ-৮ড়এই দুই ধরনের গাড়ির প্রতিটি বিক্রি হচ্ছে ২ কোটি ৯ লাখ থেকে সোয়া ২ কোটি টাকায়। দেশে অডির শোরুমের যাত্রা শুরু ২০১৭ সালে। শুরুর বছরে সর্বোচ্চ ১০৪টি গাড়ি বিক্রি হলেও পরে প্রতিবছর গড়ে ৮০টি গাড়ি বিক্রি হয়।

অডির স্থানীয় পরিবেশক প্রোগ্রেস মোটরসের কান্ট্রি লিড (সেলস) সাফায়েত বিন তায়েব বলেন, চলতি বছর আমদানি কম হলেও মজুত থাকায় বিক্রিতে প্রভাব পড়েনি। বছরের শেষ বলে এখন বিক্রি সামান্য কম। ২০২২ সালে ৮০টি এবং চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৫০টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে।

বিলাসবহুল গাড়ির বাজার ভালো হলেও মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের গাড়ির চাহিদা মেটানো জাপানের রিকন্ডিশন ও ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির আমদানি ও বিক্রি গত বছরের মাঝামাঝি থেকে কমেছে। অথচ আমদানি করা গাড়ির সিংহভাগই জাপানের।

বারভিডার সভাপতি মো. হাবিব উল্লাহ ডন আজকের পত্রিকাকে বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে গত বছরের মার্চ থেকে জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ি বিক্রি কমেছে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে গাড়ি আমদানিতে। তিনি বলেন, এসব সংকটের মধ্যেও অনেক শোরুমেই গাড়ি আছে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রেতা নেই। সংকট কাটলেই গাড়ি বিক্রি বাড়বে।- সূত্র সৌগত বসু, আজকের পত্রিকা

তেল উৎপাদনে রেকর্ড গড়ে বাজারে

৭ পৃষ্ঠার পর

কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। তবে এই একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র তেলের উৎপাদন দৈনিক ১৪ লাখ ব্যারেল বাড়াতে পারে। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদন করেছে। আইইএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সৌদি আরবের নেতৃত্বে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন কমানোর বিষয়টি ইরান বেশি উৎপাদন করা অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে।

ইরান বর্তমানে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তেল উৎপাদন করছে।' সংস্থাটি আরও বলেছে, 'ওপেক প্লাস ২০২৪ সালে তেল কম উৎপাদন করবে। তবে বিশ্বজুড়ে চাহিদা বাড়লেও দৈনিক তেলের অতিরিক্ত উৎপাদন হবে ১২ লাখ ব্যারেল।' এই পূর্বাভাসের পরও আইইএ-এর ভবিষ্যদ্বাণী, অপরিশোধিত তেলের চাহিদায় মন্দা আসতে যাচ্ছে।

সাদিক আবদুল্লাহর যুক্তরাষ্ট্রের

৯ পৃষ্ঠার পর

বরিশাল-৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহিদ ফারুক।

অপরদিকে ৯ ডিসেম্বর জাহিদ ফারুকের প্রার্থিতা বাতিলের জন্য আপিল করেন সাদিক আব্দুল্লাহ। তিনি জাহিদ ফারুকের বিরুদ্ধে হলফনামায় মামলার তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনেন। তার আবেদনের শুনানি হবে ১৫ ডিসেম্বর।

ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, ৩০০ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল দুই হাজার ৭১৬টি। এরমধ্যে বাছাইয়ের সময় ৭৩১টি মনোনয়ন বাতিল হয়। যা মোট দাখিল করা মনোনয়নপত্রের ২৬ দশমিক ৯২ শতাংশ বা ২৭ শতাংশ। আর বৈধ হয়েছে এক হাজার ৯৮৫টি মনোনয়নপত্র। যা দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের ৭৩ দশমিক ০৮ শতাংশ বা ৭৩ শতাংশ। আর বাতিলের খাতায় অধিকাংশই স্বতন্ত্র, ৪২৩ জন।

ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম জানিয়েছেন, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৫৬১টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানি করে আপিল আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করবে নির্বাচন কমিশন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশীদের

১১ পৃষ্ঠার পর

টাকার রেকর্ড অবমূল্যায়ন হয়েছে। এসব কারণে বাংলাদেশীদের বিদেশযাত্রার ব্যয় এত পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলাদেশ বিমানের সাবেক পরিচালক কাজী ওয়াহিদ উল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'গত অর্থবছরে বিদেশগামী যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ৩২-৩৫ শতাংশ। দেশী-বিদেশী এয়ারলাইনসগুলো এ সময়ে টিকিটের মূল্য ৫০-৫৫ শতাংশ বাড়িয়েছে। এ কারণে আগের চেয়ে বাংলাদেশীদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় বেড়েছে। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ারও প্রভাব রয়েছে।'

এ এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'দেশে ডলার সংকটের কারণে বিদেশী এয়ারলাইনসগুলো তাদের টিকিট বিক্রির টাকা প্রত্যাবাসন করতে পারছে না। এজন্য তারা একাধিকবার সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। টিকিট বিক্রির টাকা প্রত্যাবাসন করতে না পারায় বিদেশী এয়ারলাইনসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তারা বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যের টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। এদিক থেকেও বাংলাদেশী যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।'

বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, শুধু ২০২৩ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৫ বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩। যাত্রী চাপ বেড়ে যাওয়ায় গত বছর মালয়েশিয়াগামী বাংলাদেশীরা প্রায় দ্বিগুণ দামে এয়ারলাইনসের টিকিট কিনতে বাধ্য হয়েছেন। একই পরিস্থিতি হয়েছে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকাগামী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রেও।

বিদেশগামী এয়ারলাইনসের টিকিটের মূল্য বাড়লেও দেশের অভ্যন্তরীণ রুটের ভাড়া কমেছে বলে জানান এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এওএবি) মহাসচিব মফিজুর রহমান। বেসরকারি উড়োজাহাজ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান নভোএয়ারের এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশগামী যাত্রীর সংখ্যার পাশাপাশি এয়ারলাইনসের টিকিটের মূল্য বেড়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রুটে টিকিটের মূল্য বাড়ানো হয়নি। যদিও এয়ারলাইনসগুলোর খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণে গত ফেব্রুয়ারি থেকেই অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনাকারী সব প্রতিষ্ঠান লোকসান দিচ্ছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশ থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণকারীর সংখ্যা ও এর ব্যয় খুবই কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যবসায়িক ভ্রমণ খাতে ব্যয় ছিল প্রায় ২৮৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ব্যয় ৪০৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশের বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যক্তিগত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় ছিল প্রায় ৮ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে এ ব্যয় উন্নীত হয় প্রায় ১৫ হাজার ৫২৮ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে দেশের ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৮১ দশমিক ২২ শতাংশ।

রফতানির চেয়ে আমদানি অনেক বেশি হওয়ায় প্রতি বছরই দেশের বিপুল অংকের অর্থ বাণিজ্য ঘাটতি হিসেবে থাকছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮৬ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। আমদানি কমিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ঘাটতি ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব হলেও গত অর্থবছরে সার্ভিসেস অ্যাকাউন্টের ঘাটতি কমানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের সেবা খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ঘাটতি বেড়ে ৪১ হাজার ৮৬৬ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। সে হিসেবে ঘাটতির পরিমাণ ১০ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা বেড়েছে। গত অর্থবছরে সেবা খাতে মোট ব্যয় ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৫৭১ কোটি টাকা। একই সময়ে সেবা খাত থেকে ৬৯ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা আয়ও করেছে বাংলাদেশ। - বণিকবার্তার সৌজন্যে

আমরা দেশের প্রতিটি খাতে

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু 'স্বল্পোন্নত' দেশের কাতারে নিয়ে যান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'।

তিনি বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি সই হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৫ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল 'উন্নয়নশীল' দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে 'স্বল্পোন্নত' দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫২ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দেবো- বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এর আগে দেশবাসীকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজয়ের এ মাসে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

নভেম্বর মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশাতীত

১০ পৃষ্ঠার পর

যে আশঙ্কা ছিল, তা দূর হয়েছে। সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বার্ষিক হিসাবে ৫ দশমিক ২ শতাংশ, যা প্রাক্মহামারি সময়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার শক্তিশালী থাকার কারণে ভোক্তা ব্যয় বাড়ছে। এটাই মার্কিন অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি, যদিও অনেক বিক্রেতা বলেছেন, সম্প্রতি কেনাকাটায় কিছুটা ভাটা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্লেষকেরা অবশ্য বলছে, গত বছরের তুলনায় কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে। তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ভালো অবস্থায় আছে বলেই তাঁরা মনে করছেন।

মাইগ্রেনের খাদ্যাভ্যাস

২৭ পৃষ্ঠার পর

পনির নয়, প্রক্রিয়াজাত মাংস, যেমন: সসেজ, বেকন, বোলোনিয়া, বিভিন্ন রকমের পিকেল বা আচার, সয়া সস, অ্যালকোহলিক ড্রিংক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। তাই মাইগ্রেনের রোগীদের এই খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

চিকিৎসকেরা মাইগ্রেনের রোগীদের সব সময় একটি ডায়েরি রাখতে বা মেনটেইন করতে বলেন, যাতে তাঁরা কোন কোন খাবার খেলে তাঁদের ব্যথা বেড়ে যায় বা কমে যায়, সেটা লিখে রাখতে পারেন। কারণ, সবারই যে একই খাবার খেলে ব্যথা বাড়বে বা কমবে, এমন কোনো কথা নেই। যেমন, কারও লেবু খেলে ব্যথা বাড়ে আবার কারও ব্যথা হয় না। কারও গরম খাবার খেলে ব্যথায় আরাম বোধ হয় আবার কারও ঠান্ডা খাবার খেলে ব্যথার তীব্রতা কমে। ডায়েরিতে লেখা খাবারের তালিকা দেখে চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য একটি আদর্শ খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শ দিতে পারেন।

এখন মানুষ নিজেদের ফিটনেস ও শারীরিক সুস্থতা নিয়ে অনেক সচেতন। এ জন্য সবাই কমবেশি চেষ্টা করেন একটা ভালো খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করতে। অনেক রকমের ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস আছে। এর ভেতর বেশ জনপ্রিয় কিটো ডায়েট। অনুষ্ঠানে প্রশ্ন ছিল, মাইগ্রেনের রোগীরা কিটো ডায়েট করতে পারবেন কি না।

বিশেষজ্ঞ জানালেন, কিটো ডায়েট তাঁরা করতে পারবেন। কিটো ডায়েটে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম আর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে। এই ফ্যাট থেকে পাওয়া এনার্জি মাইগ্রেনের ঘন ঘন ব্যথা হওয়ার প্রবণতা কমায়। তাই বলা যায়, কিটো ডায়েট খুবই ভালো। তবে এই ডায়েট শুরু করার আগের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাংলাদেশের কর্ম পরিবেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ হাতেম বলেন, দায়িত্ববান শ্রমিক সংগঠন বা নেতা হলে তিনি কারখানার ক্ষতি করতে পারেন না। অনেক পক্ষ আছে যারা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়েও ভয় কাজ করে মালিকপক্ষের মধ্যে। ট্রেড ইউনিয়ন মানেই যখন তখন কাজ বন্ধ করে দেবে সে ধরনের ইউনিয়ন নিয়ে আমরা ভীত।

তিনি বলেন, এবারের আন্দোলন শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল না। তাহলে কারা ভাঙচুর করলো সেটা দেখতে হবে। তাদের যারা উৎসাহিত করলো তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, সিসি টিভির ফুটেজ দেখে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। ফুটেজ ছাড়া যাদের নামে মামলা হয়েছে আমরাও তাদের মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছি। নিরীহ শ্রমিকের ওপরে মামলা-গ্রেফতার না করতে শিল্প পুলিশের প্রতি আহ্বান জানাই। শ্রম-বাণিজ্য বিশ্লেষক মোস্তফা আবিদ খান বলেন, শ্রম ইস্যু নিয়ে কারখানায় ভয় আছে। শ্রমিক নেতাকে অবশ্যই শ্রমিক হতে হবে কিন্তু তা অনেক সময় কি দেখি। ছাত্র নেতা যদি হয় দুই ছেলের বাবা তাহলে সে কি করে ছাত্রের সমাধানে কাজ করবে। শ্রমিক নেতাকে অবশ্যই শ্রমিক হতে হবে তাহলেই সে শ্রমিকের সমস্যা বুঝবে। স্যাংশন নিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকার যেটা বলা হচ্ছে সেখানে স্যাংশন না। বলা হয়েছে ট্রেড প্যানাল্টি বা জরিমানার কথা। এসব বিষয়ে লেখালেখি না করাই ভালো। আগে আমাদের দেখতে হবে বিষয়টা কোন দিকে যায়। আমাদের ইপিজেডগুলোয় ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে। আমরা আমেরিকাকে ভয় পাচ্ছি, কেন ভয় পাচ্ছি আমরা। তারা তো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কথা বলেনি, তারা জরিমানার কথা বলেছে। তাহলে ভয় না করে ম্যানেজ করতে হবে তাদের। ফজলে শামিম এহসান বলেন, সংশোধিত শ্রম আইনে মালিক-শ্রমিকের সব দিক বিবেচনায় আনা হয়নি, হযবরল অবস্থা ছিল। রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই তিনি তাতে সই করেননি। শ্রম বিষয়ে বর্তমানে আমরা অনেক দেশ থেকে ভালো অবস্থানে আছি। আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকেও ভালো। ক্ষতিপূরণের দিক থেকে আমরা উন্নত দেশের মতো অবস্থায় আছি। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে মনে ভয় থাকে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সেভাবে নার্সিং করা হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের ২৫০০ কারখানার মধ্যে ১৩০০ এর বেশি কারখানায় ইউনিয়ন হয়েছে। আমাদের সেক্টরে শ্রমিক নেতা দু ধরনের হয়ে থাকে। তাদের একটা সেক্টর বাঁচাতে কাজ করে আর একটা আছে বাইরে থেকে ডলার এনে নিজের স্বার্থ দেখে। শ্রমিক নেতা মানে দাবি-দাওয়া না, কারখানাকেও এগিয়ে নিতে হবে। আমেরিকার যে আইনটার কারণে আমাদের ভয়, সেখানে দুটা দিক আছে। একটা পর্দার সামনে অপরটি পর্দার বাইরের দিক। আমেরিকা বিষয়ে এখন যে পরিস্থিতি আছে সেটা রাজনৈতিক। এখানে কূটনীতিকভাবে এগিয়ে নিতে হবে। সরকারকে এখানে উদ্যোগ নিতে হবে। তৌহিদুর রহমান বলেন, আমেরিকার শ্রম নীতিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যবসা ধরে রাখতে হলে আমাদের তাদের ম্যামোরেন্ডাম বিবেচনায় নিতে হবে। আমার কাছে মনে হয় পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। সাম্প্রতিক আন্দোলনে চারজন শ্রমিকের মৃত্যু হলো। এ হত্যাকাণ্ডের কেন তদন্ত হলো না, কেন বিচার হচ্ছে না।

টেক্সাসের অষ্টিনে নিজের স্কুল

৬ পৃষ্ঠার পর

নিবেদিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে চায়। নথিতে আরও বলা হয়েছে, ইলন মাস্কের অর্থায়নে নির্মিত হতে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদনের জন্য শিগগিরই নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউনিভার্সিটি সাউদার্ন অ্যাসোসিয়েশন অব কলেজ অ্যান্ড স্কুল কমিশন অন কলেজে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করবে।

নথিতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে স্কুলটিতে কোনো টিউশন ফি না নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে টিউশন ফি চালু করা হলে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের। বিষয়টি জানতে চেয়ে মাস্কের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

মাস্ক অতীতেও একাধিকবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি ২০১২ সালে তাঁর কোম্পানির কর্মচারীদের বাচ্চাদের জন্য অ্যাড অ্যাস্ট্রা নামে একটি ছোট প্রাইভেট স্কুল চালু করেছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি সেই স্কুল সম্পর্কে বলেছিলেন, অ্যাড অ্যাস্ট্রায় কোনো গ্রেড নেই এবং তার বদলে এটি শিক্ষার্থীদের ওপর দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর জোর দেয়।

ফিচ রেটিংয়ে বাংলাদেশের নেতিবাচক

১০ পৃষ্ঠার পর

দেশে বর্তমানের মতো আগামী বছরেও ভূ-রাজনীতির প্রভাব কাজ করবে। এ ছাড়া সম্প্রতি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা কিছুটা কমেছে। তবে দুই দেশের সম্পর্ক আগামী বছরেও বেশ চ্যালেঞ্জিং থাকবে বলে জানিয়েছে ফিচ।

এপিএসি আউটলুকে ফিচ বলেছে, ২০২৪ সালে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সার্বভৌম দেশগুলো তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এগুলো হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মন্থর প্রবৃদ্ধি, উচ্চ সুদহার এবং চীনে আবাসন খাতের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। এর মধ্যে উচ্চ সুদহার ঋণ নেয়ার খরচ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এ অঞ্চলের দেশগুলো স্থিতিশীল অবস্থায় থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি।

আগামী বছর বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রযুক্তি খাতে ইতিবাচক ধারা দেখা যাবে বলে জানিয়েছে ফিচ। পাশাপাশি স্থানীয় পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। এর প্রভাব পড়বে দেশগুলোর মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে। তবে এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঋণের বাড়তি খরচ ও রাজস্ব ঘাটতি থাকায় অনেক দেশেই ঋণ-জিডিপি অনুপাত বেশি থাকবে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস কমিয়ে নেতিবাচক করেছিল ফিচ রেটিং। ওই পূর্বাভাসে সংস্থাটি দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যুয়ার ডিফল্ট রেটিং (আইডিআর) স্থিতিশীল থেকে নেতিবাচক (বিবি মাইনাস) করেছে। আইডিআর স্থিতিশীল থেকে নেতিবাচক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি, তবে বাংলাদেশ এখনো তার ঋণের দায় মেটাতে বা বাধ্যবাধকতা পূরণে সক্ষম। সেসময় ফিচের সেপ্টেম্বরের রেটিং পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের অর্থনীতির বহিস্থ খাতের অবনতির ঝুঁকি রয়েছে।

ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, যেমন মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতি পরিবর্তন, ঋণদাতাদের সহায়তা গ্রহণ এগুলোর মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পতন ঠেকানো সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এসব বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিলেও সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে বৈশ্বিক ঋণমান নির্ণয়কারী আরো দুই বড় প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল এবং মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিসও বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মুডি'স, এসঅ্যান্ডপি ও ফিচ রেটিংসড়মার্কিন এ তিন প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ঋণমানের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। বৈশ্বিক ক্রেডিট রেটিং বাজারের সিংহভাগই প্রতিষ্ঠান তিনটির নিয়ন্ত্রণে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক শক্তি, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এ তিন প্রতিষ্ঠানের দেয়া ঋণমান ও অর্থনৈতিক পূর্বাভাসের প্রভাব পড়ে।

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে

৪৯ পৃষ্ঠার পর

ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। ফলে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে। তাদের কার্যক্রম তেমন দেখা যাচ্ছে না”

তার কথা, ‘‘এখানে নানাভাবে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। বিরোধী দল ও মতকে দমন করা হচ্ছে। নতুন নতুন আইন করছে দমনের জন্য। মৃত ব্যক্তি, বিদেশে অবস্থান করছে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা হচ্ছে। মামলার আসামিকে না পেয়ে তার সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনকে ধরে নেয়া হচ্ছে। সাদা মাইক্রোবাস বা বিভিন্ন যানবাহনে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। এই নির্যাতনে কেউ কেউ বেঁচে ফিরলেও অনেকেই মৃত্যুবরণ করছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সমাজে একটা ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে”

নূর খান বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও কর্মীদের পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে সরকারের উচিত পরিস্থিতির উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া”- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, বাংলাদেশ

৪৬টি দেশের মধ্যে

১০ পৃষ্ঠার পর

তাদের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আগামী বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ ও ৬ শতাংশ।

তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ে খুব বড় সুখবর নেই এমইআইয়ের পূর্বাভাসে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি হবে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। যে বছর পুরো বিশ্বে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৯ শতাংশে। যদিও বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেই হিসেবে অবশ্য বেশ খানিকটা কমে আসবে মূল্যস্ফীতি। এমইআই আরও বলছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। এ সময়ে মানুষ বাইরে খাওয়া কিছুটা বাড়াবে। তবে এ বছর মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পাবে বলেই মনে করে এমইআই। ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার পেছনে মজুরি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ্য করেছে সংস্থাটি।

গাজা নিয়ে চীনের সঙ্গে

৭ পৃষ্ঠার পর

ইরানের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ বছরই সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে মধ্যস্থতা করেছে চীন। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপ এতটাই হতবিহ্বল যে রাশিয়া মনে করছে এই দেশগুলো এখন ইউক্রেনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিয়ে দেবে।

চীন, রাশিয়া ও ইরান মিলে গাজা যুদ্ধ থেকে যদি একটা ফায়দা তুলতে চায়, সেটা অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। ২০০৫ সাল থেকে ইরান ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিয়ে আসছে।

তবে ভালো খবর হচ্ছে, এবার ইসরায়েল-হামাস সংঘাত থেকে এখন পর্যন্ত ইরান নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। সরাসরি কোনো কর্মকাণ্ডে না গিয়ে তেহরান দূর থেকেই নিন্দা জানিয়ে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলে ইরানের প্রধানের প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও এবার ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রয়েছে।

এটা যেকোনো সময় পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাইডেন-সিয়ের মধ্যে বৈঠক হওয়ায় আশাবাদী হওয়ার একটা কারণ রয়েছে। ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরও চীন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে উসকানিদাতা না হয়ে শান্তিস্থাপক হতে চাইছে। এর আংশিক কারণ হলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলের সঙ্গে চীনও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখছে। আবার রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানো শুরু করলে পশ্চিমাদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েল সরাসরি রাশিয়াকে সমালোচনা করেনি।

কিন্তু শান্তিস্থাপক হিসেবে চীন কতটা ভূমিকা পালন করতে পারবে, সেটা চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিশ্বে তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যে আচরণ করুক না কেন, বৈশ্বিক পরিসরে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের সে রকম আত্মবিশ্বাসী হতে দেখা যায় না।

চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী। কিছু ক্ষেত্রে তাদের রীতিমতো ধুঁকতে হচ্ছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোতে পুঁজির বন্যা বইয়ে দেওয়ার এবং সভরেন ঋণ দেওয়ার সামর্থ্য বেইজিংয়ের কমে গেছে। বিশ্বের অসংখ্য দেশ ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে আগ্রহী হলেও তাদের প্রকৃত বন্ধু ও মিত্রের সংখ্যা খুব কম।

রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চীন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে।

সে কারণেই সান ফ্রান্সিসকোয় জো বাইডেন সি চিন পিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করতে উৎসাহী হয়েছেন। এর আগের মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় চীনের গোয়েন্দা বেলুন প্রবেশ এবং আমেরিকান জঙ্গি বিমান থেকে সেটা ভূপাতিত করার ঘটনায় সেটা তীব্র আকার ধারণ করে।

এ প্রেক্ষাপটে বাইডেন ও সি চিন পিংয়ের মধ্যে বৈঠকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হচ্ছে, দুই পরাশক্তির মধ্যে উত্তেজনাকর সম্পর্কটা এখন কিছুটা সুস্থিরতার দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় দিকটিটি হচ্ছে, দুই নেতার মধ্যে এ বৈঠক এই ইঙ্গিত দেয় যে হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত দুই পরাশক্তির মধ্যে সংঘাতে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু এই সংঘাত তাহলে কোন দিকে গড়াবে? এ ক্ষেত্রে দুটি বাস্তবতাকে মাথায় রাখতে হবে।

প্রথমত, ইসরায়েলের সঙ্গে যদি কারও সংঘাত বেধে যায়, সেখানে অনিবার্যভাবে হাজির হয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের সমর্থক দেশগুলো চেষ্টা করে যাবে ইসরায়েল যেন সংযত আচরণ করে। তারা এটাও চেষ্টা করে যাবে যাতে ইসরায়েল ও আরব প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, আরব দেশগুলোও এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে অপরিহার্য বলে মনে করছে। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক আছে সে কারণে নয়, উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কারণেও। এ অঞ্চলের তেলের বড় ক্রেতা, উপকারী বিনিয়োগকারী চীন। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী। কিন্তু সংকটের সময়ে চীন বিকল্প হতে পারেনি। বিল ইমোত দ্য ইকোনমিস্টের সাবেক এডিটর ইন চিফ, এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

গাজা নিয়ে বাইডেন ও নেতানিয়াহুর

৭ পৃষ্ঠার পর

তবে মঙ্গলবার বাইডেনের বক্তৃতার আগে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করতে চাই। অসলোতে আমরা যে ভুল করেছি, সেই একই ভুল আমি আর ইসরায়েলকে করতে দেব না।'

ইসরায়েলের পাশেই স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্ম হবেড়এমন ধারণার উৎপত্তি ১৯৯০এর দশকে। অসলো চুক্তির আগে দফায় দফায় দুই পক্ষই বসেছে এবং একের পর এক চুক্তি করেছে। এর অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্ম হয় এবং তারা পশ্চিম তীর ও গাজার কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ পায়।

হোয়াইট হাউসে হানুকা অনুষ্ঠানে বাইডেন স্বীকার করেন যে হামাসের হামলা এবং এরপর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানকে ঘিরে ইসরায়েল একটা জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি।

চলমান এই যুদ্ধের মধ্যেই নেতানিয়াহুর সঙ্গে দূরত্ব তৈরির কথাও বলেন বাইডেন। তাই বলে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহায়তা বন্ধ করছে না। হামাসকে নির্মূলের আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহ দিতে থাকবে।

তবে বাইডেন বলেছেন, ইসরায়েলকে সতর্ক হতে হবে। কারণ, যেকোনো মুহূর্তে জনমত ঘুরে যেতে পারে। এটা হতে দেওয়া যাবে না।

বাইডেনের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্কের বয়স ১০ বছরের বেশি। কখনো কখনো সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

বাইডেন নিজেই বলেছেন, একবার তিনি নেতানিয়াহুকে একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, তিনি নেতানিয়াহুকে ভালোবাসেন। তবে তাঁর কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। এ অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বাইডেন প্রশাসন কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, গাজায় সামরিক অভিযান শেষে কী হবে, তা ঠিক করা জরুরি। পাশাপাশি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের যে আলোচনা, তার দরজা খোলা রাখতে হবে।

গাজায় ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ কিংবা গাজার সীমানা কমানোর কোনো চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না। যুক্তরাষ্ট্র মানবিক সহায়তা সরবরাহের জন্য কেরেম শ্যালম সীমান্ত ইসরায়েলকে খুলে দিতে বলছে। কারণ, ওই সীমান্ত থেকে সরাসরি গাজায় ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হবে।

মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো কেরেম শ্যালম থেকে ত্রাণ পরিবাহী ট্রাক প্রবেশের ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে ইসরায়েল। তবে এখানেও তারা শর্ত বেঁধে দিয়েছে। কেরেম শ্যালম থেকে ট্রাক ঢুকলেও ফেরার পথে এগুলোকে রাফা সীমান্ত অতিক্রম করে মিসর হয়ে যেতে হবে।

গত সপ্তাহে এই ইস্যুতে বাইডেন সরাসরি নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে কর্মকর্তারা জানান। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বৃহস্পতিবার ইসরায়েল সফর শুরুর আগে এই সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, রাফাহ সীমান্ত দিয়ে পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছানো যাচ্ছে না। বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, ত্রাণের পরিমাণ আরও বাড়ানো দরকার। মানবিক সংকটের কারণে একটুও কালক্ষেপণ না করে কেরেম শ্যালমকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের এসব বক্তব্য নিয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় চুপ করে আছে। এখন পর্যন্ত ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের এসব প্রস্তাবের বিরোধী। কেভিন লিপট্যাক ও জেরেমি ডায়মন্ড সিএনএনের হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি, সিএনএন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

অবস্থান পরিবর্তন না করলে সমর্থন হারাবেন, নেতানিয়াহুকে বাইডেন

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে বোমা হামলার কারণে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েল বৈশ্বিক সমর্থন হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে বলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একই সঙ্গে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের বিষয়ে নেতানিয়াহুর অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে বলেও জানান বাইডেন। খবর এনডিটিভির।

মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে এক প্রচারাভিযান অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, হামাসের হামলার পর ইসরায়েলকে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ সমর্থন করেছে। কিন্তু নির্বিচারে বোমা হামলার কারণে তারা সেই সমর্থন হারাতে শুরু করেছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যার পাশাপাশি দুই শতাধিক ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দি করে গাজায় নিয়ে আসে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এই হামলার জবাবে হামাসকে নির্মূলের নামে একই দিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নেতানিয়াহু সরকার। এরই মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় সাড়ে ১৮ হাজরের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

বাইডেন বলেন, নেতানিয়াহুর তার উগ্র ডানপন্থি সরকার নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি (নেতানিয়াহু) একজন ভালো বন্ধু। কিন্তু আমি মনে করি তাকে অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। ইসরায়েলি সরকার এই কাজটি খুব কঠিন করে তুলছে। তারা দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান চায় না। বর্তমান সরকারকে ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্ষণশীল সরকার বলেও মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

পাকস্থলীর ক্যানসার নিয়ে সচেতন হোন

২৭ পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ের লক্ষণগুলোর সঙ্গে আরও কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে আছে মলের সঙ্গে রক্ত যাওয়া বা কালো পায়খানা হওয়া; বমি; ওজন হ্রাস; পেটব্যথা; জন্ডিস (চোখ ও ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া); পেটে পানি জমা।

চিকিৎসা : চিকিৎসা নির্ভর করে ক্যানসারের স্টেজের ওপর। অবস্থা বুঝে অস্ত্রোপচার (টিউমারের অবস্থান ভেদে পাকস্থলীর কিছু অংশ বা পুরোটা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা), কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপিও টার্গেটেড ড্রাগ থেরাপি দেওয়া হয়। কেমোথেরাপি সাধারণত সার্জারির পর দেওয়া হয়। কিন্তু কখনো কখনো সার্জারির আগেও দেওয়া হয়।

করণীয় : যেহেতু এটা খারাপ ধরনের ক্যানসার, তাই প্রতিরোধে সচেতনতা বেশি দরকার। এ ব্যাপারে করণীয় হলো ধূমপান পরিহার করা; এইচ পাইলোরি ইনফেকশন থাকলে তা নির্মূল করা; খাদ্যাভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন; ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা; নিয়মিত ব্যায়াম করা; মদ্যপান পরিহার করা; অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য এনএসএআইডিএস-জাতীয় ওষুধ, যেমন আইবুপ্রফেন অথবা ন্যাপ্রকজেন সোডিয়াম-জাতীয় ওষুধ বিনা পরামর্শে সেবন না করা। - ডা. মো. একরামুল হক জোয়ার্দার, ক্যানসার সার্জারি বিশেষজ্ঞ

ইকোনমিস্টের নিবন্ধ: শেখ হাসিনার দল জানুয়ারিতে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পথে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কোনো সন্দেহ নেই যে, ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের পর ফের পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বসবেন শেখ হাসিনা। সরকার দাবি করছে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ২৯টি দল। তবুও সবচেয়ে বড় বিরোধী দল এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ভোট বর্জন করছে। তারা ভোটে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও তাদের দলের খুব কম লোকই সেটা করতে পারতেন। কারণ গত ছয় সপ্তাহে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নভেম্বরের শেষ থেকে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। যারা এ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়িয়ে গেছেন তাদের অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন।

এই প্রহসন সেই ধাঁধার দিকে ইঙ্গিত করে যে 'শেখ হাসিনা বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী নারী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন'। প্রায় ১৫ বছরের ক্ষমতায় তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির জীবনযাত্রার মানের সবচেয়ে বড় উন্নতির সহায়ক হয়েছেন । তিনি চীন এবং ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ নিয়েও দক্ষতার সাথে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের ১৭০ মিলিয়ন জনগণের এখন আমেরিকার, যারা দেশের স্থিতিশীলতায় দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের চাপের মধ্যে পড়ে স্যান্ডউইচের মতো অবস্থা। একই সময়ে ৭৬ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী দায়মুক্তির সাথে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন। তিনি প্রেসকে ভয় দেখিয়েছেন এবং পুলিশ, আদালত ও বিচার বিভাগকে হস্তগত করেছেন । তিনি তার পিতাকে ঘিরে ব্যক্তিত্বের একটি 'কাল্ট দাঁড় করেছেন, যিনি ১৯৭৫ সালে একটি অভ্যুত্থানে খুন হয়েছিলেন এবং যার মুখ এখন রাজধানী ঢাকার সর্বত্র শোভা পাচ্ছে। তিনি বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে কোণঠাসা করেছেন, যিনি ২০১৮ সাল থেকে গৃহবন্দী। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী দুটি নির্বাচন ব্যাপকভাবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গেছে । আসছে নির্বাচন বিএনপিকে দুর্বল করে দিতে পারে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ছাপ তৈরি করতে আওয়ামী লীগ তার দলের সদস্যদের, তাদের পরিচিতদের এবং বিরোধী দল থেকে দলত্যাগকারীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করেছে।

২৮শে অক্টোবর এক সমাবেশের পর দলের সমর্থক ও পুলিশের মধ্যে রাস্তায় সহিংসতার কারণে বিএনপির সদস্যদের গণগ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে এতে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে দুই পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন । সরকারের দাবি বিএনপি সহিংসতা শুরু করেছে। কিন্তু দলটি বলছে উল্টো। আইনজীবী ও বিএনপি নেতা মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছেন, তারা আমাদের ২০,০০০ লোককে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। এই অবৈধ নির্বাচনে অংশ নেয়ার অর্থ নির্বাচনকে বৈধতা দেয়া ।

গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেককে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যেখানে পুলিশ তাদের সন্ধান পায়নি সেখানে তাদের আত্মীয়দের নিয়ে গেছে । প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে গ্রেফতারকারী অফিসারদের মাঝে আওয়ামী লীগের কর্মীরাও ছিলেন। ক্র্যাকডাউন বিএনপিকে রাজপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। নভেম্বরে দলের পক্ষ থেকে ঢাকার বাইরের সড়ক অবরোধে রাজধানী আংশিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বেশিরভাগ পণ্যের ডেলিভারি আবার শুরু হয়। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি বিক্ষোভে যেখানে সাধারণত হাজার হাজার মানুষের উপস্থিত হবার কথা সেখানে ছিলেন মাত্র কয়েক শত মানুষ।

ডিম কেন খাবেন, কীভাবে খাবেন

২৭ পৃষ্ঠার পর

থাকলে বা হৃদ্রোগের ঝুঁকি না থাকলে ডিম অল্প তেল যোগ করে খেতে পারেন। কারণ, ডিম সিদ্ধ থেকে ডিম ভেজে খেলে প্রায় প্রতিটি ভিটামিন বেশি পাওয়া যায়। বিশেষ করে শিশুদের এভাবে দিন।

• ডিমের মধ্যে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ভালো থাকায় ডিম খাওয়ার পর চা, চিনিযুক্ত খাবার, দুধ বা সয়াজাতীয় খাবার খাবেন না।

• ডিম যেহেতু প্রোটিনের ভালো উৎস, তাই প্রোটিনের চাহিদা ও অন্য প্রোটিন খাবার কেমন খাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করে ডিম খেতে হবে।

• ডিম ধরার পর অবশ্যই হাত সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন। লিনা আকতার, পুষ্টিবিদ

অল্প হাঁটা যেভাবে ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

২৬ পৃষ্ঠার পর

ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা কমায়। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেলায় কোষগুলো পর্যাপ্তভাবে ইনসুলিনের প্রতি সাড়া দেয় না।

কারমেন সানজ বলেন, শারীরিক কার্যকলাপ আরেকটি প্রক্রিয়া যা গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে পারে। গবেষণায়, একজন মানুষের দাঁড়িয়ে থাকার প্রভাবের সাথে খাবারের পরে হালকা হাঁটার প্রভাব তুলনা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

তারা দেখতে পান, খাবারের পর দাঁড়িয়ে থাকলেও রক্তে শর্করার মাত্রা কমে, তবে হালকা হাঁটা এক্ষেত্রে আরো বেশি কার্যকর। দাঁড়িয়ে থাকা ৯.৫ শতাংশ শর্করা কমায় আর হাঁটা কমায় ১৭ শতাংশ।

স্প্যানিশ ন্যাশনাল সেন্টার ফর কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ (সিএনআইসি) এর মহাপরিচালক ভ্যালেন্টিন ফাস্টার উল্লেখ করেছেন, হাঁটার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ইতিবাচক প্রভাব আরও বাড়ে।

সিএনআইসির বৈজ্ঞানিক পরিচালক বোর্জা ইবানেজ বলেন, "প্রিডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এথেরোস্ক্লেরোসিসের মতো (ধমনীর গাত্রে কোলেস্টেরল বা ফ্যাট জমা হওয়া) রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কোন কাজ অঙ্গগুলোকে ইনসুলিন প্রতিরোধী করে তোলে এবং এই প্রক্রিয়াগুলা কীভাবে এমন অবস্থার জন্য দায়ী।চ

টাইপ ২ ডায়াবেটিস ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ বংশগত উপাদান বহন করে এবং শারীরিক কার্যকলাপ এর বিকাশের ঝুঁকি কমাতে পারে।

স্প্যানিশ সোসাইটি অব এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশন এর ম্যানেজমেন্ট কমিটি অব দ্য ডায়াবেটিস এরিয়ার সদস্য পেড্রো হোসে পাইনস বলেন, এই রোগ অতিরিক্ত ওজনের প্রভাবের সাথেও সম্পৃক্ত। রোগীর শারীরিক অবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে হাঁটা একটি ভালো পদক্ষেপ হতে পারে।

তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, ডায়াবেটিস রোগী ছাড়াও সবার জন্যই হাঁটার পাশাপাশি প্লাঙ্কের মতো ব্যায়াম (এনডিউরেন্স এক্সারসাইজ) করা গুরুত্বপূর্ণ। যারা হাঁটার সুযোগ পান না, তাদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে সপ্তাহে দুই বা তিন সেশন এনডিউরেন্স এক্সারসাইজ করা।

যারা খেলাধুলায় সময় দিতে পারেন না, তাদেরকে তিনি ১০ থেকে ৩০ মিনিট কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে ভারি ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন। যারা ইতোমধ্যে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন, তাদের জন্যও ব্যায়াম উপকারী।

হোসে ভিনা বলেন, অন্তত ৩০ মিনিট পরপর বসা থেকে উঠে দাঁড়ানো টাইপ-১ ও টাইপ-২ ডায়বেটিসে রোগীদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই বিষয়ে সিএনআইসির মহাপরিচালক ফাস্টার বলেন, "ব্যায়ামের অভ্যাস শুধুমাত্র শর্করার মাত্রা এবং ডায়াবেটিসের উপর প্রভাব ফেলে না, রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল সহ কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে।চ

উক্ত গবেষণায় রক্তচাপের উপর হাঁটার প্রভাবের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি।

গবেষকরা কর্মক্ষেত্রে হালকা হাঁটার জন্য বিরতি নেওয়ার পরামর্শ দেন। তারা বিশ্বাস করেন, কর্মক্ষেত্রে মাঝারি বা ভারি ব্যায়ামের চেয়ে অল্প কিছু সময় হাঁটা বেশি উপকারি। আর যাদের জন্য ভারি ব্যায়াম নিষিদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে এট একটি ভালো বিকল্প।

ভিনা ও ফাস্টার উভয়ই বলেন, কর্মক্ষেত্রে হালকা ব্যায়াম করার সুযোগ থাকলে তা অনেক সাহায্য করে। সারাক্ষণ বসে না থেকে ৫৫ মিনিট কাজের পর ৫ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দেন তারা।

গবেষকরা দেখতে পান, প্রতিদিন ৩০ মিনিটের হালকা শারীরিক কার্যকলাপ মৃত্যুহার কমায় ১৭ শতাংশ।

গবেষণায় প্রতি ২০ মিনিটে বসা থেকে উঠে ২ মিনিট অথবা প্রতি আধা ঘণ্টায় ৫ মিনিট ব্যায়ামের কথাও তুলে ধরা হয়।

ইবানেজ বলেন, নিয়ম করে পালন করতে হবে এমন কঠোরতার দরকার নেই। তবে দিনে ৩০ মিনিট হালকা থেকে মাঝারি শারীরিক কার্যকলাপ ভালো। তবে যেকোন ধরনের ব্যায়ামই রক্তে শর্করার মাত্রা কমানো ও ইনসুলিন সংবেদনশীলতার জন্য উপকারী।

জেনে নিন ছোট মাছ চোখের

২৬ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

প্রোটিনে সাহায্য করে: প্রোটিনের ঘাটতি রোধ করতে বেশি বেশি করে ছোট মাছ খাওয়া প্রয়োজন। কেননা ছোট মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে যা ইমিউনিটি থেকে শুরু করে পেশির জোর বাড়া এবং একাধিক রোগব্যাধি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

হাড়ের সমস্যা দূর করে: নিয়মিত খাদ্যতালিকায় ছোট মাছ রাখলে হাড়ের সমস্যা থেকে বাঁচা যায়। কারণ এই মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে যা হাড়ের শক্তি বাড়ায় এবং হাড়কে মজবুত করতেও বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

স্মৃতিশক্তি বাড়ায়: স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ছোট মাছের বিকল্প নেই। ছোট মাছের মাথায় থাকা অত্যন্ত উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই শৈশব থেকে ছোট মাছের মাথা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

রক্তস্বল্পতা দূর করে: রক্তস্বল্পতা দূর করতে ছোট মাছের মধ্যে বিশেষ করে টেংরা মাছ খাওয়া বেশ উপকারী। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য উপযোগী টেংরা মাছে প্রায় ৩২ মিলিগ্রাম আয়রণ, ১৮.৮ গ্রাম প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস থাকে। নারীদের শরীরে আয়রনের ঘাটতি মেটাতে ও কাশির সমস্যা যেমন কফ কমানোর জন্য টেংরা মাছ অনেক উপকার করে।

ছোট মাছের আরো কিছু উপকারিতা : গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ও গঠন ভালো হয়। প্রসূতি মায়ের বুকের দুধ তৈরির জন্য তাঁদের প্রতিদিনের খাবারে আমিষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এ জন্য তাঁদের খাদ্যতালিকায় ছোট মাছ রাখা দরকার। পাশাপাশি এ মাছে থাকা প্রচুর ক্যালসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব ঠিক রাখে।

জন্মের পর শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে ভিটামিন 'এ', 'ডি', খনিজ লবণের প্রয়োজন হয় খুব বেশি। এ জন্য স্তন্যদানকারী মায়েদের ছোট মাছ খাওয়া দরকার।

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। রাতকানা রোগে ভোগে। সে জন্য খাদ্যতালিকায় ছোট মাছ রাখা আবশ্যকীয়।

পর্যাপ্ত আমিষের অভাবে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক উচ্চতা বাধাগ্রস্ত হয়। তাই তাদের খাদ্যতালিকায় দরকার ছোট মাছ। কারণ, এর আমিষ দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণের কাজে লাগে বেশি।

এছাড়াও কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখে এবং ছোট মাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন কোষ মেরামত, পেশি তৈরি করতে ও ভালো রাখতে সাহায্য করে। তবে ছোট মাছে মজুত থাকা পুষ্টিগুণ সঠিকভাবে পেতে রান্নায় বেশি তেল বা মসলা যোগ করতে না বলেছেন পুষ্টিবিদরা।

মনে রাখা জরুরি, ছোট মাছ সাধারণত কোনো রোগে নিষেধ নয়। উপকারী প্রোটিন ও ফ্যাট থাকায় এটি সব বয়সেই নিরাপদ। এতে অ্যালার্জির ঝুঁকিও কম।

গাজায় ইসরায়েলি অভিযান

৫ পৃষ্ঠার পর

অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী। পরে ১৬ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও।

ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা। নিহত হয়েছেন সাড়ে ১৮ হাজারেও বেশি ফিলিস্তিনি। নিহত এই ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নারী ও শিশুর হার ৭০ শতাংশ। গত প্রায় আড়াই মাস ধরে চলা যুদ্ধে সহায় সম্বল হারিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। অভিযান বন্ধের জন্য দিন দিন ইসরায়েলের ওপর বাড়ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ। ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবারের বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেছেন, যতই কূটনৈতিক চাপ থাকুক, গাজায় অভিযান এখনই বন্ধ হবে না।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে

৫ পৃষ্ঠার পর

ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ। অবকাঠামো বলতে কিছুই নেই। উৎপাদন কমছে কৃষিতে। উপকরণসহ নানা সংকটে শিল্পে উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে। মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব চরমে। সবখানে জেঁকে বসেছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত। কঠিন সে মুহূর্তে পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারকে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নানা মাত্রায় সহায়তাও মিলেছে সে সময়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল খাদ্য সংকট। ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে চালের উৎপাদন কমেছিল ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরের তুলনায় ১৫-২০ শতাংশ। কৃষি উৎপাদন হ্রাস ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর সংকটে কমে গিয়েছিল পাট ও চায়ের মতো প্রধান অর্থকরী ফসলগুলোর রফতানি। এর মধ্যে চা রফতানি কমেছিল ৬৫ শতাংশ। পাটের ক্ষেত্রে এ হার ছিল প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ।

এ পরিস্থিতিতে বিদেশী সহায়তা ও অনুদান ছাড়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বলে বিভিন্ন সময় তৎকালীন নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য ও দেশী-বিদেশী সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৬৯৭ মিলিয়ন (৬৯ কোটি ৭০ লাখ) ডলারের ত্রাণ-অনুদান ও ঋণ সহায়তা পেয়েছিল বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে শীর্ষ দাতাদেশগুলোর তালিকায় সে সময়ে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতম দুই মিত্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি নাম ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরও। সে সময় শুধু এ তিন দেশ থেকেই এসেছে ৪৮৫ মিলিয়ন (সাড়ে ৪৮ কোটি) ডলার। প্রয়োজনের চরমতম মুহূর্তে পাওয়া সে অর্থই হয়ে উঠেছিল সরকারের পুনর্গঠন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রধান হাতিয়ার। দেশের প্রথম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৫ শতাংশই সাজানো হয়েছিল বিদেশী অনুদান ও সহায়তার ওপর নির্ভর করে।

১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত পাওয়া অনুদান ও সহায়তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এসেছিল প্রতিবেশী ভারত থেকে। নগদ অনুদান থেকে শুরু করে বাণিজ্য চুক্তিসহ নানাভাবেই বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল দেশটি। ১৯৭২ সালে দেশটি বাংলাদেশে ২৬৭ মিলিয়ন (২৬ কোটি ৭০ লাখ) ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে ২১৭ মিলিয়ন (২১ কোটি ৭০ লাখ) ডলার জুন পেরোনোর আগেই হাতে পেয়ে যায় বাংলাদেশ। ওই বছরে বাংলাদেশে সহায়তার জন্য সাড়ে সাত লাখ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছিল ভারত। এর মধ্যে চার লাখ টন আসে জুনের মধ্যে। ত্রাণ-অনুদানের পাশাপাশি আরো নানাভাবে বাংলাদেশের পাশে ছিল ভারত। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও গঠন হয়েছিল ভারতের কাছ থেকে পাওয়া সফট লোনের ভিত্তিতে। এমনকি বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রিত নিজস্ব মুদ্রাও ছাপানো হয়েছিল ভারতে।

বড় অংকের সহায়তা এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকেও। ১৯৭২ সালের প্রথম ছয় মাসে ২১৬ মিলিয়ন (২১ কোটি ৬০ লাখ) ডলার সহায়তা দিয়েছিল দেশটি। পরে সহায়তার মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে ১৯৭৩ সালের মধ্যেই দাতাদেশ হিসেবে শীর্ষে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্র।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধ পক্ষে। স্বাধীনতার পর দেশটির বাংলাদেশ নীতিতে এ আমূল পরিবর্তন প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্পর্কের তিক্ততাকে মুছে ফেলতে বাংলাদেশের জন্য শীর্ষ দাতাদেশ হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭৩ সালের মার্চের মধ্যেই বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১৮ মিলিয়ন (৩১ কোটি ৮০ লাখ) ডলারে।

সে সময় এক তরুণ মার্কিন নাগরিক সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশী অনেকের কাছেই আমাদের পক্ষ থেকে অর্থ দেয়ার বিষয়টি বোধগম্য না। দুই বছর আগেও তারা আমাদের বৈরী হিসেবেই দেখেছে।'

বাংলাদেশী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের হইচই না করেই তারা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দাতা হয়ে উঠেছে।'

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের মার্চের শুরুর দিকে পাঁচদিনের সফরে মস্কো যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ওই সফর চলাকালে বাংলাদেশকে ৫২ মিলিয়ন (৫ কোটি ২০ লাখ) ডলার ত্রাণ ও উন্নয়ন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জুনের মধ্যেই এ অর্থ পেয়ে যায় বাংলাদেশ। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের ফ্যাক্টরি ও রেডিও ট্রান্সমিটার নির্মাণে এ অর্থ ব্যয় হয়। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার ১০ বছর আগে বাংলাদেশে শুরু করা জ্বালানি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দেয় দেশটি। এছাড়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা হিসেবে পরে আরো ১০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

শিল্প উৎপাদনের দিক থেকে সে সময় মারাত্মক বিপত্তিতে ছিল বাংলাদেশ। জ্বালানি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎসহ উৎপাদন উপকরণের সংকট দিনে দিনে বাড়ছিল। ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর উৎপাদন কমে দাঁড়িয়েছিল অর্ধেকে। শুরুর পাঁচ মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় সবগুলো কাপড়ের কল। একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় এক-পঞ্চমাংশ পাটকল। এ অবস্থায় আমদানি ও সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য বাণিজ্য অবকাঠামোগুলোকে দ্রুত সচল করে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দর ও এর আশপাশে অসংখ্য নৌ-মাইন স্থাপন করে রেখেছিল পাকিস্তানিরা। এতে বন্দরে জাহাজ ভেড়া দূরের কথা, এর আশপাশেও নৌচলাচল হয়ে পড়েছিল অসম্ভব। আবার বন্দরের ১৮টি মুরিং বা নোঙর করার স্থানের মধ্যে ১২টিই যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে পড়েছিল।

এ অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘিরে দুই বছর ধরে মাইন অপসারণ কার্যক্রম চালায় সোভিয়েত নৌবাহিনীর একদল নাবিক ও প্রকৌশলী। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে মাইন অপসারণ কার্যক্রম শুরু হয়। আট শতাধিক সোভিয়েত নৌ-সেনার প্রচেষ্টায় তিন মাসের মধ্যেই বন্দর কার্যক্রম শুরুর উপযোগী হয়ে ওঠে। তবে বন্দরকে পুরোমাত্রায় সচল করতে তাদের প্রয়াস চালাতে হয়েছে ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত। বন্দরটিকে সচল করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ইউরি রেডকিন নামে এক সোভিয়েত নাবিক।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি পশ্চিমা বিভিন্ন দেশও বাংলাদেশের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে কানাডা থেকে সহায়তা এসেছিল ৪৫ মিলিয়ন (সাড়ে ৪ কোটি) ডলার। ২৭ মিলিয়ন (২ কোটি ৭০ লাখ) ডলার এসেছিল সুইডেন থেকে। নরওয়ে দিয়েছিল ১২ মিলিয়ন (১ কোটি ২০ লাখ) ডলার। এছাড়া জাপান ১১ মিলিয়ন (১ কোটি ১০ লাখ), যুক্তরাজ্য ৯ মিলিয়ন (৯০ লাখ) ও ফ্রান্স ৪ মিলিয়ন (৪০ লাখ) ডলার সহায়তা দিয়েছিল। সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের দেশগুলোর মধ্যে যুগোস্লাভিয়া থেকে সহায়তা এসেছিল ৭ মিলিয়ন (৭০ লাখ) ডলারের। এর বাইরেও অন্যান্য দেশ থেকে ৯৭ মিলিয়ন (৯ কোটি ৭০ লাখ) ডলার সহায়তা পেয়েছিল বাংলাদেশ। - আনিকা মাহজাবিন, বণিকবার্তা

৭ বছর ধরে বাংলাদেশের

৫ পৃষ্ঠার পর

বলেছে, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিম্নমানের ঝুঁকিতে রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে রিজার্ভ বেড়েছে। ফলে ওই সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা বেড়েছে। ওই সময়ে রিজার্ভ বেড়েছে, কিন্তু বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধির হার ছিল কম। যে কারণে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমেছে। ২০১২ সালের রিজার্ভ ও ঋণের অনুপাত ছিল ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে এই অনুপাত আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশে, ২০১৪ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশে। একই কারণে ২০১৫ সালেও রিজার্ভ ও বৈদেশিক ঋণের অনুপাত বেড়ে ৭১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশে। এরপর থেকে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে বেশি হারে। কিন্তু সে তুলনায় রিজার্ভ বেড়েছে কম। এ কারণে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমতে থাকে। যে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমে ৬৫ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৮ সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় ৫৬ দশমিক ১ শতাংশে। ২০১৯ সালে আরও কমে দাঁড়ায় ৫২ দশমিক ৩ শতাংশে। ২০২০ সালে দেশের রিজার্ভ বেড়েছে, কিন্তু ঋণ তেমনটা বাড়েনি। এ কারণে আগের দুই বছরের তুলনায় এ অনুপাত আবার বেড়ে ৫৮ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২১ সালে রিজার্ভ বেড়ে রেকর্ড গড়লেও ঋণও বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণে। এ কারণে ওই বছরে রিজার্ভ ঋণের অনুপাত আবার কমে ৫০.৫ শতাংশে নেমে যায়। ২০২২ সালে তা আরও কমে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশে নামে।

গত ১১ বছরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ওই সময়ে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমেছে ৩২.১ শতাংশ। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমেছে ৪৮ শতাংশের বেশি।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশের বর্তমান নিট রিজার্ভ ১ হাজার ৯১৭ কোটি ডলার। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৯০০ কোটি ডলারে। নিট রিজার্ভের হিসাবে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত ১৯.৩৬ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০১২ সালে দেশের বৈদেশিক ঋণ ছিল ২ হাজার ৯১৬ কোটি ডলার। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৭০১ কোটি ডলারে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত অক্টোবর পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ বেড়ে ৯ হাজার ৯০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে যে ডলার সংকট দেখা দিয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের বাড়তি চাপ। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিকল্পনা করে পরিশোধ করা সম্ভব হলেও স্বল্পমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। যে কারণে ডলারের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, এদিকে মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের অনুপাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

যে কারণে আবারও ক্ষমতায়

৫ পৃষ্ঠার পর

মাস বাকি। এর আগে রয়টার্স আগামী নির্বাচনে ট্রাম্পের মনোনয়ন ও তার ডেমোক্র্যাটিক প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের বিরুদ্ধে জয়ের চারটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছে।

জো বাইডেন সরকার বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলের চেয়ে বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভালো আছে। যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে বেকারত্বের হার ও মুদ্রাস্ফীতিতে দেশটির উন্নয়ন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা ছাড়ার সময় দেশে বেকারত্বের হার ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থাকলেও তা ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন ৩ দশমিক ৯-এ নেমে এসেছে। এ ছাড়া ২০২২ সালের জুনে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে পৌঁছালেও অক্টোবর পর্যন্ত তা ৩ দশমিক ২ ছিল। কিন্তু দেশটির অনেকেই বলছে, তরুণ ভোটারসহ জনগণের বড় একটি অংশ জো বাইডেন নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে আয়ের সঙ্গে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির তুলনামূলক অস্বাভাবিক পার্থক্যে এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়।

বাইডেন যখন দেশটির অর্থনীতি নিয়ে কথা বলেন, তখন মার্কিনীরা অর্থনৈতিক সূচক নয় বরং তাদের সামর্থ্য-সক্ষমতার কথা ভাবেন। মতামত জরিপগুলোতে দেখা যায়, ভোটাররা বরং রিপাবলিকান আমলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বেশি ভালো হিসেবে দেখছেন। যদিও ট্রাম্প আগামী নির্বাচনে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন না।অর্থনীতির বাইরেও দেশটির ভোটারদের মনে নানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। যেমন- শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকট। ট্রাম্প শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের ক্ষেত্রে একটু বেশি সচেতন ছিল। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য আর সাংস্কৃতিক প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী। তা ছাড়া জরিপে দেখা যায়, ভোটাররা দেশটিতে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। একই সঙ্গে তারা মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপক প্রবেশ নিয়েও বিচলিত। ট্রাম্প এসব ভীতি দূর করতে বেশ পারদর্শী। যদিও তিনি নিজেকে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থেকে আসা একজন হিসেবে উপস্থাপন করছেন। কিন্তু ট্রাম্প খুব ভালোভাবেই সমস্যা তৈরি করে আবার সহজেই তা সমাধানও করতে পারেন।

ট্রাম্প-বাইডেনের ২য় নির্বাচনী লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি-জরীপে ইঙ্গিত

পরিচয় ডেস্ক: আগামী বছর দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী দৌড়ে নামছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ধারণা করা হচ্ছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। সম্প্রতি পরিচালিত জনমত জরিপে পাওয়া যাচ্ছে এমন তথ্য।নতুন এ জরিপে জনসমর্থনের দিক থেকে বাইডেনের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে বাইডেনকে সমর্থন দিয়েছেন প্রায় ৩৬ শতাংশ মার্কিন ভোটার, আর ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন ৩৮ শতাংশ। ২৬ শতাংশ ভোটার কাকে সমর্থন করবেন সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি।

৫ থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে পরিচালিত এক জরিপে ৪ হাজার ৪১১ জনের মতামত নেয়া হয়। জনমত জরিপ বলছে, রিপাবলিকান শিবিরে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

এদিকে, নতুন হুমকি হয়ে উঠছেন রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র, যিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। জনসমর্থনের দিক দিয়ে তাকে বাইডেনের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জরিপে বহু ভোটারের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো বাইডেন-ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে দেখা গেছে অনীহা । ১০ জনের মধ্যে ৬ জন মার্কিনিই বলেছেন, তারা দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তৃতীয় কাউকে চান তারা। এই তৃতীয় বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইতিমধ্যে তিনি কাগজপত্র দাখিল করেছেন। সাম্প্রতিক একটি জরিপে কেনেডি জুনিয়রকে বাইডেন এবং ট্রাম্পের পাশাপাশি ২২ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেতে দেখা গেছে। জরিপটিতে ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী তরুণ ভোটারদের মধ্যে কেনেডি জুনিয়রের সমর্থন বেশি। খবর রয়টার্সের

সংগীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল আর নেই

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিবেশন করেছিলেন অনুপ ঘোষাল। মূলত নজরুলগীতি এবং শ্যামাসংগীতের জন্য সংগীত জগতে বিপুল প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও বাংলা, হিন্দি-সহ নানা ভাষার ছবিতে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তিনি।

সাড়ে চার মাসে বিএনপির দেড়

৫ পৃষ্ঠার পর

রায়গুলো দিয়েছেন। ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ দুই বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। দণ্ডিত ১১৯ জনের মধ্যে আছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম, হাজারীবাগ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ, বনানী থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান।

যে ছয়টি মামলায় বুধবার রায় দেয়া হয়েছে তারমধ্যে পাঁচটি মামলার বাদি পুলিশ এবং ২০১৮ সালে দায়ের করা, আর একটি মামলা ২০১৩ সালের। মামলাগুলোর মধ্যে দুইটি উত্তরখান থানায় আর বাকি চারটি মামলা ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী ও কামরাঙ্গিরচর থানার। ওইদিন হাজারিবাগ থানার আরেকটি মামলায় সবাইকে খালাস দেয়া হয়েছে। মামলাগুলোতে মূল অভিযোগ পুলিশের কাজে বাধা দেয়া, হামলা ও ভাঙচুর। বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়ে ওই ঘটনাগুলো ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়। আদালত থেকে পাওয়া তথ্য মতে, এনিয়ে গত সাড়ে চার মাসে ৭৩ মামলায় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের কমপক্ষে এক হাজার ১৪৫ জন নেতা-কর্মীর সাজা হলো। জামায়াতের কিছু নেতা-কর্মীও দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন। কয়েকজন আছেন যারা একাধিক মামলায় সাজা পেয়েছেন।

বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল জানান, ''আমার জানা মতে গত আড়াই মাসেই এক হাজার ২৬ জনকে দণ্ড দেয়া হয়েছে ৬৯টি মামলায়। এই মামলাগুলো ২০১৩-১৪ এবং ২০১৮ সালের। মামলাগুলোর কথিত অভিযোগ হলো পুলিশের কর্তব্যকর্মে বাধা এবং নাশকতার। মামলাগুলো আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি চলার সময়ে। বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের মধ্যম পর্যায়ের নেতারাই মূলত এইসব মামলার আসামি।

তার দাবি, ''গুম হওয়া, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের সাজা দেয়া হচ্ছে। এমনকি উচ্চ আদালতের বিচার স্থগিত করা মামলায়ও সাজা দেয়ার একটি নজির আমরা পেয়েছি। তাই বলা হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়াকে এখন কবরে পাঠানো হচ্ছে। এটা বিচারের নামে পলিটিক্যাল ট্রায়াল।

তিনি অভিযোগ করেন,''মামলাগুলোর রায় রাজনৈতিক কারণে দেয়া হচ্ছে। ঠিক মত সাক্ষীও নেয়া হচ্ছেনা। বিচারক শুধু রায় পড়ছেন। কয়েকটি কোর্ট এই কাজ করছে। আদালতকে ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন ছাড়া আরো উদ্দেশ্য হলো এরা যেন কোনো পর্যায়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারেন। সেজন্য অধিকাংশকেই দুই বছরের বেশি জেল দেয়া হচ্ছে।সাগর-রুনি হত্যার বিচার হয় না বছরের পর বছর। দুর্নীতি ও ব্যাংক লুটপাটের মামলার বিচার হয় না। কিন্তু বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার স্পিডি ট্রায়াল হচ্ছে। এটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ বলেন, ''আমরা ধারণা করেছিলাম সংবাদমাধ্যমের লেখালেখি ও সমালোচনার কারণে এই ধরনের বিচার বন্ধ হবে। কিন্তু সেটা বন্ধ না হয়ে কিছু রাজনৈতিক মামলার বিচার আরো স্পিডি হচ্ছে। তাতে আমার মনে হচ্ছে শক্ত পরিকল্পনা করেই এই কাজ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও জনগণকে মুখোমুখি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভাল না।

তিনি বলেন,''বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা,তদন্ত ও বিচার এক ধরনের লাইনে চলে। আর যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের জন্য আরেক ব্যবস্থা। দুই লাইনে চলার কারণে মানুষ মনে করে আদালতকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর মানুষের এই যে ধারণা তা দূর করতে সরকারও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেনা।

তবে ঢাকা মহানগন দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আবু দাবি করেন, ''রাজনৈতিক কারণে কাউকে দণ্ড দেয়া হচ্ছে না। যাদের বিরদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হচ্ছে তারাই দণ্ডিত হচ্ছেন।

পর্যাপ্ত সাক্ষ্য গ্রহণ না করে রায় দেয়ার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করে বলেন, ''হঠাৎ কোনো রায় হচ্ছে না। মামলাগুলো পুরানো। দীর্ঘদিন ধরেই বিচার কাজ চলছিল। এখন রায় হচ্ছে।

মৃত ও গুম হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আসামিরা পলাতক অবস্থায় মারা গেলে তা তো আদালতকে জানাতে হবে। না জানালে আদালত জানবেন কীভাবে? হাইকোর্ট যদি কোনো মামলার বিচারকাজ স্থগিত রাখার আদেশ দেন তাও বিচার আদালতকে জানানো আসামি পক্ষের দায়িত্ব।-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

যেভাবে বুঝবেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিতে পারেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। একটু খবর দেখা, অনলাইনে কেনাকাটা করা বা বন্ধুদের ছবি ও ভিডিও দেখা- এমন বিভিন্ন কারণে আমরা কয়েক মিনিট পরপর ফোন দেখি। আমাদের অনেকেই ফোন ছাড়া কোথাও যাই না। সবসময় আমরা ফোনে বুঁদ থাকি।

সমস্যা হলো: আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও আমাদের ফোন নিয়মিত কাজ করে। সাইকোলজিস্ট দুনিয়া ফস বলেন, আমাদের মস্তিষ্ক পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় না। ''আমাদের মস্তিষ্কে এমন একটা সিস্টেম আছে যেটা, আমরা যখন ভালোকিছু করি সেই অনুযায়ী আমাদের পুরস্কার দেয়: যেমন মিষ্টি.. খাবার.. ভালো মুভি দেখা.. প্রেমে পড়া। আমরা ফোনে যে চ্যাট আর ছবি দেখি তারও একইরকম প্রভাব আছে। তবে সময়ের সাথে সেটা কমে যায়। আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমের কার্যকারিতা ক্রমেই কমতে থাকে- যে কারণে আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন হয়। তখন আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি, বলেন তিনি।

এ কারণে আমাদের মধ্যে একাগ্র থাকার মানসিকতা কমে যাচ্ছে, ক্লান্তি ভর করছে। স্মার্টফোনে আসক্তি এমনকি বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধির দিকেও নিয়ে যেতে পারে। অ্যাপ ও পোর্টালের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার বিষয়টি এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে।

পরামর্শক ইয়ুস্টুস ম্যোলেনব্যার্গ বলেন, ''আমাদের প্রতিদিনকার জীবন সহজ করতে ফোন আর অ্যাপ ব্যবহার আরও সহজ করতে কাজ করছেন এই খাত সংশ্লিষ্ট মানুষেরা। ফোনে নতুন রেসিপি দেখা হোক কিংবা ওয়ার্কআউট। অনেক জরিপে দেখা গেছে, আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় দিন দিন বাড়ছে।

একজন জার্মান মাসে গড়ে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। অনেক মানুষ দিনে দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোনে থাকেন। এটি একধরনের বাধ্যতামূলক আচরণ হয়ে উঠেছে। কোনো বিষয় সম্পর্কে হালনাগাদ থাকতে না পারার ভয়টা অনেক বড়। ''যেমন ইনস্টাগ্রাম রিলসের সেটিংসে গিয়ে আপনি ৫, ৬ বা ৮ ঘণ্টা বেঁধে দিতে পারেন। কিন্তু আমাকে সেটা দেখতে হবে। আরেকটা বিষয় হলো, মানুষ এখন দেখতে পারে যে, আমি বার্তাটি দেখেছি- যেমন হোয়াটসঅ্যাপে নীল টিক, এবং এটা ডিফল্ট সেটিং। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার একটা সামাজিক চাপ থাকে, কারণ সম্পর্কটা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা দেখানো প্রয়োজন্ব বলেন ম্যোলেনব্যার্গ। মহামারির সময় স্মার্টফোনের ব্যবহার আরও বেড়েছে, কারণ লকডাউনের সময় সামাজিক যোগাযোগ সীমত ছিল।

আপনার হাতে স্মার্টফোন না থাকলে কি সেটি সমস্যার মনে হয়? মানুষের সঙ্গে দেখা করার গুরুত্ব কি আপনার কাছে কমে যাচ্ছে? মিডিয়ার ব্যবহার যে আর আপনার জন্য স্বাস্থ্যকর অবস্থায় নেই, এগুলো তার লক্ষণ।

অ্যাপ মুছে ফেলা, আর সপ্তাহান্তে স্মার্টফোন ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন। আপনার ক্ষেত্রে কোনটা কাজ করে সেটি বের করা এবং প্রলোভন এড়াতে শেখা গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ুস্টুস ম্যোলেনব্যার্গ বলেন, ''নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি যে মিডিয়া ব্যবহার করছেন তাতে আনন্দ পাচ্ছেন কিনা। বিষয়টি আপনি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যেমন স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে। সেই সময় শেষ হলে আপনার ফোনের রং ধূসর করে দিন, যেন অতটা বিভ্রান্তকর না থাকে। কিংবা নোটিফিকেশন মিউট করে দিন, যেন আপনার মনোযোগ নিয়মিত অন্যদিকে চলে না যায়।

তাহলে আপনার সুখি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। ভার্চুয়াল জগতের চেয়ে বাস্তব জগৎ অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

১ লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল পেল বাংলাদেশি স্টার্টআপ 'দ্রুতলোন'

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সমর্থ হয়েছে। এই বিনিয়োগ এসেছে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আছেন গোজায়ান এর সিইও রিদওয়ান হাফিজ ও সিঙ্গাপুরের টুস্ট্যালিয়ন্স ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির সহপ্রতিষ্ঠাতা রাজি শাহসহ অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, দ্রুতলোন নামের ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম বেশ বড় পরিসরে সেবা নিয়ে এসেছে যার মধ্যে আছে স্থানীয় এমএসএমই (অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি) প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করে আনা। দ্রুতলোনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল, তাদের সেবা গ্রহণ করতে বারবার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন পাওয়া তহবিলের সদ্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি আরও এক হাজার এসএমই সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যার ফলে ব্যবসার জন্য ঋণ নেওয়া আরও সহজ হবে এবং দেশের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা আরও অবদান রাখতে পারবেন। ছবিতে বাম থেকে দ্রুত লোনের কর্মকর্তা তুষার আহমেদ, আবদুল গাফফার সাদী এবং শহীদুল ইসলাম

এক ক্লিকেই অপ্রয়োজনীয় ই-মেইল ডিলেট করুন

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ডিলিট করা বেশ কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। দরকার সহজ উপায়। চলুন তা জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই জিমেইলে লগ ইন করুন। একেবারে ওপরে সার্চ বারে গিয়ে যেই সেন্ডারের ইমেইল ডিলেট করতে চান সেই অ্যাড্রেস লিখুন। ওই সেন্ডারের পাঠানো সব মেইল সিলেক্ট করতে পারেন। অথবা কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত ইমেইল ডিলেট করতে চান সেই অপশন সিলেক্ট করা যাবে

সিলেক্টের পর ইনবক্সের একদম ওপরে থাকা চার কোনা আকৃতির চেকবক্সে ক্লিক করুন। সেখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলেটে ক্লিক করুন। এরপর ট্র্যাশ আইকনে ক্লিক করতে হবে। ট্র্যাশের সব ইমেইল সিলেক্ট করে পারমানেন্টলি ডিলিট করুন। এ ছাড়া ইনবক্সের একেবারে সব ইমেইল একবারে ডিলিট করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমে জিমেইল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন। তারপর আপনার ইনবক্সের একদম ওপরে একটি চেকবক্সে ক্লিক করতে হবে। এর সাহায্যে পেজের সমস্ত মেইল সিলেক্ট করে একবারে ডিলেট করা যায়। তবে এই সবকিছু ডিলেট করার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে কোনো প্রয়োজনীয় মেইল ডিলেট না হয়ে যায়। সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

কেন অনেক অভিবাসী কানাডা ছাড়ছেন

৫৮ পৃষ্ঠার পর

থাকার লড়াইয়ে। উত্তর আমেরিকার এই দেশে জীবনযাপনের খরচ অনেক। আছে বাড়ির স্বল্পতা। অভিবাসীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ার মধ্যে নতুন আগত যাঁরা এই দেশকে নিজের বাসভূমি বানাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন কানাডার দিকে পেছন ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।

কানাডার জনসংখ্যা কমছিল। বাড়ছিল বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। পরিস্থিতি সামলাতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার অভিবাসনকে বেছে নেয় প্রধানতম হাতিয়ার হিসেবে। এ কৌশল কাজে দিয়েছে। দেশটির অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠেছে। সরকারের পরিসংখ্যানবিষয়ক দপ্তর স্ট্যাটিসটিকস কানাডা জানিয়েছে, গত ছয় দশকের মধ্যে কানাডার জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে।

তবে ঘড়ির কাঁটা ধীরে হলেও উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। ২০২৩ সালের প্রথম ৬ মাসে ৪২ হাজার মানুষ কানাডা ত্যাগ করেছেন। ২০২২ সালে কানাডা ছাড়েন ৯৩ হাজার ৮১৮ জন, তার আগের বছর ৮৫ হাজার ৯২৭ জন দেশটি ছেড়েছিলেন বলে সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে।

অভিবাসীদের কানাডা ত্যাগের সংখ্যা গত দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ২০১৯ সালে। অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করেড়এমন প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ (আইসিসি) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। মহামারির সময় এই সংখ্যা কমে এলেও স্ট্যাটিসটিকস কানাডার তথ্য বলছে, এ প্রবণতা আবার বাড়ছে।

ওই বছরে ২ লাখ ৬৩ হাজার মানুষ কানাডায় আসেন স্থায়ীভাবে থাকতে। সুতরাং কানাডা ত্যাগ করা মানুষের সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম। তবে কিছু বিশ্লেষক কানাডা ত্যাগের ক্রমবর্ধমান এই সংখ্যা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন।

যে দেশ গড়েই উঠেছে অভিবাসনের ওপর ভিত্তি করে, সেখানে মানুষ দেশটি ছেড়ে চলে যাচ্ছেনড়বিষয়টিই ট্রুডো সরকারের মূল একটি নীতিকে রীতিমতো অবমূল্যায়নের ঝুঁকিতে ফেলেছে। গত ৮ বছরে কানাডায় ২৫ লাখ মানুষ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। রয়টার্স অন্তত ছয়জনের সঙ্গে কথা বলেছে, যাঁরা জীবনযাত্রার উঁচু ব্যয়ের কারণে কানাডা ছেড়ে চলে গেছেন অথবা যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন। তাঁদের একজন কারা। এই নারী ২০২২ সালে হংকং থেকে কানাডায় এসেছিলেন শরণার্থী হিসেবে। টরন্টো শহরের পূর্বাঞ্চলে স্কারবরোতে তিনি এক রুমের একটি বেজমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট থাকেন, যার জন্য তাঁকে ভাড়া গুনতে হয় ৬৫০ কানাডিয়ান ডলার, যা ৪৭৪ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। তিনি মাসে যা আয় করেন, তার ৩০ শতাংশই খরচ করতে হয় বাসাভাড়ার পেছনে।

২৫ বছর বয়সী এই নারী বলেন, 'পশ্চিমা একটি দেশে বাস করতে গিয়ে আপনাকে বেজমেন্টের একটি রুমে থাকতে হবে, এটা আমি জীবনেও ভাবিনি।' তিনি তাঁর আসল নাম জানাননি, কারণ সম্প্রতি বাতিল করা এক্সট্রাডিশন বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ২০১৯ সালে তিনি হংকং থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

কারা তিনটি খণ্ডকালীন কাজ করেন। প্রতি ঘণ্টায় তিনি পান ১৬ দশমিক ৫৫ কানাডিয়ান ডলার, যা অন্টারিও প্রদেশে সর্বনিম্ন বেতন। এরপর তিনি বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, 'আমাকে প্রতিটি পাইপয়সা খরচ করতে হচ্ছে।' হংকংয়ে থাকতে তিনি মাসিক আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমাতে পারতেন।

জীবনযাত্রার ব্যয়

১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা ছিল কানাডার মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুসারে, এই হার এখন শূন্য দশমিক শূন্য ৯; যদিও এই হার এখন কম, আইনজীবী ও অভিবাসন পরামর্শকেরা সতর্ক করে বলছেন, এই সংখ্যা বেড়ে গেলে কানাডা যে নতুন আগত মানুষের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যড়এ ধারণা মার খাবে। আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যানিয়েল বার্নহার্ড বলেন, অভিবাসীদের প্রথম বছরগুলোয় একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে তাঁরা থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অভিবাসীরা মূলত যে বিষয়ের দিকে আঙুল তাক করছেন, তা হলো আকাশে উঠে যাওয়া আবাসন খরচ। অন্য আরেকটি দেশে চলে যাওয়ার পেছনে এটিকেই প্রধান কারণ হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। কানাডায় বাড়ির মালিক হতে হলে গড়ে একটি পরিবারের আয়ের ৬০ শতাংশ বাড়ির পেছনে প্রতি মাসে খরচ করতে হয়। ভ্যাঙ্কুভার শহরের ক্ষেত্রে এই ব্যয় ৯৮ শতাংশ আর টরন্টোর ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ।

তিন দশক আগে মিয়ানমার থেকে কানাডায় পাড়ি জমিয়েছিলেন মিয়ো মং। ৫৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন একজন সফল আবাসন এজেন্ট ও রেস্তোরাঁর মালিক। কিন্তু তিনি তাঁর অবসরজীবন থাইল্যান্ডের মতো কোনো দেশে কাটাতে পরিকল্পনা করছেন, কারণ তাঁর অবসরকালীন আয় দিয়ে তিনি কানাডার জীবনযাত্রার উঁচু ব্যয় মেটাতে পারবেন না। ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর রাজনীতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিল ট্রিয়াডাফিলোপোলাস অভিবাসন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, অভিবাসন দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে আবাসনসংকট দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে যাঁদের হাতে বিকল্প আছে, তাঁরা হয় অন্য দেশে যাচ্ছেন অথবা মনে করছেন যে কানাডা যথেষ্ট দেখা হয়েছে, এবার বাড়ি ফেরা যাক।' গত মাসে ট্রুডো সরকার নতুন নীতি নিয়েছে। এর আওতায় ২০২৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ মানুষ কানাডায় নতুন বসতি স্থাপন করতে পারবেন। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো আবাসন খাতের ওপর চাপ কমানো। তবে অনেকেই মনে করছেন, এ পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় এবং অনেক দেরি করে এটা নেওয়া হয়েছে। জাস্টিনাস স্ট্যানকুস ২০১৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর অধীন ডক্টরেট করতে লিথুয়ানিয়া থেকে কানাডা এসেছিলেন। তিনি এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশে থিতু হতে চান।

তাঁর মতে, ওই সব দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় কম এবং একই সঙ্গে তিনি সেখানে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবেন। এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৩০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এখন দুই হাজার কানাডিয়ান ডলার খরচ করেন। তিনি বলেন, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে এমনকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তিনি কিনতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, 'একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী যে অর্থ হাতে পান, তাতে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' হংকংয়ের কারা অনুভব করেন, তিনি যেন কানাডায় অনেকটা আটকা পড়ে গেছেন এবং ফিরতে পারলে বাঁচেন। তিনি বলেন, 'আমি যখনই কানাডা ছাড়ার সুযোগ পাব, সেই সুযোগ আমি নেব।'

দীর্ঘমেয়াদে কভিডের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় ফ্লু

৫৮ পৃষ্ঠার পর

পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমন তথ্য পাওয়া গেছে। দ্য গার্ডিয়ানে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ফ্লু আক্রান্ত হয়ে যারা হাসপাতাল ভর্তি হয়েছেন তারা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন। তাদের অবস্থা অনেকটা লং কভিড বা দীর্ঘমেয়াদি কভিড আক্রান্তদের মতো। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মিসৌরির ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল এপিডেমিওলজিস্ট ডা. জিয়াদ আল-আলী।

গবেষণায় বলা হয়, দীর্ঘমেয়াদি ফ্লুর লক্ষণগুলো কভিডের তুলনায় ফুসফুসকে বেশি আক্রান্ত করে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম ৩০ দিনের তুলনায় সংক্রমণের পরের মাসগুলোতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়। ওই সময়ে মৃত্যু ও শারিরীক দুর্বলতার ঝুঁকি বেশি থাকে। তখন দীর্ঘ ফ্লুর লক্ষণগুলো ফুসফুসে কেন্দ্রীভূত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এর মধ্যে রয়েছে কভিড রোগীদের তুলনায় বেশি শ্বাসকষ্ট বা কাশি। এছাড়া ক্লান্তি, কার্ডিওভাসকুলার, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ও স্নায়বিক সমস্যার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পরবর্তী মাসগুলোতে যা অন্যান্য অঙ্গে প্রভাব ফেলে।

ডা. জিয়াদ বলেন, এটি সুস্পষ্ট যে সাধারণ ফ্লুর চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্লু খারাপ। আর কভিডের চেয়ে খারাপ দীর্ঘমেয়াদি কভিড। কভিড থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার হার পর্যবেক্ষণ করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষণার জন্য ডা. জিয়াদ ও তার সহকর্মীরা কভিড নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এমন ৮১ হাজার ২৮০ জন রোগীর মেডিকেল রিপোর্ট বিশ্লেষণ করেন। এছাড়া মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নেয়া ১০ হাজার ৯৮৫ জনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন তারা। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সংস্থানের ৯৪টি স্বাস্থ্য সমস্যার তথ্য পাওয়া যায়। আর গবেষণার মেয়াদ ছিল প্রায় ১৮ মাস।

ল্যানসেটের সংক্রামক রোগ বিষয়ক সাময়িকীতে প্রকাশিত এ গবেষণায় দেখা যায়, কভিড রোগীরা পরবর্তী ১৮ মাসে মৃত্যু বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হলেও উভয় সংক্রমণই শারীরিক অক্ষমতা ও রোগের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বহন করে।

জিয়াদ আল-আলী বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করা। এটি টিকা দেয়ার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া কভিডের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ। দ্য গার্ডিয়ান

রিজার্ভ সংকটে বাংলাদেশে

১১ পৃষ্ঠার পর

ড. শামসুল আলম বলেন, দেশে বর্তমান রিজার্ভ সংকট রয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি। যদিও ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়ে আসছে। এই মুহূর্তের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসা উচিত। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি রিজার্ভ বাড়াতেও সহায়তা করে। সেখানে বিদেশ থেকে আসার সময় বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত না।

শুধু বৈদেশিক মুদ্র না, স্বর্ণের বার আনার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন শামসুল আলম। তিনি বলেন, স্বর্ণ বার এবং কয়েন দেশের সম্পদ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূল্য সংযোজন করে। এ বিষয়ে অনেকে বলতে পারেন এটার অবাধ সুযোগ দিলে ভারতে পাচার হয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়ে সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, যেহেতু অর্থনীতি এখন কিছুটা অস্থিতিশীলতার মধ্যে আছে। তাই বিদেশি ঋণ নেওয়ার সময় কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশ থেকে বেসরকারি খাতের ঋণ গ্রহণে কিছু সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুপারিশও করেন তিনি।

সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম আরো বলেন, বর্তমান মূল্যস্ফীতির কারণ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া। চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই মূল্যস্ফীতি হয়নি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হলেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান, আগামী জুন মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশে নেমে আসবে। ব্যাংক খাত থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে প্রতিদিন ৭০০-৮০০ কোটি টাকা ঢুকছে। ঋণ আরও খরুচে করা হয়েছে। এতে গত মাসে মূল্যস্ফীতি কমেছে।

বাংলাদেশে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছাড়া হবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন, 'ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা হবে না। তবে ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম বাজারের প্রকৃত দামের কাছাকাছি রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ডলারের দাম যাতে একটা সীমার মধ্যে ওঠানামা করে, এ জন্য একটা পদ্ধতি বের করতে কাজ চলছে। দেশীয় অর্থনীতিবিদের পাশাপাশি এতে বিদেশি অর্থনীতিবিদদেরও সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, দু-তিন মাসের মধ্যে এই পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে।'

ঋণ পরিশোধ না করা কালচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে

ঋণ পরিশোধ না করা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। তিনি বলেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা লাগবে না; এমন চিন্তা একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকের ঋণখেলাপি সমস্যা এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও জনান তিনি।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নর আরও বলেন, ব্যাংকগুলোতে সুশাসন এবং অপর্যাপ্ত সম্পদও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ঝুঁকি নিরসনে ঝামেলা হচ্ছে। ঋণখেলাপি কমানোর জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে জানিয়ে গভর্নর বলেন, এটা নিয়ন্ত্রণে সামনে থেকে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ শুরু করব। কারা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি আমরা।

তিনি বলেন, ব্যাংক খাতে এই মুহূর্তে তিনটি সমস্যা আছে। এগুলো হলো- সুশাসনের অভাব, খেলাপি ঋণ এবং ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এভাবেই ব্যাংক খাতের সমস্যা চিহ্নিত করেছে।

আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, মূলত চার কারণে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। ব্যাংকগুলোতে সুশাসনের অভাবে অনেক ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এ ছাড়া বহু পুরোনো খেলাপি ঋণ আছে। বছরের পর বছর এসব ঋণখেলাপি হয়ে আছে। অন্যদিকে ঋণখেলাপি হওয়ার সংস্কৃতিও আছে। তাদের মনোভাব এমন, ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিলেও চলবে। সর্বশেষ কারণ হলো, কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ বেড়েছে। খেলাপি ঋণ কমাতে আমরা পরিকল্পনা করছি।

অনুষ্ঠানে গভর্নর আরো বলেন, চলতি হিসাবে আগে ঘাটতি থাকলেও ইতিমধ্যে এই হিসাবে উদ্বৃত্ত হয়েছে। মূল সমস্যা এখন আর্থিক হিসাব নিয়ে। এই সমস্যা এসেছে বহিঃস্থ খাত থেকে। বিদেশি বিনিয়োগ ও স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ কমে যাওয়ায় এবং ঋণ পরিশোধ বেড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ এটা উদ্বৃত্ত হলে ডলারের দামের ওপর চাপ কমে আসবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার প্রশ্নে গভর্নর বলেন, 'জাতীয় সংসদ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, সেটার ব্যবহার আমি করছি কি না, সেটাই বড় বিষয়। যে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, সেটা নিয়ে চিৎকার করে লাভ নেই। আমাকে আইনে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে। এটা প্রয়োগ করছি কি না, সেটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।'

আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। সুদের হার বিবেচনায় নিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ৫২ বছর পর মুদ্রানীতি কমিটির পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার ঠিক করা ও খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা।

আর্থিক খাতের সমস্যা নিয়েও কথা বলেন আব্দুর রউফ তালুকদার। তিনি বলেন, আর্থিক খাতে যেসব ইস্যু আছে, সেগুলোর মধ্যে সুশাসন একটি বড় সমস্যা। পাশাপাশি বড় সমস্যা খেলাপি ঋণ ও অপর্যাপ্ত মূলধন। খেলাপি ঋণ তৈরি হয় সুশাসন না থাকায়। এ ছাড়া পুরোনো ঋণ টেনে আনা হচ্ছে। রাষ্ট্র খাতের ব্যাংক কিছু সরকারি সেবা দিতে গিয়ে ঝুঁকিতে পড়েছে। এর সঙ্গে তৈরি হয়েছে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার সংস্কৃতি। ফলে ঋণ খেলাপি হচ্ছে। বছরের পর বছর নানা ছাড় দেওয়া হলেও খেলাপি ঋণ শুধু বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে এসব ছাড় কোনো কাজে আসেনি। এখন শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। খেলাপি ঋণ কমাতে শিগগির রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে।

আর্থিক খাত ঠিক করতে সরকারের সায় আছে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, 'আমি দেখছি, আর্থিক খাত ঠিক করতে শক্ত রাজনৈতিক অঙ্গীকার আছে। এটা ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনে দেখা গেছে। সরকারি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখন এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ তিনজন পরিচালক হতে পারবেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, কোনো ঘাটতি দেখছি না।'

মূল্যস্ফীতির পেছনে অর্থনীতির পাশাপাশি অ-অর্থনৈতিক বিষয়ও আছে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, 'প্রতিদিন সাত-আট কোটি ডলার বিক্রি করা হচ্ছে। এতে ৭০০-৮০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে চলে আসছে। সুদের হার বাড়ানো ও টাকা ছাপানো বন্ধের মাধ্যমে টাকাকে ইতিমধ্যে মূল্যবান করা হয়েছে। এর প্রভাব আমরা মূল্যস্ফীতি কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি। এই হার আরও কমবে। মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বরে ৮ শতাংশের ঘরে ও আগামী বছরের জুনে ৬ শতাংশের নিচে নেমে আসবে।'- সুত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

বিআইডিএস মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, আশির দশকে আমরা বলতাম, ব্যাংকের পরিচালক হবেন এই খাতের অভিজ্ঞরা। রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকের পরিচালক হবেন না। কিন্তু এখন শুনি, ৯৫ বছর বয়সী একজন নারীকে ব্যাংকের পরিচালক বানানো হয়েছে। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

পেঁয়াজ আমদানি নিয়ে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ

ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে বলে মনে করেন সিনিয়র বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশকে সাত লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। ভারত রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে। তবে দুই দেশের সরকারের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা দিল্লির সঙ্গে কথা বলেছি।

তপন কান্তি ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আলু, ডিম, মুরগি আমদানি বন্ধ আছে। আমদানি বন্ধ থাকলে এবং উৎপাদন কমে গেলে বাজারে সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। তখন এসব খাতের ব্যবসায়ীরা সুবিধা নিতেই পারেন। আবার এসব পণ্য আমদানি বন্ধ করার উদ্দেশ্য হলো, দেশে উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়া। তিনি আরও বলেন, বাইরে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞার কথা শোনা যায়। এটা নিয়ে বেশি কথা বলব না। আমরা নানা ধরনের সংস্কার করছি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, পেঁয়াজের দাম কেন বাড়ল, তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বাণিজ্য সচিব। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো বাজারে গিয়ে বেশি দামে পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে। মানুষ তো এসব ব্যাখ্যা বুঝবে না। অন্যদিকে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ কীভাবে কমানো হবে, সেই বিষয়ে সমাধান কি জানতে চাই।

নির্বাচনের পর দরকার বড় সংস্কার

নির্বাচনের পর শক্তিশালী অর্থনৈতিক সংস্কার করার তাগিদ দিয়েছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। তার মতে, আর্থিক খাতের প্রায় সব জায়গায় ব্যবস্থাপনার সমস্যা আছে। এজন্য অর্থনীতি ভুগছে। নির্বাচনের পর সংস্কারের জন্য ক্ষমতাসীনদের একটি শক্তিশালী দল করা উচিত। ওই দলকে ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি জোর করে সংস্কারের মনোভাব থাকতে হবে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যেসব সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে, সেসব সংস্কার নিজেদের প্রয়োজনেই করা উচিত। তার মতে, মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার, মূল্যস্ফীতি- এসব ঠিক করা জরুরি। এটি তাৎক্ষণিক সংস্কার। আর মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদ জহির বলেন, সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। একটি ভাবাদর্শের ভিত্তিতে এই সংস্কার হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, সংসদে দ্বৈত নাগরিক বসে থাকবেন, তিনি ঋণ পেতে আগ্রহী হবেন। এই ঋণ সহজে দেশের বাইরে চলে যাবে।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক সদিচ্ছা লাগবে। কিন্তু এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো পরিকল্পনা দেখছি না। তাহলে কীভাবে সংস্কার হবে? খেলাপি ঋণ কমছে না, বরং বাড়ছে, কোনো উন্নতি দেখছি না। আবার অনেক সময় নিয়মের মধ্যেই ঋণখেলাপি হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু করার থাকে না। রাজস্ব খাতের সংস্কারে অনেক সময়ে রাজস্ব প্রশাসন থেকেই বাধা আসে বলেও মন্তব্য করেন সেলিম রায়হান।

বর্তমান সংকট মোকাবিলায় নীতি নির্ধারণে সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে একটি স্বতন্দ্র ও স্বাধীন কমিটি গঠন করা উচিত বলে মত দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপারসন মাসুদা ইয়াসমিন।

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে

৯ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ''মানবাধিকার একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো সন্ত্রাসীর মানবাধিকার নিয়েও কেউ কেউ সোচ্চার হয়। কিন্তু সেই সন্ত্রাসী যে এত মানুষ মারল, সেটি নিয়ে কোনো কথাবার্তা নেই। পৃথিবীতে কিছু মানবাধিকার সংগঠন আছে, যেগুলো মূলত মানবাধিকারের ব্যবসা করে।

তিনি আরো বলেন, ''যে সমস্ত বিশ্ব বেনিয়া মানবাধিকারের কথা বলে এবং বাংলাদেশেও যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলেন, ফিলিস্তিনে পাখি শিকার করার মতো মানুষ শিকার করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষসহ দশ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে হত্যা করা হলো, কিন্তু এটি নিয়ে বড় বড় সংগঠনগুলোর কোনো কথা ও বিবৃতি নেই। অথচ তারা বরিশালে একজন আরেকজনকে ঘুষি মারল এবং কোথায় কিছু মানুষ একজনকে ধাওয়া করল সেজন্য বিবৃতি দিল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি, নির্যাতন ও জেলে আটকে রাখা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, ''বিরোধী দল বা ভিন্নমতের যাদের শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে, তারা সন্ত্রাসী। ছবি ও ভিডিও ফুটেজে তাদের নাশকতামূলক কর্মে সম্পৃক্ততার প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অন্যদের মানবাধিকারের শিক্ষা নেওয়া দরকার বলেও মনে করেন তিনি।

এদিকে, বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, ''অ্যামেরিকা বাংলাদেশকে মানবাধিকার শেখাতে আসে। অথচ তাদের চেয়ে বাংলাদেশই বেশি মানবাধিকার মেনে চলে। ভবিষ্যতে অ্যামেরিকাকে মানবাধিকার শেখাবে বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, ''মানবাধিকার সনদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে বাংলাদেশ।

'মানবাধিকার একদম নিম্নতম পর্যায়ে চলে গেছেন: এই বিতর্কের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক ফারুক ফয়সাল বলেন, ''আমাদের এখানে যারা দায়িত্বে আছেন তারা যখন কথাবার্তা বলেন তারা তখন দায়িত্বের কথা ভুলে যান। ফলে দায়িত্বহীনতার মতো কথা শোনা যায়। প্রত্যেকটা কথার একটা ভিত্তি থাকে। তারা যেসব কথা বলছেন তার (সরকারের মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি) কোনোটারই ভিত্তি নেই। এরকম ভিত্তিহীন কথার কোনো মূল্য থাকে না।

তার কথা, ''বাংলাদেশে মানবাধিকার লাল এলাকায় আছে। একদম নিম্নতম পর্যায়ে চলে গেছে। উন্নত দেশগুলো এটা নিয়ে চিন্তিত। দেশের মানুষও চিন্তিত। দেশের মানুষ ভয় পায়। কথা বলতে ভয় পায়। মত প্রকাশ করতে ভয় পায়। একটি দেশ এই পরিস্থিতিতে চলে গেলে তখন সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা বেশ কষ্টকর।

''বাংলাদেশে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে এসেছে। জোরজবরদস্তি করে এসব খর্ব করা হচ্ছে, বলেন তিনি।

'বিরোধী দল ও মত দমন করা হচ্ছেন : মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, ''বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কার্যক্রম দুইভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে। প্রথমত: মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অর্থ ছাড়ে এমন কৌশল নেয়া হচ্ছে যাতে তারা অর্থের অভাবে কাজ করতে না পারে। দ্বিতীয়ত: মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
See translation
পরিচয়
জো বাইডেনের ক্যান্সার টিস্যু অপসারণ, ডাক্তার বললেন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই
সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকেল
GLOBAL MULTI SERVICES INC.
CREDIT REPAIR
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে ভারতকে বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ ঘোষণার আহ্বান ফেডারেল সরকারের অধীন সংস্থার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে আবার আহ্বান জানিয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা সে দেশের একটি সংস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের প্রতি স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার এ আহ্বান জানায় 'ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ)'। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের অধীন সংস্থা। দেশে দেশে ধর্মীয় আচরণসহ ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নজর রাখে সংস্থাটি। ইউএসসিআইআরএফ বলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকার দেশের বাইরে থাকা অধিকারকর্মী, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের মুখ বন্ধ রাখতে যেভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে, তা ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে।

গত ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি অভিযোগ করেছে, ভারত পদ্ধতিগতভাবে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাধীনতা হনন করছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা হননের চলমান এ তৎপরতার কারণে ভারতকে বিশেষ উদ্বেগের দেশ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরকে অনুরোধ করছে ইউএসসিআইআরএফ।

সম্প্রতি কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুন হন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে আরেক শিখ নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এ দুই ঘটনায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগকে গভীর উদ্বেগের বিষয় বলেছেন ইউএসসিআইআরএফের কমিশনার স্টিফেন শেনেক।

সংস্থাটির আরেক কমিশনার ডেভিড কারি বলেছেন, এত দিন শুধু ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নিগ্রহ চলছিল। কিন্তু এখন দেশের বাইরে বসবাসরত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরও নিগ্রহ চলছে। এটা খুবই বিপজ্জনক বিষয়, যা কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ইউএসসিআইআরএফের এ আহ্বানের বিষয়ে জানতে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর ধর্মীয় নিগ্রহের অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে ভারত সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের আওতায় ভারতকে উদ্বেগের দেশ ঘোষণা করার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর পররাষ্ট্র দপ্তরকে সুপারিশ করে আসছে ইউএসসিআইআরএফ। ১৯৯৮ সালে প্রণীত ওই আইনের আওতায় উদ্বেগের দেশ ঘোষণা করা হলে ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা বিশেষ কোনো সুবিধা বাতিল করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য সেটি বাধ্যতামূলক নয়। ২০২০ সালে ইউএসসিআইআরএফ প্রথমবার ভারতকে বিশেষ উদ্বেগের দেশ ঘোষণার সুপারিশ করলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংস্থাটির এমন অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। তখন এ মন্ত্রণালয় ইউএসসিআইআরএফের করা সুপারিশকে 'পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক' বলে বর্ণনা করেছিল।- রয়টার্স

মাথাপিছু জিডিপিতে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ভারতের ২ হাজার ৬১২ ডলার এবং পাকিস্তানের ১ হাজার ৪৭১ ডলার।

এ বিষয়ে সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রগতির সুফল মিলেছে। কোভিডের আগপর্যন্ত স্থিতিশীলভাবে অর্থনীতি এগিয়েছে। শুধু মাথাপিছু আয় নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়নের অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় এখন বাংলাদেশের অর্ধেকের কিছুটা বেশি। মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়িয়েছি কোভিডের সময়। তিনি আরও বলেন, গত দেড় দশকে পরিকল্পনার সঙ্গে বাজেট করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে। এর সুফল মিলছে এখন।

মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু জিডিপি কী : একটি দেশের অভ্যন্তরে যত উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়, তা ওই দেশের সব মানুষকে সমভাবে ভাগ করে দিলে মাথাপিছু জিডিপি হয়। এ আয়ে প্রবাসী আয়সহ দেশের বাইরের আয় যুক্ত হয় না। প্রবাসী আয় ও দেশের বাইরের আয় যুক্ত হলে সেটিকে মাথাপিছু জিডিপি না বলে মাথাপিছু আয় বলা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ের ৯৬ শতাংশই আসে দেশের অভ্যন্তর থেকে।

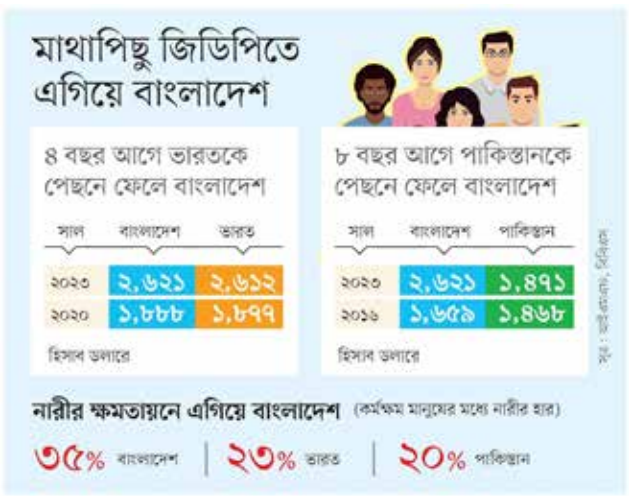

এক দশকে মাথাপিছু আয়ু দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ হিসাবে, এখন মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৩১৬ ডলার। গত এক দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে দ্রুতগতিতে মাথাপিছু আয় বেড়েছে বাংলাদেশে।

৪ বছর ধরে ভারতের ওপরে বাংলাদেশ : মাথাপিছু জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) ক্ষেত্রে টানা চার বছর ধরে ভারতের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। আইএমএফের সর্বশেষ হিসাবে, ২০২৩ সালে এসে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬২১ ডলার। আর ভারতের মাথাপিছু জিডিপি ২ হাজার ৬১২ ডলার।

২০২০ সালে প্রথমবারের মতো মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়িয়ে যায় বাংলাদেশ। ওই বছর বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১ হাজার ৮৮৮ ডলার। আর ভারতের ছিল ১ হাজার ৮৭৭ ডলার। মূলত কোভিডের কারণে কঠোর লকডাউন, ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতিসহ নানা কারণে ভারতের অর্থনীতি বেশ সংকুচিত হয়। এতেই বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। কারণ, কোভিডের মধ্যেও বাংলাদেশের জিডিপি সংকুচিত হয়নি। দুই দশক ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি অনেক বেশি দ্রুত হারে এগিয়েছে। দুই দেশের একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ায় ছেদ পড়তে শুরু করে ২০১৭ সাল থেকে। ভারত অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়ার গতি ধরে রাখতে পারেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি বাড়তেই থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮ শতাংশ হয়ে যায়।

আবার গত ১৫ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ২১ শতাংশ, আর বাংলাদেশের বেড়েছে ১৮ শতাংশ। এসবের প্রভাব পড়েছে মাথাপিছু আয়ে। ২০০৭ সালেও বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ভারতের অর্ধেক। আর ২০০৪ সালে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি ছিল বাংলাদেশের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি।

৮ বছর আগেই পাকিস্তান পেছনে : ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানকে মাথাপিছু জিডিপিতে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ। ওই বছর বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৫৯ ডলার। পাকিস্তানের ছিল ১ হাজার ৪৬৮ ডলার। এরপর আর কোনো বছর পাকিস্তান বাংলাদেশকে ছাড়াতে পারেনি। মাথাপিছু জিডিপি ওঠানামার মধ্যে ছিল দেশটির। সর্বশেষ ২০২৩ সালে এসে পাকিস্তানের মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়ায় ১ হাজার ৪৭১ ডলার।

ক্রয়ক্ষমতায় পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে, ভারতের চেয়ে পিছিয়ে

একটি দেশের মানুষ কতটা সম্পদশালী, তা বোঝার জন্য তাদের ক্রয়ক্ষমতা কেমন, সেটিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। নিজের আয় দিয়ে একজন মানুষ প্রয়োজনীয় কী কী জিনিস কিনতে পারেন, তা দেখা হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে তুলনা করতে ক্রয়ক্ষমতার সমতা বা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির (পিপিপি) ভিত্তিতে জিডিপি এবং মাথাপিছু জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। সেই হিসাবে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আর ভারতের চেয়ে পিছিয়ে।

২০২৩ সালের আইএমএফের হিসাবে, পিপিপি অনুসারে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৮ হাজার ৬৭০ ডলার। ভারত ও পাকিস্তানের যথাক্রমে ৯ হাজার ১৮০ ডলার ও ৬ হাজার ৭৭০ ডলার।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, 'মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকা অবশ্যই খুশির খবর। এটি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক, কিন্তু একমাত্র নয়। মাথাপিছু আয় সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে কি না, বৈষম্য কেমনড়এসবও দেখতে হবে। সেই দিক বিবেচনা করলে ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুসারে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছি।' সেলিম রায়হান মনে করেন, 'অর্থনীতির সক্ষমতার অন্যান্য দিক যেমন রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি, রপ্তানি, অবকাঠামো, ব্যবসায় খরচড়এসব খাতে ভারতের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। এখনো অনেক দূর যেতে হবে।'

মরহুম সিরাজুল আলম খান ছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা , সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নির্লোভ, নিরঅহঙ্কার মানুষ - ড. মোস্তফা সরোয়ার

পরিচয় ডেস্ক: গত আট ই ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক সিটির একটি রেস্টুরেন্টে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের আয়োজনে সংগঠনের আহবায়ক ড. মহসিন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুস্টিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্সের এমিরেটস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার । সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব শাহাব উদ্দীন। আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান , মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ডা: মুজিবুল হক, ওয়ালিউল ইসলাম সেলিম, লিগেল কনসালটেন্ট মুজিবুর রহমান , হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন প্রমুখ।

ড. মোস্তফা সারওয়ার বলেন , আমি ছাত্র জীবন থেকে ই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ছিলাম। বিশেষ করে কাজী আরেফ আহমেদ ,,সিরাজুল আলম খানের খুব প্রিয় ছিলাম। আমি ছাত্র থেকে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনের সময় খুব কাছে থেকে সিরাজুল আলম খানকে দেখেছি। তিনি সব সময় কর্মীদের বুকে আগলে রাখতেন। আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। বংগবন্ধু আথবা বেগম মুজিবের কাছ থেকেই পয়সা এনে ঢাকার নিলখেতের আনোয়ারা রেস্টুরেন্টে কর্মী দের ভাত খাওয়ার বিল দিতেন। কিন্তু তিনি নিজে খেতেন না। তিনি রুমে এসে ডাল ,ভাজি দিয়ে খেয়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়তেন। তিনি তোফায়েল আহমেদ ,আ স ম ,রব সহ বহু নেতার সৃষ্টি করেন। জয় বাংলা শ্লোগান ,শেখ মুজিবকে বংগবন্ধু উপাধি, বাংলাদেশের পতাকা, জয় বাংলা বাহিনী গঠন করে দেশকে পাকিস্তানীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের দিকে নিয়ে স্বাধীন করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেশের মানুষ ও ছাত্রসমাজ পরিচালিত করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় সিরাজ ভাই ছিলেন বংগবন্ধুর ভেনগার্ড ও বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা।

তার দেশপ্রেম, সততার জন্য বংগবন্ধু খুব ই স্নেহ করতেন। জাসদ গঠনের পরও সব সময় বংগবন্ধু খোঁজ খবর নিতেন। একদিন অসুস্থতার খবর শুনে আমার সামনে বংগবন্ধু বলেন, কি রে সিরাজ তোর না শরীর খারাপ। যা রাশিয়া থেকে গিয়ে চিকিৎসাটা করে আয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন না ভাই আমি ভালো আছি। এরকম আরও অনেক ঘটনা আমার সামনেই হয়েছে। একটি দল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সময় জাসদ প্রধান বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে কত মধুর সম্পর্ক ছিল এখন তা কল্পনাও করা যায় না। আজ হত্যা,হিংসা ও ধংসের রাজনীতি দেশ ও জাতিকে ধংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এই ধারা পরিবর্তন করা একান্ত জরুরী। একটি গনতান্ত্রিক দেশে মতদ্বৈততা থাকবে একটাই স্বাভাবিক। এটা আদর্শিক মতবাদিক সংগ্রামের মাধ্যমে ই মোকাবেলা করতে হবে। মাসুল ম্যান পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে নয়। সিরাজ ভাইর সাথে শেষ দিন পর্যন্তও আমার যোগাযোগ ছিল। দ্বীকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট, শ্রমিক কৃষক ,ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার মানুষের নিয়ে বহু গবেষনা মূলক লেখা রেখে গেছেন। এই সব লেখা সংগৃহীত করে সরকার ও বিরোধী দল দেশের কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের নূতন প্রজন্মের গবেষণার জন্য ও এগুলোকে সংগৃহীত করা একান্ত জরুরী। তিনি ছিলেন আজীবন একজন নির্লোভ দেশপ্রেমিক। তিনি এই পৃথিবীতে বউ বাচ্চা বাড়ি ঘর, ব্যাংক ব্যালেন্স কিছুই রেখে যাননি। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর কোন শোক সভা হবে না, শহীদ মিনারে নেওয়ার দরকার নেই। আমার মায়ের একটা সাদা কাপড় রেখেছি এটা দিয়ে মুড়িয়ে মা/ বাবার কবরের পাশে পূঁতে দিও। কতো উচু মনের দুরদর্শিতার মানুষ হলে এরকম কথা বলে যেতে পারেন। দলমতের উর্ধে রেখে এধরনের মানুষের জীবনাদর্শ চর্চা করলে আমরা সবাই উপকৃত হবো। সেই লক্ষ্যে নিউইয়র্কে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের গঠনকে সাধুবাদ জানান তিনি।

আগামী ১৭ ই ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ছয়টায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠান একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। দল মত সবাইকে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান ড. মোস্তফা সারওয়ার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

মেক্সিকো সীমান্ত এলাকায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করলেন অ্যারিজোনা গভর্নর

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিতের দায়িত্ব পালন করতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এ নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়ে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ব্যবস্থা নেবে না, সেখানে আমি পদক্ষেপ নেব।'

ক্যাটি হবসের হিসাব অনুসারে, লুকভিল ক্রসিং আবারও চালু, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল মোকাবিলা এবং একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও মানবিক সীমান্ত নিশ্চিত করতে অ্যারিজোনার জন্য সরঞ্জাম ও জনবল প্রয়োজন।

গভর্নর অভিযোগ করেন, বারবার সহায়তার জন্য অনুরোধ জানানোর পরও বাইডেন প্রশাসন অ্যারিজোনা সীমান্তে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

লুকভিল ক্রসিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সীমান্তের দুই পারের বাসিন্দাদের ওপরই প্রভাব পড়েছে। কারণ, তাঁরা এ ক্রসিং দিয়ে বৈধ অভিবাসী হিসেবে প্রবেশ করতেন এবং আয়-উপার্জন করতেন।

গত সপ্তাহে অঙ্গরাজ্যের দুই সিনেটরের সঙ্গে যৌথভাবে হোয়াইট হাউসকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন ক্যাটি হবস। ওই চিঠিতে লুকভিল ক্রসিং আবারও খুলে দিতে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের মোতায়েনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ওই দুই সিনেটর হলেন ডেমোক্র্যাট সদস্য মার্ক কেলি ও স্বতন্ত্র কিরস্টেন সিনেমা।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অভিবাসন ইস্যুটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনে ৮১ বছর বয়সী বাইডেনের বিরুদ্ধে ৭৭ বছর বয়সী রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হলে সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করবেন।

আর বাইডেনের জন্য বিষয়টি জটিল হবে। কারণ, বাইডেন দুই ধরনের চাওয়ার মধ্যে ভারসাম্য করতে চাইছেন। অনেক মার্কিন নাগরিক চান, সীমান্তে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকুক। আর বাইডেনের দলের সদস্যরা চান, সীমান্তে আরও বেশি মানবিক অভিবাসনব্যবস্থা চালু করা হোক।

তবে অভিবাসনব্যবস্থায় মূল যে সংকট আছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন, তা মোকাবিলায় কোনো পক্ষ প্রস্তুত নয় বলে মনে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরানের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রমমন্ত্রী মিজ জুলি সু এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদশর শ্রম পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। গত ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত ইমরান এবং ভারপ্রাপ্ত মার্কিন শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বাংলাদেশের শ্রমমান নিয়ে দুই দেশের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের উদ্বেগ নিরসনের ব্যাপারে একমত ন।

একই সময়ে রাষ্ট্রদূত ইমরান ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার-এর ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি থিয়া ল্বির সাথে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠক দুইটিতে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (কমার্স) সেলিম রেজাও উপস্থিত ছিলেন।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেং-এর সঙ্গে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের বৈঠক

সংখ্যালঘু নির্যাতন সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে কংগ্রেসে ককাস সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র হাইজ অফ রেপ্রেজেন্টেটিভের বাংলাদেশ ককাস সদস্য কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেং-এর সঙ্গে গত ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু সমাজের নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক শহরের ফ্রেস মিডোজে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা ডক্টর দিলীপ নাথের বাসভবনে এক ঘন্টার অধিক স্থায়ী এ সভায় উপস্থাপক ও আলোচক অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, রূপকুমার ভৌমিক, ডক্টর দিলীপ নাথ, ভজন সরকার, ভবতোষ মিত্র, প্রণবেন্দু

চক্রবর্তি, সুশীল সিনহা, ও ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে নিরন্তরভাবে অব্যাহত সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারা করছে, তাদের উদ্দেশ্য কী, এই সামপ্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করতে এ' যাবৎ কোন সরকারের কী ভূমিকা ছিল সে'সব বিষয়ে কংগ্রেসওম্যানকে সম্যক অবহিত করে তাঁর হাতে তাঁদের বক্তব্যের পরিপূরক মিডিয়া রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র তুলে দিয়ে, আসন্ন নির্বাচনকালে সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

তা ছাড়াও ১৯৭১-এর গণহত্যার পটভূমি, সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্ভোগের অনুপুঙ্খ কাহিনী, দেশের প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও রাজনীতে ধর্মীয় উগ্রপন্থী-মৌলবাদীদের পুনর্বাসন, এবং সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ধর্ম করে, জন্মগতভাবে সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক বাংলাদেশকে কার্যত: একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা, অত্যাচারের মুখে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ায় দেশের মোট জনসংখ্যায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিত্বের হার ও সংখ্যা অবিশ্বাস্য পরিমানে হ্রাস পাওয়ার কারণও এবং তার ফলে বাংলদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে আর যে মাত্র তিরিশ বছর লাগবে সে'সম্পর্কে ঢাকা ট্রিবিউনে ২০১৬ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান-নির্ভর ভবিষ্যদ্বাণী কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেংকে জানানো হয়।

বক্তারা কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেংকে বলেন যে, তাঁদের মত প্রধানত: দুই কারণে আজ বাংলাদেশে সেকুলার ডেমোক্র্যাসি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন। প্রথমটি হচ্ছে সামপ্রদায়িক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি. এন. পি.'র রাজনৈতিক আঁতাত ও মোর্চা গঠন; আর দ্বিতীয়টি হল সংখ্যালঘু নির্যাতক ঐসব ধর্মীয় উগ্রপন্থী ও মৌলবাদীদের তোষণ করার জন্য তাদের কখনও বিচারের আওতায় না আনা।

বক্তারা অনারেবল কংগ্রেসওম্যানকে বলেন যে, বি. এন. পি. সংবিধান লঙ্ঘন পূর্বক একাত্তরের গণহত্যায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহনকারী জামাত-এ- ইসলামীর মত যুদ্দাপরাধী ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট বেঁধেছে, এবং এক কালের সেকুলার ডেমোক্র্যাট আওয়ামী লীগ তার প্রগতিশীল চরিত্র বিসর্জন দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং সংখ্যালঘু নাগরিকদের সম-নাগরিক অধিকার ও অস্তিত্বের বিনিময়ে হেফাজত-এ-ইসলাম সহ কয়েকটি মৌলবাদী দলের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করেছে। তাঁরা আরও বলেন যে, বিএনপি-জামাত-এ-ইসলামীর কর্মীরা তো নিজেরাই সামপ্রদায়িক নির্যাতন করে, তাদের সরকার এমনকি পেরামিলিটারি ফোর্স পাঠিয়ে লোগাং ম্যাসাকারের মত সামপ্রদায়িক সন্ত্রাসও করেছে, যাতে ঐ গ্রামের ৬০০ আদিবাসীকে হত্যা করার পর গোটা গ্রামটিতে অগ্নি সংযোগ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল (সেই সময় ১৭ জন কংগেসম্যান কর্তৃক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এ' বিষয়ে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে লেখা কংগ্রেশন্যাল চিঠির কপি কংগ্রেসওম্যানের হাতে তুলে দেওয়া হয়)।

"প্রগতিশীল দল" বলে দাবিদার আওয়ামী লীগ যদিও বিএনপি-এর মত নিজেরা কিংবা সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কখনও সংখ্যালঘু নির্যাতন করেনি, তারা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করার কোন টেকসই ব্যবস্থাও গ্রহন করেনি; সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ধর্মীয় মৌলবাদীদের তোষণ করতে দু' চারটে বহুল প্রচারিত কেইস ছাড়া তাঁরা কোন সংখ্যালঘু নির্যাতকের বিচার করেনি। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল করা, এবং তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে বি. এন. পি., বা জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোন তফাৎ নেই, যার উদাহরণ হিশেবে তারা শত্রু সম্পত্তি আইনের বলে সম্পত্তি অত্মস্যাৎ করার পরিসংখ্যান এবং এবং বর্তমানে শুধু মুসলমানদের জন্য ৫৬০ টি মডেল উপাসনালয় নির্মানের ব্যাপারটা উল্লেখ করেন। ২০০১ -২০০৬ সালের মধ্যে প্রধানত: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বি. এন. পি ও জামাত-এ-ইসলামী জোট যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল সে'সব ঘটনার তদন্তের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট, যাতে সনাক্তকৃত কয়েক হাজার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী অপরাধীর মধ্যে সরাসরি বিচারযোগ্য ২৬০০ অপরাধীর নাম রয়েছে, যা ২০১১ সালে জজ্ সাহাবুদ্দীন কমিশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কছে হস্তান্তর করেছিল, তাদেরও কারও বিচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এখনও করেনি, যা সন্ত্রাসীদের সহিংসতার মাধমে দেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নে উৎসাহ যোগাচ্ছে বলেও তারা দাবি করেন। বক্তারা বলেন যে, প্রগতিশীল দল বলে দাবিদার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের এই দু:খজনক ভূমিকার ফলে, ২০১২ সালে রামুতে পচিশ হাজারের অধিক মৌলবাদীর বৌদ্ধদের ওপর বর্বর আক্রমণের পর থেকে একের পর এক অসংখ্য অত্যাচরের ঘটনা ঘটেছে, যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার চাইলেই ঠেকাতে পারত।

বক্তারা একের পর এক সকলে আসন্ন নির্বাচনকালে সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলে, কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেং এর কারণ জানতে চান। তখন বক্তারা ২০০১ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পর এক রাতে বি. এন. পি -জামাত-এ-ইসলামীর সদস্যরা যে চর-ফেশনে এক রাতে একটি স্পটে ২০০ হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করে নির্বাচনী বিজয়োল্লাস করেছিল, সেই সময় ধর্ষিতা নারীর ৯৮% যে সংখালঘু সম্প্রদায়ের ছিল, এবং তৎপরবর্তি সময়ে দেশের সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ করে, লুটপাট করে, দেব-দেবীর মূর্তি ও উপাসনালয় গুড়িয়ে দিয়ে, পাশবিক অত্যাচার ও হত্যা করে তাঁদের পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে শূন্য হাতে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল সে'সবের বর্ণনা করে তার সপক্ষে দলিলপত্র কংগ্রেসওম্যানের হাতে তুলে দেন। নেতৃবৃন্দ অনারেবল কংগ্রেসওম্যানকে বলেন যে, অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহন না করলে ঐ ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই পারে, কারণ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু শূন্য করে দ্রুত দেশাটাকে আরেকটি আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে পরিণত করা যাদের ঘোষিত লক্ষ্য তারা সুযোগ পেলেই সেটা করবে। এটা করতে তারা বিন্দু মাত্র দ্বিধা করবে না, কারণ সন্ত্রাসীরা জানে যে কোন রাজনৈতিক দলই অতীতে যেমন এই অপরাধের জন্য তাদের বিচার করেনি তেমনি ভবিষ্যতেও করবে না। ব্যাপরটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা অনারেবল কংগ্রেসওম্যানকে বোঝানোর জন্য একজন বক্তা ওনাকে তৎকালীন সময়ের কয়েকটি মিডিয়া রিপোর্ট পড়ে শোনান, যার মধ্যে দুটোর শিরোনাম: "BangladeshÕs religious minorities: safe only in the departure lounge.Ó(The Economist, Nov. 29, 2003), Ges ÒRape and torture empties the villages," The Guardian, July 21, 2003. বক্তারা বলেন যে, এ' ধরণের ভয়াবহ পরিস্তিতি ঠেকানোর জন্য ইলেকশন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সেনা বহিনীর তিন প্রধান, গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিনের ডি. জি., পুলিশের আই. জি, বি. জি. বি. প্রধান এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানদের সমন্বিত প্রস্তুতি দরকার।

নেতৃবৃন্দ বলেন যে, দেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে অনেক আগেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ ছিল, এবং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবশেষে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে (এর কপি কংগ্রেসওম্যানকে হস্তান্তর করা হয়) একটি "সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন" পাশ করবেন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। ২০১৮ সালের নির্বাচনে জেতার অব্যবহিত পরই যদি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ "সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন" পাশ করত তা'হলে ২০২১ সালের শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় কুমিল্লান নানুয়ার দিঘীর পাড় থেকে শুর করে ২২টি জেল্যা জুড়ে যে সামপ্রদায়িক সহিংসতার নারকীয় তাণ্ডব হয়ে গেল সেটা হ'ত না, আজ দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়েও উৎকণ্ঠায় থাকতে হ'ত না। বক্তারা উল্লেখ করেন যে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় এখনও বিভিন্ন বিল পাশ হচ্ছে, এবং ওনার কাছে তাঁদের দাবি তিনি যেন আর বিলম্ব না করে "সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন" পাশ করে দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করা। বক্তারা কংগ্রেসওম্যানের হাতে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদকৃত "সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের" একটি খসড়া বিল, যা তাঁরা রাষ্ট্রদূত ইমরান সাহেবেরে মাধ্যমে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনেক আগেই পাঠিয়েছিলেন, তুলে দিয়ে বলেন যে তা'তে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে সংখ্যালঘু সুরক্ষার জন্য যেসব আইন আছে, সেগুলোই রয়েছে নতুন কিছু নেই। তাঁরা দাবি করেন যে, সরকার চাইলেই দেশে সংখ্যলঘু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ হতে পারে যেমনি বন্ধ হয়েছে, এ্যসিড সন্ত্রাস বিচার ও শাস্তির ভয় থাকলে কেউ সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাসে লিপ্ত হতে দু:সাহস করবে না।

সবকিছু শুনে এবং দেখে কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেং বলেন যে, তিনি অন্তরিকভাবে চান যে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি ফ্রী অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক যাতে সংখ্যালঘু নাগরিকগণ সহ দেশের সকল নাগরিক নিরাপদে অংশ গ্রহন করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, সংখ্যালঘু নাগরিকদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রতিটি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, এবং যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়টিকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করে। নির্বাচনকালে তো বটেই, সংখ্যালঘু নির্যাতন সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে তিনি মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশে ককাসের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও আশ্বাস দেন।

সব শেষে, কংগ্রেসওম্যান গ্রেইস মেং বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাপস দে, সুবল দেবনাথ, পরিমল কর্মকার, সাধন দাস, গোপাল সাহা, নৃপতি রায় সহ উপস্থিত সকলে তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান যাতে বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধান, অর্থাৎ ধর্ম-রিনপেক্ষ গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন, নতুন প্রজন্মের কাছে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ তুলে ধরার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৩' পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ও চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তৌফিক ইসলাম শাতিল। উপস্থায়ী প্রতিনিধি তার বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণকারী সকল সদস্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে নিহত সকল শহিদ বুদ্ধিজীবী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটিকে আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "জাতির এই বীর সন্তানেরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা যখন বুঝে গিয়েছিল যে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখনই তারা বাংলাদেশকে মেধাশূণ্য করতে বেছে বেছে পরিকল্পিতভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবিদের নির্মমভাবে হত্যা করে।"

তিনি আরো বলেন যে, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনের মাধ্যমে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত-সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি, তবেই তাঁদের আত্মত্যাগ স্বার্থক হবে। শেষে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শকে তুলে ধরার জোরালো আহ্বান জানিয়ে উপস্থায়ী প্রতিনিধি তার বক্তব্য শেষ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আতিকুর রহমান সালু ছিলেন সাচ্চা দেশপ্রেমিক -ফোবানা'র দোয়া ও আলোচনায় বক্তারা

নিউইয়র্ক: ষাটের দশকের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালু ছিলেন একজন সা"চা দেশপ্রেমিক। তাঁর ছাত্র জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ মিলবে। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, নিরহংকার, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে শুধু উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটি নয়, বাংলাদেশ হারালো একজন সুযোগ্য বীর সন্তান। তাঁর শূন্যতা পূরণ হবার নয়। বক্তারা বলেন. তিনি ছিলেন মওলানা আব্দুল হআমিদ খান ভাসানীর একান্ত সহচর। বাংলাদেশের পানি সমস্যা আর পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যে বসবাসকারী সাবেক ছাত্রনেতা, বিশিষ্ট সংগঠন, রাজনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালু ক্যান্সার পরবর্তী নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ৫ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার স"ানীয় সময় ভোর পৌনে ৫টার দিকে নিউজার্সীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস"ায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা, নাতি সহ বহু আত্নীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী-ভক্ত রেখে গেছেন। পরদিন বুধবার নিউজার্সীতেই তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালুর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ নেতৃত্বাধীন ফোবানা'র স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। রোববার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান ডা. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল ও সভা পরিচালনা করেন গিয়াস আহমেদ। অনুষ্ঠানে দোয়া মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ড. সৈয়দ মোতায়াক্কিল রব্বানী। এর আগে নাতে রাসুল (সা:) পাঠ করেন সৈয়দ মুসতাইন বিল্লাহ রব্বানী এবং পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ কাওসার আহমেদ। দোয়া মাহফিলে মরহুম সালু'র বিদেহী আত্নার মাগফেরাত ও পরকালে শান্তি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের শোক সইবার শক্তি কামনা করা হয়।

আলোচনা সভায় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক আজকাল'র প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ,

মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মইনুদ্দীন নাসের, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল সৈয়দ টিপু সুলতান, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান ও মোহাম্মদ সেলিম, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ইমরান আনসারী, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরুল হক, বাংলাদেশী-আমেরিকান সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, ফোবানা'র স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ খন্দকার, কিউ জামান, ওয়াহিদ কাজী এলিন, মোহাম্মদ সাদেক খান, নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম দুলাল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট তৈমুর জাকারিয়া রুমি প্রমুখ।

এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে ফোবানার'র সাবেক সেক্রটারী আবু জোবায়ের দারা ভর্চ্যুয়ালী যোগদেন বলে গিয়াস আহমেদ জানান। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক হ্যালো নিউইয়র্ক সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদ আলম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, ইউএসএনিউজ অনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনোয়ার হোসেন, আবুল কাশেম, শাহাদৎ হোসেন সবুজ, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান প্রমুখ উপস্থি"ত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মরহুম আতিকুর রহমান সালু'র জীবনী ও জীবনকর্ম নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র এক সভায় আগামী ২৪ ডিসেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে মরহুম আতিকুর রহমান সালু স্মরণে এক নাগরিক শোক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। রোববার (১০ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইসটনে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

১৩ তম এনআরবি এওয়ার্ড ২০২৩ পেলেন প্রতিশ্রুতিশীল জার্নালিস্ট জলি আহমেদ

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ ডিসেম্বর কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত "শো টাইম মিউজিক ১৩তম এনআরবি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩" পেলেন জলি আহমেদ ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট(ভলেন্টারি) হিসেবে। প্রতিশ্রুতিশীল জার্নালিস্ট জলি আহমেদের প্রাপ্তির খাতায় যুক্ত হলো আরো একটি এওয়ার্ড। পুরস্কারটি হাতে তুলে দেন বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনয় শিল্পী চিত্রনায়িকা মোসুমী। চলতি বছরেও জলি বিনোদন মাল্টিমিডিয়া সার্ভিসেস ইউএসএ থেকে কমিউনিটিতে তরুন জার্নালিস্ট (ভলেন্টারি) হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য বেষ্ট এপ্রেসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ব্রডকাষ্ট জার্নালিজম এর বিভিন্ন ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।।

এবারের এনআরবি এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ২০ জনের বেশি শিল্পী, সাংবাদিক, মিউজিশিয়ান, ব্যবসায়ী, অ্যাক্টিভিস্ট, চিকিৎসক ও আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশায় অবদান রাখা ব্যক্তিকে এই সম্মাননা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য,জলি আহমেদ ছোটবেলা থেকেই শিল্পা-সংস্কৃতির সংঙ্গে যুক্ত ছিলেন।মায়ের আগ্রহে একবারে ছোটবেলায় শিশু একাডেমিতে গান শিখেন.বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে নাচের কোর্স শেষ করেন। খুব কম বয়সেই ২০০৫ সাল থেকে নিয়মিত বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)তে অভিনয় শিল্পী হিসেবে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন ।বিটিভি তে জলি আহমেদ একজন "এ" গ্রেড এর অভিনয় ও নৃত্য শিল্পী। তিনি লম্বা সময় ধরে "থিয়েটার আট ইউনিটে" এর সংঙ্গে যুক্ত হয়ে মঞ্চে ও কাজ করে।থিয়েটারে তার উল্লেখযোগ্য নাটক ছিলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শেষের

কবিতা।" জলি আহমেদ "ভিকারুন নিসা নূন " স্কুল ও কলেজ থেকে পরালেখা শেষ করে "নথ সাউথ "বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেজুয়েশন করেন এবং পাশাপাশি চ্যানেল আই এর সঙ্গে এসিটেন্ট প্রোগ্রাম প্রডিউসার হিসেবে কাজ করে দীর্ঘদিন ।সে সময় তার সংবাদ উপস্থাপনা,স্ক্রীপ্ট রাইটিং,রিপোর্টিং,লাইট, ক্যামেরার সামনে পেছনে কাজের সুযোগ তৈরী হয় ।পরবর্তীতে সে কর্পোরেট জব করেন "প্রান আরএফএল"গ্রুপে এর মাকেটিং ডিপার্টমেন্ট এ এসিটেন্ট ম্যানেজার হিসেবে দীর্ঘ সাতবছর ধরে । বতমানে যুক্তরাষ্ট্রে জলি আহমেদ ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট(ভলেন্টারি) হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাথে কাজ করছে সফলতার সাথে ।সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া এই অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, "কঠোর পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে কাজের প্রাপ্তি এই অ্যাওয়ার্ড ।অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আমার সৃষ্টিকতার প্রতি এবং অবশ্যই আমার পরিবার সহ যারা এই পর্যন্ত আমার কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবাইকে।" সে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় শো টাইম মিউজিক এর কর্নদার আলমগীর খান আলম কে। প্রবাসে চরম বাস্তবতার মাঝেও শিল্প সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের কল্যানে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান জানাতে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।এই প্রসংসা বা স্বীকৃতি জলি আহমেদকে আরোও উৎসাহীত এবং তার কাজের গতিশীলতা কে তরান্বানিত করবে অনেকগুন ।

টাইম ম্যাগাজিনে বাংলাদেশের জন্মগাথা

১৫ পৃষ্ঠার পর

লেখা হয়েছে, 'ইয়াহিয়া কি মুজিবকে মুক্তি দেবেন? সেই জাদুকরী নেতা যিনি দেশভাগের পর থেকে বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।'

মনোবলহীন ও ছত্রভঙ্গ পাকিস্তানি সেনাদলের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের চিত্রটি কেমন ছিল সেদিন, তা জানানো হয় বিশ্ববাসীকে। পত্রিকার বর্ণনা অনুযায়ী জেনারেল স্যাম মানেকশ'র নির্দেশ ছিল এমন : 'তোমরা আমার সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে যদি পালানোর চেষ্টা করো, তাহলে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে।'

তিনি আরও বলেন, আত্মসমর্পণ করলে তাদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরা হবে। নতুন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়, 'পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল হলেও সে সব দেশের ৫০% অবদান রেখেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ৭০% আয় তাদের। কিন্তু বিনিময়ে শুধু অল্প শতাংশ পেয়েছে।'

তৎকালীন মার্কিন সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও দেশটির বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পীসমাজ ও সংবাদপত্রগুলো ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গণহত্যা ও শরণার্থী ইস্যুতে দেশটির সাধারণ মানুষ সোচ্চার ছিল। সে দেশের সংবাদমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও নিক্সন প্রশাসনের সমালোচনা ছিল মার্কিন নীতির ওপর চপেটাঘাত। ওই প্রতিবেদনেও উপমহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করা হয়।

এভাবে অক্ষরে অক্ষরে উঠে আসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির কথা, ছাপা হয় লাঞ্ছিত মানুষের জয়জয়কারের চিত্র। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটি ছিল এমন : 'মানব ইতিহাস ধৈর্য অপেক্ষা করছে অপমানিত মানুষের জয়জয়কার দেখার জন্য।' সেখানে আরও বলা হয়, 'উত্থান হয়েছে- তবে অনেক দামের বিনিময়ে। উপমহাদেশের যুদ্ধ এবং নতুন জন্মগ্রহণকারী হাড়ফাটা দারিদ্র্যের দেশ- বাংলাদেশের বিজয় দুঃখপূর্ণ।'

আধুনিক সমরবিজ্ঞানের মতে, যুদ্ধের একটি বড় অংশ প্রকৃতার্থে গণমাধ্যমেই সংঘটিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সরব ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশি সাংবাদিকরা সাধারণজন থেকে শুরু করে সামরিক অফিসারদের বয়ান সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো প্রকাশ করেছেন নির্দ্বিধায়। পাকিস্তানি সৈনিকদের নৃশংসতা, হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতনের তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলো শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম সাময়িকীর এ সংখ্যাটিও ইতিহাসের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। তাই মহান বিজয়ের মাসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেসব সংবাদযোদ্ধাকে, যারা বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে এসব চিত্র তুলে এনেছিলেন।

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সংবাদ সম্মেলন

ফোরক্লোজারের নোটিশ পেয়েছে 'কথিত জালালাবাদ ভবন'

পরিচয় ডেস্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার তহবিল থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে তত্কালীন কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম এষ্টোরিয়ায় যে বাড়িটি ক্রয় করেছিল তা নিলামে উঠতে যাচ্ছে। ব্যাংক গত ৮ মাসে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে মর্টগেজ না পাওয়ায় ফোরক্লোজারের নোটিশ পেয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসে । আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। তাঁরা আরো বলেন এষ্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবন হিসেবে যা পরিচিত, তার সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। সংগঠনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও পরবর্তীতে বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামজালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিয়ম বর্হিভূতভাবে জালালাবাদের অর্থ তুলে 'কথিত জালালাবাদ ভবন' ক্রয় করে। এই অর্থ আদায়ে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সংগঠনের নেতারা আশা করছেন মাননীয় আদালতের সুবিচারে জালালাবাদবাসী এই অর্থ ফেরত পাবে।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার তহবিল থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে মইনুল ইসলাম যে বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন তা নিলামে উঠতে যাচ্ছে। ব্যাংক গত ৮ মাসে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে মর্টগেজ না পাওয়ায় ফোরক্লোজারের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নোটিশের একটি কপিও তাঁরা পেয়েছেন। এমতাবস্থায় পূজালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার পাওনা সোয়া ৩ লাখ ডলার নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা। বিষয়টি বৃহত্তর সিলেটবাসীকে অবহিত করার জন্যই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বলেও তাঁরা জানান।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সভাপতি বদরুল হোসেন খান বলেন, মইনুল ইসলাম 'কথিত জালালাবাদ ভবন' এর বাড়িটি ক্রয়কালে অবৈধভাবে জালালাবাদের তহবিল থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে ডাউন পেমেন্ট প্রদান করেন। বাড়িটি ক্রয়কালে সংগঠনের তহবিল থেকে অর্থ নেয়ায় ভবনটির উপর আমরা আইনী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে লিয়েন সংযুক্ত করেছি ইতোমধ্যে । কিন্তু মইনুল ইসলাম গত ৮ মাস ধরে মর্টগেজ না দেয়ায় বাড়িটি ফরক্লোজারে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার কাগজপত্র আমরা ব্যাংক থেকে পেয়েছি। আর বাড়িটি ব্যাংক নিয়ে নিলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম বলেন, মইনুল ইসলামের অর্থ কেলেংকারির বিষয়টি যেহেতু আদালতে বিচারাধীন তাই সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয় তবে আমরা আশা করি সহসাই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বদরুন নাহার খান মিতা, সদরুন নুর, সহ সভাপতি মোহাম্মাদ লোকমান হোসেন লুকু, সফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজবাহ মজিদ, আহমেদ জিল্লু, জুনেদ এ খান, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক ট্রাস্টি এডভোকেট নাসির উদ্দীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা মিসবাহ আহম্মদ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি বদরুল খাঁন কর্তৃক পঠিত লিখিত বক্তব্যে যা উল্লেখ করা হয়:

প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলাভূমি হযরত শাহজালাল ও শহ্পরাণের স্মৃতি বিজড়িত বৃহত্তর সিলেট মানুষের প্রাণের সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা আজ অত্যন্ত বিষন্ন মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি : জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর অর্থ আত্মসাৎ করে ক্রয়কৃত ভবন আজ ফোরক্লোজে।

২০২২ সালের নির্বাচন পরবর্তীতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করা ও নানাবিদ সমস্যা নিয়ে এই সংগঠনের দ্বিধা বিভক্তি কারো অগোচর নয়। কিন্তু, এসব কাটিয়ে উঠে সংগঠনকে স্বমহিমায় দন্ডায়মান করতে বর্তমান কার্যকরী কমিটি পুরো জালালাবাদবাসীর সহযোগিতায় আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইনশাহ আল্লাহ, সকল বাধা বিপত্তি কাঠিয়ে স্বগৌরবে মহিমান্বিত হবোই। এ লক্ষে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম গং কর্তৃক জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যাংক একাউন্ট থেকে জালায়াতির মাধ্যমে তুলে নেওয়া ৩৩২,৮০৬.৬৯ ডলার আদায়ের জন্য কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে যার (ইনডেক্স ৭১৮১৯২/২০২৩)। বিচারাধীন মামলার বিষয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু অবহিতকরণ সম্ভব নয়।

বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম কর্তৃক জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যাংক একাউন্ট থেকে সকল সাংগঠনিক নিয়ম রীতি ও সংবিধানকে পদদলিত করে জালিয়াতির মাধ্যমে তুলে নেওয়া ৩৩২,৮০৬.৬৯ ডলার ব্যবহার করে নিউইয়র্কের ৩৬০৭ ৩১ স্ট্রিট, এস্টেরিয়া, এনওয়াই ১১১০৬ এ অবস্থিত বসত ঘর তার একান্ত নিজের প্রতিষ্ঠিত 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক' নামক কর্পোরেশনের নামে কিনে- সেই ঘরকে 'জালালাবাদ ভবন' নামকরণ করে প্রবাসী জালালাবাদবাসীর ঐতিহ্যের সাথে ঠাট্টা মশকরায় লিপ্ত হন। আজ আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করছি যে, পূর্বোল্লেখ্য বিচারাধীন মামলায় নথিভুক্ত এ ঘরটি Washington Equity and Funding Corp. এর অনুকুলে ফর ক্লোজার এ নথিভুক্ত হয়েছে যার (ইনডেক্স ৭২১২৫০/২০২৩)। যা প্রমাণাদি সাপেক্ষে আমরা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। একই সাথে এই সমালোচিত-আলোচিত ভবনের নানাবিধ আর্থিক দিক ও এ ভবনকে ঘিরে ব্যক্তি বিশেষ বা সমষ্টি কর্তৃক প্রবাসী বৃহত্তর জালালাবাদবাসীর প্রাণের সংগঠন ঐতিহ্যবাহী জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে ধ্বংস করার নীল নকশার নানা দিক আপনাদের সম্মুখে বিধৃত করছি। এরই আলোকে আজকের সাংবাদিক সম্মেলন।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, 'তথাকথিত জালালাবাদ ভবন" ৩৬০৭ ৩১ স্ট্রিট, এস্টেরিয়া, এনওয়াই ১১১০৬ নিউইয়র্ক স্টেট নিবন্ধিত ফর প্রফিট কর্পোরেশন 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক'র মালিকানাধীন একটি বসত বাড়ি। যে কর্পোরেশনের একমাত্র ওনার এবং প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম। এ ঘরটি ২০২২ সালের ১৭ই অগস্ট কেনা হয় এবং পরবর্তীতে জালালাবাদ ভবন নামে একটি সাইনবোর্ড সেখানে টাঙ্গানো হয়। এরই সুত্র ধরে নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির সামাজিক অঙ্গনে নানাবিধ ভাঙ্গা গড়ার কাজে সিদ্ধহস্ত অপরিণামদর্শী কিছু অতি উৎসাসীগণ এ ভবনকে 'জালালাবাদ ভবন' নামে প্রচারণায় লিপ্ত হন। আজ যখন ব্যাংক জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাৎ এর নিষ্কন্টক প্রমাণ তথাকথিত এ জালালাবাদ ভবন ফ্লোরক্লোজারে চলে গিয়েছে- তখন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন- বৃহত্তর জালালাবাদবাসীর ঐক্য-সংহতির প্রাণকেন্দ্র জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে ধ্বংসের পাঁয়তারায় আপনারা আর কতকাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবেন? তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন- বৃহত্তর জালালাবাদবাসীর ঐক্য-সংহতির প্রাণকেন্দ্র জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে ধ্বংসের পাঁয়তারায় আপনারা আর কতকাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবেন?

আমাদের হাতে থাকা প্রমাণাদি সাপেক্ষে আপনাদের মাধ্যমে পুরো কমিউনিটিকে অবগত করতে সুপ্রিমকোর্টের পাবলিক রেকর্ড Abyhvqx Washington Equity and Funding Corp.

(ইনডেক্স ৭২১২৫০/২০২৩) এর অনুকুলে ফোরক্লোজারে নিবন্ধিত হওয়া আলোচ্য ভবনের নানাবিধ আর্থিক দিক আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

১. রেকর্ড অনুযায়ী মরগেজ পেমেন্ট দেওয়া হয়নি মোট ৮ মাস। জানুয়ারী ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত। অদ্যাবধি পরবর্তী মাসগুলোও এর সাথে যোগ হবে।

২. আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত হিসাবে অনাদায়ী মর্গেজ পেমেন্ট সর্বমোট ($651,618.06 as of August 23, 2023) Washington Equity and Funding Corp. যার নিবন্ধনের উল্লেখিত।

৩. মোট মাসিক মর্গেজ ৫৩৩৭.৫০ ডলার।

৪. ভবনের মাসিক রেন্টাল ইনকাম ৫,৮০০ ডলার, যা ভবনের মালিক বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম কর্তৃক বিভিন্ন সময় দেওয়া বক্তব্য থেকে প্রতিয়মান।

৫. প্রপার্টি ক্লোজিং তারিখ ১৭ই অগাস্ট ২০২২।

৬. অসাংবিধানিকভাবে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক'র ব্যাংক একাউন্ট থেকে ৩৩২,৮০৬.৬৯ ডলার উত্তোলন করে এই ঘর কিনতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছিলাম যে, নানান ধরণের জালিয়াতির মাধ্যমে এই ঘরটি কেনা হয়েছে একান্ত ব্যক্তিস্বার্থে, যা জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষে সমর্থনযোগ্য নয়। আজ এই ঘরটি ফোরক্লোজারে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে এটাই প্রমানিত হলো যে, সন্তুষ্টজনক রেন্টাল ইনকাম থাকা সত্বেও এ বাড়িটি ফর ক্লোজার এ যাওয়া প্রশ্ন সাপেক্ষ! আমরা মনে করি, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অজুহাত দেখিয়ে এই ঘর কেনার একান্ত উদ্দেশ্যেই ছিল- জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যাংক একাউন্টের যাবতীয় অর্থ আত্মসাৎ করার হীন মানসিকতা। আরেকটি বিষয় অবগতিতে আপনারা আশ্চর্য হবেন যে, এই ভবন কেনার সময় রিয়েল এস্টেট এজেন্ট প্রতিষ্ঠান ছিল 'মেগা হোম রিয়েলিটি ইনক'। এই ঘর কেনা হয় জালালাবাদ ইউএসএ ইনক' কর্পোরেশনের নামে, যার একমাত্র ওনার এবং প্রেসিডেন্ট হলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম এবং মঈনুল ইসলামই আমাদের কমিউনিটিতে মেঘা হোম রিয়েলিটির একজন রিয়েল স্টেট এজেন্ট। কথিত জালালাবাদ ভবন ক্রয়ে বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম সেলার কমিশন বাবত ১৭,৪০০ ডলার এবং বায়ার কমিশন বাবত ২৬,১০০ ডলার সর্বমোট ৪৩,৫০০ ডলার মেগা হোম রিয়েলটি নামে নিজেই গ্রহণ করেণ। এ ছাড় কমিশন বাবত প্রিন্স রিয়ালটি নামে আরো একটি প্রতিষ্ঠান ৩৪,৮০০ ডলার এবং ৮,৭০০ ডলার যার সর্বমোট ৪৩,৫০০ ডলার দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে সর্বমোট ৮৭,০০০ ডলার হার্ড লোন থেকে কমিশন হিসেবে গ্রহন করেন। এ দরনের নজির ইতিপূর্বে কোন বাড়ি ক্রয় করতে হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। যে বিষয়টি জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের এটর্নি'র ডকুমেন্ট ডিসকভারি মাধ্যমে সেলার ও বায়ার Financial Closing Statements পরিষ্কার হয়। যার একটি কপি আপনারাদের কাছে দেওয়া হলো। সুতরাং গোটা বিষয়ে অন্তর্নিহিত স্বার্থ ও লাভ লোকসানের বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে নিউইয়র্কের বৃহত্তর জালালাবাদবাসীকে আমরা অবগত করতে চাই যে, সার্বিক বিষয় অবলোকনে তাদেরকে হতাশ হলে চলবে না, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন, আমরা আপনাদের প্রাণের সংগঠনের ঐক্য, সংহতি এবং সুনামকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি, আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়েই ভবিষ্যত সফলতার সোপানও রচিত হবে, ইনশাল্লাহ। সকলকে ধন্যবাদ।

নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক'র 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' শিরিন সুলতানা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাঙালী মালিকানায় স্বনামখ্যাত কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক এর ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৪ ডিসেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচিত 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' শিরিন সুলতানার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম। এসময় ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিমসহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেম জানিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মকর্তাই অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তার প্রতিষ্ঠানটিকে আজকের এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন, তারপরও সার্বিক বিবেচনায় একজনকে ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করা হয়। এবার শিরিন সুলতানা এ অ্যাওয়ার্ডটির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এজন্য তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানাকে ক্রেস্টসহ নগদ ১০০০ ডলার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ হাসেম জানিয়েছেন, এখন থেকে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক প্রতি বছরই 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবে।

এদিকে, অ্যাওয়ার্ডটি হাতে পেয়ে দারুণ খুশি কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক'র কর্মকর্তা শিরিন সুলতানা। তিনি এজন্য তার সকল সহকর্মীসহ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেমের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানার সহকর্মীরাও তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।-ইউএসএনিউজ

বিজয়ের
৫২
বছর
১৬ ডিসেম্বর
মহান
বিজয়
দিবস
লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি
বিজয়ের নিশান
সকলকে বিজয় দিবসের
শুভেচ্ছা
মইনুজ্জামান চৌধুরী
কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

নিউইয়র্কে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন'র নির্বাচনে ফখরুল সভাপতি ও মনির সাধারণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১০ ডিসেম্বর রোববার রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে উৎসবমুখর পরিবেশে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক'র (২০২৪-২০২৫) কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনে মো: ফখরুল ইসলাম মাসুম সভাপতি এবং নূরে আলম মনির সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং উপস্থিত উপদেষ্টাদের প্রত্যক্ষ ভোটে মাত্র দুটি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক সংগঠনের সভাপতি আমিন খান জাকির। অন্য দুজন নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সাবেক সভাপতি বাবুল চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর হোসাইন। নির্বাচন চলাকালে

প্রবাসী চাঁদপুরবাসীর বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭৫ জন। ১ জন ভোটার দেশে থাকায় মোট ৭৪ জন ভোটার সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন। তবে দুজন ভোটারের ভোটদান বিধিসম্মত না হওয়ায় দুটি ভোট বাতিল হয়ে যায়।

৭২ জন ভোটারের মধ্যে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি মাওলানা মো: ফখরুল ইসলাম মাসুম পেয়েছেন ৪০ ভোট। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৩২ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি সোহেল গাজী পেয়েছেন ৩৪ ভোট। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে সবাইকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পুনর্নির্বাচিত সভাপতি মো: ফখরুল ইসলাম মাসুম ও পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনির নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ভোটারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সকল চাঁদপুরবাসীর প্রিয় সংগঠন রুপসী চাঁদপুরকে ভবিষ্যতে সকলের সহযোগিতায় আরো শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করতে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা ব্যাহত রাখবেন।

এদিকে নির্বাচনের পরপরই সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সোহেল গাজী এক বিবৃতিতে বলেন, ১০ ডিসেম্বর নির্বাচনে বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও আপনারা দূর দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট করে নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছেন, আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংগঠনে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নতুন কমিটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনিরকে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের নেতৃত্বে চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে আগাম নতুন বছর ২০২৪ সালের সংগ্রামী শুভেচ্ছা।

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে বিএনপির মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর উওর বিএনপি বাংলাদেশে নির্বাচনী তফসিল বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারে (ডেইলী নিউইয়র্ক টাইমস বিল্ডিং এর সামনে) এক মানব বন্ধনের আয়োজন করে।

মহানগর বিএনপির((উত্তর) আহবায়ক আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন ।বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন , প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্য সচিব বদিউল আলম, যুবদলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মকসুদ আহমদ চৌধুরী , স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর রহমান খান হারুন, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এ জি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ইমরান শাহ রন, আলহাজ্ব আব্দুর রহিম, সৈয়দ গৌছুল হোসেন,আনোয়ার জাহিদ, মানিক আহমদ, যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান, ব্রঙ্কস ব্যুরো পুর্বের আহবায়ক লিয়াকত আলী,সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোঃ সোলায়মান , নিউইয়র্ক মহানগর ব্রঙ্কস ব্যুরো পশ্চিমের আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভুইয়া, ম্যানহাটন বিএনপির আহবায়ক আব্দুল ওয়াদুদ তালুকদার ,এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, ব্রঙ্কস বিএনপি নেতা মোঃ ফুল মিয়া, তোজাম্মেল হক তোতা,মোঃ আলী আশরাফ ভুইয়া,মফিজ উদ্দীন মাছুম,,শরীফ হোসেন নীরব,সৈয়দ আব্দুল বাছিত,মোতালেব মিয়া,আব্বাস উদ্দীন ,কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

মানব বন্ধন থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবী করে অবৈধ নির্বাচনী তফসিল বাতিল করার দাবী জানানো হয় । আহবাব খোকন প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

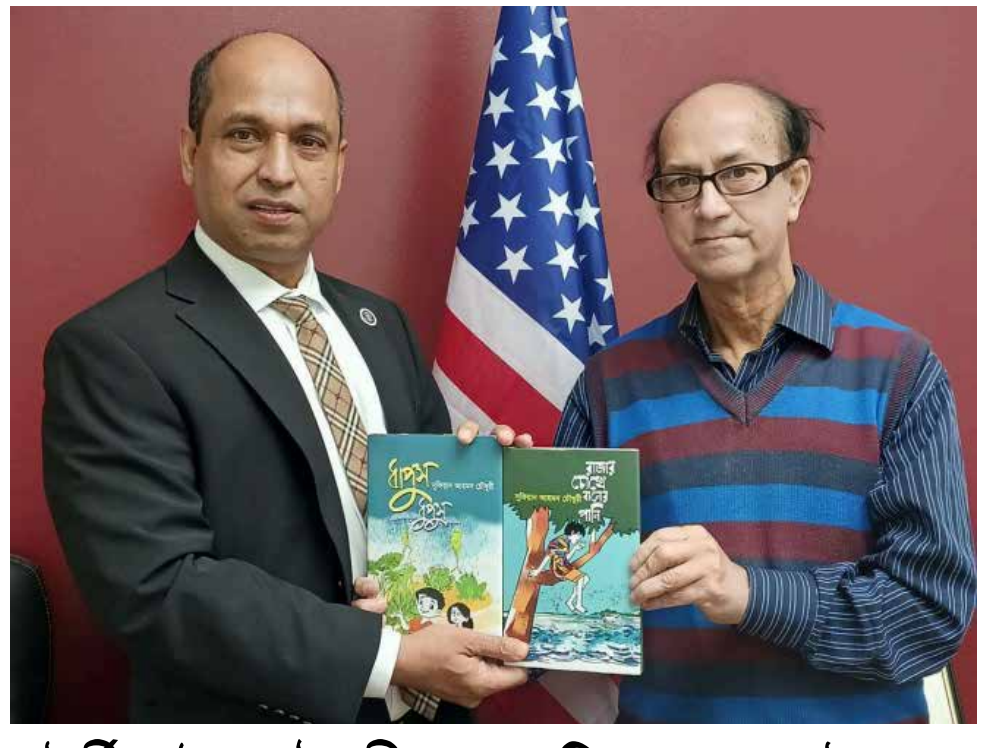

এটর্ণী মঈন চৌধুরীকে স্বরচিত গল্পগ্রন্থ উপহার

পরিচয় ডেস্ক: গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতি বার বিকেলে ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার, এক্সিডেন্ট কেইসেস, মেডিক্যাল মেল প্রেকটিস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের এর্টণী এট.ল জনাব মঈন চৌধুরীর হাতে গল্পের বইচরাজার চোখে বানের পানিচ ও ছড়ার বইধাপুস ধাপুসচতুলে দিচ্ছেন এ্যাডভোকেট সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী তাঁর জ্যাকসন হাইটসের অফিসে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

মাথাপিছু জিডিপিতে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মানুষেরা ভারত ও পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে গড়ে বেশি আয় করেন। এটি দেশের অভ্যন্তরে তাঁদের আয়ের হিসাব। আয়ের ক্ষেত্রে কয়েক বছর ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অথচ দুই দশক আগেও ভারত ও পাকিস্তান বেশ এগিয়ে ছিল বাংলাদেশের চেয়ে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যেই মাথাপিছু জিডিপিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় শক্তির দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দিল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। দুই দশক ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় আছে গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব অনুযায়ী, দেশের অভ্যন্তরে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে টানা চার বছর ধরে ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আর এ ক্ষেত্রে টানা আট বছর ধরে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এখন ২ হাজার ৬২১ ডলার। অন্যদিকে *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ইকোনমিস্টের নিবন্ধ: শেখ হাসিনার দল জানুয়ারিতে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পথে

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চার মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে ২০০৯ সাল থেকে টানা তিনবার তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

কেন অনেক অভিবাসী কানাডা ছাড়ছেন

পরিচয় ডেস্ক: নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিবছর হাজারো মানুষ পাড়ি জমান কানাডায়। তবে তাঁদের অনেকে এখন নেমেছেন টিকে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

দীর্ঘমেয়াদে কভিডের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় ফ্লু

পরিচয় ডেস্ক: মৌসুমি ফ্লু বা ঠাণ্ডা-কাশিজনিত রোগ শীতকালে খুবই সাধারণ বিষয়। তবে এ ধরনের অসুখ দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির দিকে নিয়ে যেতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

মেক্সিকো সীমান্ত এলাকায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করলেন অ্যারিজোনা গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার ডেমোক্রেটিক গভর্নর ক্যাটি হবস বলেছেন, তিনি অঙ্গরাজ্যটির মেক্সিকোসংলগ্ন সীমান্তে স্থানীয় ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সেনাদের পাঠাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকার অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছে না। এ জন্য স্থানীয়ভাবে তাঁর নিজেকেই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। সম্প্রতি অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের বড় সীমান্ত পারাপার 'লুকভিল ক্রসিং' বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডেমোক্র্যাট নেতা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ক্রসিংটি খুলে দেওয়ার জন্য সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে হবসের অভিযোগ, বাইডেন প্রশাসন ক্রসিংটি খুলে দিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে রাজি হয়নি। গত শুক্রবার, ১৫ ডিসেম্বর এক আদেশে ক্যাটি হবস বলেন, 'আবারও আমাদের সীমান্ত এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে ভারতকে বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ ঘোষণার আহ্বান ফেডারেল সরকারের অধীন সংস্থার

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের আওতায় ভারতকে 'বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ' হিসেবে ঘোষণা করতে *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি পাসপোর্টে মালিহার শত দেশ ভ্রমণ, মার্কিন গণমাধ্যমের বিস্ময়

পরিচয় ডেস্ক: ২০২২ সালেই শততম দেশে পা রাখেন বাংলাদেশি পর্যটক ফাইরুজ মালিহা। সে সময় তাঁকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এবার 'বাংলাদেশি পাসপোর্ট' নিয়ে মালিহার শতাধিক দেশ ভ্রমণে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রতিবেদন ছেপেছে মার্কিন গণমাধ্যম *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনকর্মীদের মানহানি: ১৪৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র ও ট্রাম্প মিত্র জুলিয়ানির

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে মানহানি করায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও মিত্র, নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানিকে ১৪৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছেন আদালত। জর্জিয়ার দুই আদালত নির্বাচনকর্মীর বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কারচুপি করতে সহায়তা করার অভিযোগ করেন রুডি জুলিয়ানি। এতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন ওই দুই কর্মী। শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মুসলিম শিশুকে হত্যার হুমকি, জর্জিয়ায় মার্কিন স্কুল শিক্ষক গ্রেফতার

পরিচয় ডেস্ক: ইসরাইলি পতাকা দেখে বিক্ষুব্ধ মুসলিম শিশুকে 'মাথা কেটে ফেলার হুমকি' দেয়ার অভিযোগে এক মার্কিন স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে।সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শেরিফের ডেপুটির লেখা অভিযোগ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

যেভাবে বুঝবেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত

পরিচয় ডেস্ক: আপনি কি প্রায়ই স্মার্টফোনে থাকেন? আপনার কাছে কি বাস্তব জীবনের চেয়ে অনলাইন ব্যবহার বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে? তাহলে ধরে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

১ লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল পেল বাংলাদেশি স্টার্টআপ 'দ্রুতলোন'

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি ফিনটেক স্টার্টআপ দ্রুত ফিনটেক লিমিটেড তাদের প্রাক-সিড অর্থায়ন পর্যায়ে ১ লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল জোগাড় করতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

এক ক্লিকেই অপ্রয়োজনীয় ই-মেইল ডিলেট করুন

পরিচয় ডেস্ক:অপ্রয়োজনীয় ই-মেইলের কারণে অনেক সময় প্রয়োজনীয় মেইলে ঢুকতে পারে না। তাই মাঝে মধ্যে স্টোরেজ ক্লিন করতে হয়। কিন্তু একটা একটা ইমেইল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯